মধ্যমেয়াদি

সামষ্টিক অর্থনৈতিক

নীতি বিবৃতি

২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক

নীতি বিবৃতি

২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ | ২ জুন ২০২৫)

অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইট: www.mof.gov.bd

নীতি বিবৃতি প্রস্তুতে যারা অবদান রেখেছেন

প্রধান উপদেষ্টা:	**ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার**, অর্থসচিব
সম্পাদক:	**ড. জিয়াউল আবেদীন**, অতিরিক্ত সচিব
প্রণয়নকারী কর্মকর্তাবৃন্দ:	**মুহাম্মদ মনজুরুল হক**, যুগ্মসচিব **মোহাম্মদ জহিরুল কাইউম**, যুগ্মসচিব **আনারুল কবির**, যুগ্মসচিব **ড. মোঃ রাশেদুর রহমান সরদার**, উপসচিব **ড. কে এম আলমগীর কবীর**, উপসচিব **রওশন আরা লাবনী**, উপসচিব **আবদুল মন্নান**, উপসচিব **ড. আসিফ ইকবাল**, উপসচিব **সৈয়দ মাহমুদ হাসান**, উপসচিব **সুহানা ইসলাম**, সিনিয়র সহকারী সচিব **আশরাফুল আলম**, সিনিয়র সহকারী সচিব **শিহাব উদ্দিন আহমদ**, সিনিয়র সহকারী সচিব **প্রণতি বিশ্বাস**, সিনিয়র সহকারী সচিব **তাসনুভা রহমান**, সিনিয়র সহকারী সচিব

যোগাযোগের ঠিকানা: অতিরিক্ত সচিব, সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

টেলিফোন: (+৮৮০) -২-২২৩৩৫৬০১৯, ই-মেইল: ziaula@finance.gov.bd

ওয়েবসাইট: www.mof.gov.bd

ISSN 978-984-35-2579-6

সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উৎস হতে ১৫ মে ২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত কিছু তথ্য সাময়িক, যা পরবর্তীতে পরিবর্তন হতে পারে।

মুখবন্ধ

বিশ্ব অর্থনীতি এখনও কোভিড-১৯ অতিমারির স্থায়ী প্রভাব, কঠোর মুদ্রানীতি এবং দীর্ঘমেয়াদি ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েনসহ বহুবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ফলে, একদিকে যেমন বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির গতি শ্লথ হয়েছে, অন্যদিকে পণ্য ও জ্বালানি বাজারে অস্থিরতাসহ মূল্যস্ফীতির চাপ অব্যাহত রয়েছে। এমন একটি পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আমাদের মূল লক্ষ্য হলো সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮ অর্থবছর মেয়াদের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (MTMPS) প্রস্তুতের এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং। কারণ, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন বেশকিছু মৌলিক নীতি ও কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৫.০ শতাংশ থেকে মধ্যমেয়াদে ধীরে ধীরে বেড়ে ৫.৫ থেকে ৬.৫ শতাংশের মধ্যে পৌঁছাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। কঠোর মুদ্রানীতি ও দূরদর্শী আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার ৯.০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৬.৫ থেকে ৫.৫ শতাংশের মধ্যে নেমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মধ্যমেয়াদে বাজেট ঘাটতি কমিয়ে আনার পাশাপাশি অগ্রাধিকার খাতে উন্নয়ন ব্যয়কে গুরুত্ব দিয়ে সরকারের সামগ্রিক ব্যয় বিদ্যমান সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বন্টন করা হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৩.৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪.৬ শতাংশ ছিল। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল কৌশল অবলম্বন ও কার্যকর ঋণ ব্যবস্থাপনার ফলে ঋণ-জিডিপি অনুপাত ৩৭ শতাংশের কাছাকাছি পর্যায়ে স্থিতিশীল থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

রাজস্ব আহরণ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধি করা সরকারের অন্যতম নীতি অগ্রাধিকার। ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কর আদায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এখনো অনেক কম। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতিতে কর নীতি ও প্রশাসনের পৃথকীকরণ, কর প্রদানের প্রক্রিয়ায় অটোমেশন, কর অঞ্চল সম্প্রসারণ এবং কর ছাড় সীমিতকরণসহ বেশ কিছু চলমান সংস্কারমূলক পদক্ষেপের রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি মধ্যমেয়াদে বার্ষিক গড়ে ১০.৪ শতাংশ হারে বাড়বে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

এই অর্থবছরের MTMPS-এ বৃহৎ পরিসরে রাজস্ব ঝুঁকি বিবৃতি (FRS) নামক একটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে, যেখানে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি, বহিঃ অভিঘাত (External Shocks), প্রচ্ছন্ন দায় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, মূল্যস্ফীতি এবং বিনিময় হারজনিত অর্থনৈতিক অভিঘাত রাজস্ব ঘাটতির চাপ বাড়ায়, অথচ রপ্তানি হ্রাসের মতো বহিঃ প্রভাব মূল্যস্ফীতিকে কিছুটা প্রশমিত করলেও তা রাজস্ব ও প্রবৃদ্ধি কমিয়ে দেয়।

অর্থ বিভাগের সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত, আলোচনালব্ধ মতামত ও সদ্য গৃহীত ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফাউন্ডেশন টুল ও ম্যাক্রো-ফিসকাল মডেলের ভিত্তিতে এই নীতি বিবৃতি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর ও সংস্কারের ক্রান্তিলগ্নে এই নীতি বিবৃতি সামগ্রিক রাজস্ব নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অধিক স্বচ্ছতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে।

আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এই নীতি বিবৃতি প্রকাশে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। আশা করছি, নীতিনির্ধারক, গবেষক এবং উন্নয়ন সহযোগীসহ সকল জ্ঞানপিপাসু মানুষের জন্য সরকারের মধ্যমেয়াদি রাজস্ব নীতি-কৌশল বোঝার ক্ষেত্রে নীতি বিবৃতিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

(ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ)
উপদেষ্টা
অর্থ মন্ত্রণালয় ও
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গতিবিধি........১

১.১ ভূমিকা........১

১.২ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প........২

১.৩ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির দৃশ্যকল্প........৩

১.৪ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দৃশ্যকল্প........৫

১.৪.১ আন্তর্জাতিক রপ্তানির দৃশ্যকল্প........৫

১.৪.২ আন্তর্জাতিক আমদানির দৃশ্যকল্প........৬

১.৫ বৈশ্বিক সুদহার পরিস্থিতি........৭

১.৬ মুদ্রা বিনিময় হার........৮

১.৭ আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য পরিস্থিতি........৯

১.৮ উপসংহার........১১

অধ্যায় ২ সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প........১৫

২.১ মধ্যমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিসমূহ........১৫

২.২ প্রকৃত খাত........১৭

২.২.১ সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিক প্রবৃদ্ধি........১৭

২.২.২ সরবরাহভিত্তিক খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প........১৮

২.২.৩ চাহিদাভিত্তিক খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প........২০

২.২.৪ মূল্যস্ফীতির দৃশ্যকল্প........২১

২.২.৫ বিনিয়োগের দৃশ্যকল্প........২৩

২.২.৬ সঞ্চয়ের দৃশ্যকল্প........২৪

২.২.৭ উন্নয়ন সহযোগীদের প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি সংক্রান্ত পূর্বাভাস........২৫

২.৩ রাজস্ব খাত........২৬

২.৩.১ রাজস্ব আহরণের দৃশ্যকল্প........২৬

২.৩.২ সরকারি ব্যয়ের দৃশ্যকল্প........২৭

২.৩.৩ বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নের দৃশ্যকল্প........২৮

২.৪ মুদ্রা খাত........২৯

২.৪.১ মুদ্রা নীতি ও সুদ হার........২৯

২.৪.২ ব্যাপক মুদ্রার (M2) প্রবৃদ্ধি........৩১

২.৫ বহিঃখাত........৩২

২.৫.১ *আমদানি ও রপ্তানির দৃশ্যকল্প* ৩২
২.৫.২ *চলতি হিসাব ও বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য* ৩৪
২.৫.৩ *মুদ্রা বিনিময় হার ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ* ৩৫
২.৫.৪ *প্রবাস আয়* ৩৭
২.৬ চ্যালেঞ্জসমূহ ৩৮
২.৭ বাজেট বাস্তবায়ন ৩৯
২.৮ মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্পের জন্য মূল অনুমানসমূহ ৪১
২.৯ Macro Fiscal Model (MFMOD) এর ব্যবহার ৪৩
২.১০ ২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮ অর্থবছরের MTMF ৪৩
২.১১ উপসংহার ৪৫
অধ্যায় ৩ রাজস্ব আদায়ের দৃশ্যপট ও আহরণ কৌশল ৪৯
৩.১ ভূমিকা ৪৯
৩.২ সার্বিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি ৫০
৩.৩ রাজস্ব আহরণের উৎসভিত্তিক চিত্র ৫১
৩.৩.১ *জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর রাজস্ব আহরণ* ৫২
৩.৩.২ *কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ* ৫৪
৩.৩.৩ *২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের চিত্র* ৫৫
৩.৪ রাজস্ব আদায়ের গতিধারা এবং কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় ৫৬
৩.৪.১ *রাজস্ব বয়েন্সি (Revenue Buoyancy) ও অন্যান্য দেশের সাথে তুলনামূলক চিত্র* ৫৬
৩.৪.২ *মূসকের কার্যকর হার* ৫৮
৩.৪.৩ *অর্থনীতির অনানুষ্ঠানিক খাত এবং আয়করের ভূমিকা* ৫৯
৩.৫ মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণের চিত্র ৬০
৩.৬ মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণ কৌশল ৬১
৩.৬.১ *রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে কাঠামোগত উদ্যোগ* ৬২
৩.৭ কর ব্যয় (Tax Expenditure) যৌক্তিকীকরণ - বর্তমান চিত্র ৬৪
৩.৭.১ *আয়কর* ৬৪
৩.৭.২ *মূল্য সংযোজন কর* ৬৪
৩.৭.৩ *শুল্ক (কাস্টমস)* ৬৫
৩.৮ সংস্কার উদ্যোগসমূহ ৬৫
৩.৮.১ *প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি* ৬৫

৩.৮.২ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাঠামোগত সংস্কার ও আধুনিকায়ন ৬৬
৩.৮.৩ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি ৬৮
৩.৮.৪ কর-বহির্ভূত রাজস্বের সম্ভাবনা অন্বেষণ ৬৮
৩.৯ উপসংহার ৬৯
অধ্যায় ৪ সরকারি ব্যয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা ৭৩
৪.১ ভূমিকা ৭৩
৪.২ সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত নীতি-কাঠামো ৭৪
৪.৩ সরকারি ব্যয়ের গতিধারা ও প্রক্ষেপণ ৭৫
৪.৩.১ মোট সরকারি ব্যয় ৭৫
৪.৩.২ আবর্তক ও মূলধন ব্যয়ের গতি-প্রকৃতি ৭৬
৪.৩.৩ সরকারি ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ ৭৭
৪.৪ পরিচালন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প ৭৯
৪.৪.১ বেতন ও ভাতাদি ৮০
৪.৪.২ পণ্য ও সেবা ৮০
৪.৪.৩ সামাজিক সুরক্ষা, ভর্তুকি ও স্থানান্তর ৮১
৪.৫ উন্নয়ন ব্যয়ের গতিধারা ও দৃশ্যকল্প ৮৩
৪.৫.১ মোট মূলধন ব্যয় ৮৩
৪.৫.২ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ৮৩
৪.৬ সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত নীতির মূল্যায়ন ৮৫
৪.৬.১ সরকারি ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র ৮৫
৪.৬.২ বাজেট বরাদ্দের বছরভিত্তিক পরিবর্তন ৮৫
৪.৬.৩ বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়ের তুলনা ৮৭
৪.৬.৪ ফিসক্যাল স্ট্যান্স (Fiscal Stance) ৮৯
৪.৬.৫ ফিসক্যাল ইমপাল্স (Fiscal Impulse) ৯০
৪.৭ ঘাটতি অর্থায়ন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা ৯০
৪.৭.১ ঘাটতি অর্থায়ন ৯১
৪.৭.২ অর্থায়ন ব্যয় ৯২
৪.৭.৩ অর্থায়ন কৌশল ৯৪
৪.৭.৪ ঋণ প্রোফাইল ৯৫
৪.৭.৫ ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ ৯৬
৪.৭.৬ ঋণ ধারণ সক্ষমতা যাচাই ৯৭

৪.৭.৭ বৈদেশিক ঋণের পরিশোধসূচি... ৯৭
৪.৭.৮ বৈদেশিক ঋণের কারেন্সি মিক্স.. ৯৮
৪.৭.৯ প্রচ্ছন্ন ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের দায়...................................... ৯৯
৪.৮ উপসংহার...১০০
অধ্যায় ৫ আর্থিক ঝুঁকি বিবৃতি ১০৩
৫.১ ভূমিকা ১০৩
৫.২ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি...১০৪
৫.৩ বেইজলাইন সামষ্টিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাস...১০৪
৫.৪ সামষ্টিক অর্থনীতির সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ..১০৫
৫.৪.১ মূল্যস্ফীতি জনিত অভিঘাত ১০৫
৫.৪.২ নীতি সুদহার জনিত অভিঘাত...১০৭
৫.৪.৩ মুদ্রা বিনিময় হার জনিত অভিঘাত...১০৮
৫.৪.৪ রপ্তানি জনিত অভিঘাত.. ১১০
৫.৫ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ১১২
৫.৫.১ এসওই সমূহের ঋণ ও প্রচ্ছন্ন দায় ১১২
৫.৫.২ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর (এসওই) ঝুঁকি বিশ্লেষণ................................. ১১২
৫.৫.৩ সার্বভৌম গ্যারান্টি..১১৩
৫.৬ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সামষ্টিক-আর্থিক ঝুঁকি..১১৩
৫.৬.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি ১১৫
৫.৬.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ অভিঘাতের উপর ভিত্তি করে সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ ১১৬
৫.৬.৩ বিভিন্ন ম্যাক্রো-ভ্যারিয়েবল এর উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব............... ১১৭
৫.৬.৪ প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরকারের প্রস্তুতি...১২০
৫.৭ উপসংহার এবং নীতি-কৌশল...১২১

সারণির তালিকা

সারণি ২.১ MTMF ২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮ ....৪৪
সারণি ৩.১ রাজস্ব আহরণ ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা) ৫০
সারণি ৩.২ রাজস্বের প্রধান উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)... ৫২
সারণি ৩.৩ এনবিআর কর রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা) ৫৩
সারণি ৩.৪ কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা).. ৫৫
সারণি ৩.৫ রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি ২০২৪-২৫ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা) ৫৬
সারণি ৩.৬ রাজস্ব আহরণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (বিলিয়ন টাকা).................................৬১
সারণি ৪.১ সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন (জিডিপি'র শতাংশে).................................. ৭৮
সারণি ৪.২ নগদ ঋণ ও ভর্তুকি (বিলিয়ন টাকা).. ৮২
সারণি ৪.৩ নগদ প্রণোদনা (বিলিয়ন টাকা) ৮২
সারণি ৪.৪ মূলধন ব্যয়ের গতিধারা ও দৃশ্যকল্প (জিডিপি'র শতাংশে)............................৮৩
সারণি ৪.৫ এডিপি বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় (বিলিয়ন টাকায়) ৮৪
সারণি ৪.৬ ঘাটতি অর্থায়ন ২০২৩-২৪ হতে ২০২৭-২৮ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা) ৯২
সারণি ৪.৭ সুদ পরিশোধ ২০২৩-২৪ হতে ২০২৭-২৮ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা).................. ৯৩
সারণি ৪.৮ ঋণ স্থিতি ২০২৩-২৪ হতে ২০২৭-২৮ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)....................... ৯৭
সারণি ৫.১ আর্থিক ঝুঁকি কাঠামো...১০৩
সারণি ৫.২ অভিঘাত সমূহের বিবরণ ১০৫
সারণি ৫.৩ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার আর্থিক ঝুঁকির শ্রেণিবিন্যাস............১১২
সারণি ৫.৪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি ১১৬
সারণি ৫.৫ শক ইমপ্যাক্ট সিনারিও ১১৭

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১.১ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%) ২

চিত্র ১.২ বিভিন্ন দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)........ ৩

চিত্র ১.৩ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মূল্যস্ফীতি (%)........৪

চিত্র ১.৪ বিভিন্ন দেশের মূল্যস্ফীতি (%)........৪

চিত্র ১.৫ বিশ্ব এবং বিভিন্ন দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%-পরিমাণগত)........ ৬

চিত্র ১.৬ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল এবং দেশের আমদানি প্রবৃদ্ধি (%-পরিমাণগত) ৭

চিত্র ১.৭ বিগত কয়েক বছরের SOFR (Secured Overnight Financing Rate)....... ৮

চিত্র ১.৮ মার্কিন ডলারের বিপরীতে কতিপয় মুদ্রার বিনিময় হার........ ৯

চিত্র ১.৯ আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য........১০

চিত্র ২.১ বিভিন্ন ত্রৈমাসিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার(%) ১৮

চিত্র ২.২ সরবরাহভিত্তিক খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির প্রবণতা ১৯

চিত্র ২.৩ জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে সরবরাহভিত্তিক খাতসমূহের অবদান........২০

চিত্র ২.৪ চাহিদাভিত্তিক খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির প্রবণতা ২১

চিত্র ২.৫ সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতির গতিবিধি........ ২২

চিত্র ২.৬ বাৎসরিক গড় মূল্যস্ফীতির গতিবিধি ২৩

চিত্র ২.৭ জিডিপিতে বিনিয়োগের অবদানের গতিবিধি ২৪

চিত্র ২.৮ জিডিপিতে সঞ্চয়ের অবদানের গতিবিধি........ ২৫

চিত্র ২.৯ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস........ ২৬

চিত্র ২.১০ জিডিপিতে রাজস্ব আয়ের অবদানের গতিবিধি........ ২৭

চিত্র ২.১১ জিডিপিতে সরকারি ব্যয়ের গতিবিধি........ ২৮

চিত্র ২.১২ বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নের গতিবিধি ২৯

চিত্র ২.১৩ বিভিন্ন সুদহার........ ৩০

চিত্র ২.১৪ মুদ্রা খাতের গতি-প্রকৃতি........ ৩১

চিত্র ২.১৫ ব্যাপক মুদ্রার (M2) প্রবৃদ্ধি ৩২

চিত্র ২.১৬ আমদানি-রপ্তানির প্রবাহ........৩৩

চিত্র ২.১৭ চলতি হিসাবে উপাদানসমূহ ৩৪

চিত্র ২.১৮ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও আমদানি সক্ষমতা ৩৫

চিত্র ২.১৯ বিনিময় হারের ওঠানামা এবং REER ও নমিনাল রেটের পার্থক্য........৩৬

চিত্র ২.২০ প্রবাস আয় ও বৈদেশিক নিয়োগ........ ৩৮

চিত্র ২.২১ প্রাক্কলিত ও প্রকৃত ব্যয়ের বিচ্যুতি (%) ৪০
চিত্র ২.২২ প্রাক্কলিত ও প্রকৃত রাজস্ব আহরণ ৪১
চিত্র ৩.১ রাজস্ব আহরণ (জিডিপি'র %).. ৫১
চিত্র ৩.২ এনবিআর কর রাজস্বের প্রবৃদ্ধি (%) ৫৪
চিত্র ৩.৩ রাজস্ব বয়েন্সি (Revenue Buoyancy) ৫৭
চিত্র ৩.৪ মোট রাজস্ব (General Government Revenue) (জিডিপি'র %) ৫৮
চিত্র ৩.৫ মূসকের কার্যকর হার (জাতীয় ভোগব্যয়ের % হিসেবে) ৫৯
চিত্র ৩.৬ Medium and Long-Term Revenue Strategy (MLTRS) ৬৩
চিত্র ৪.১ পটেনশিয়াল জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও প্রকৃত/প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির তুলনা........................... ৭৫
চিত্র ৪.২ মোট সরকারি ব্যয় (জিডিপি'র শতাংশে) ৭৬
চিত্র ৪.৩ সরকারি ব্যয়ের প্রাথমিক বিভাজন.. ৭৭
চিত্র ৪.৪ ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে খাতভিত্তিক সম্পদ সঞ্চালন....................... ৭৯
চিত্র ৪.৫ পরিচালন ব্যয় (জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে).. ৮০
চিত্র ৪.৬ বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের ধরন (মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে) ৮১
চিত্র ৪.৭ খাতভিত্তিক উন্নয়ন ব্যয়.. ৮৪
চিত্র ৪.৮ মোট সরকারি ব্যয়, ২০২৪ .... ৮৫
চিত্র ৪.৯ সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি (%).. ৮৬
চিত্র ৪.১০ খাতভিত্তিক ব্যয়ের বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি (%) ৮৭
চিত্র ৪.১১ বাজেট বরাদ্দ হতে প্রকৃত ব্যয়ের বিচ্যুতি (%) ৮৮
চিত্র ৪.১২ Cyclically Adjusted প্রাথমিক বাজেট ভারসাম্য (জিডিপি'র শতাংশে) ৮৯
চিত্র ৪.১৩ বছরভিত্তিক Fiscal Impulse ৯০
চিত্র ৪.১৪ অন্তর্নিহিত সুদের হার.. ৯৪
চিত্র ৪.১৫ ঋণ জিডিপি'র অনুপাত ৯৫
চিত্র ৪.১৬ বৈদেশিক ঋণের পরিশোধ সূচি ৯৮
চিত্র ৪.১৭ বৈদেশিক মুদ্রার মিশ্রণ.. ৯৯
চিত্র ৫.১ সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি অভিঘাতের প্রভাব ১০৬
চিত্র ৫.২ বাজেট ঘাটতির ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির অভিঘাতের প্রভাব.................................. ১০৬
চিত্র ৫.৩ সরকারি ঋণের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির অভিঘাতের প্রভাব ১০৭
চিত্র ৫.৪ সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে নীতি সুদহার অভিঘাতের প্রভাব ১০৮
চিত্র ৫.৫ সরকারি ঋণের ক্ষেত্রে নীতি সুদহার অভিঘাতের প্রভাব.................................. ১০৮

চিত্র ৫.৬ সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময় হার অভিঘাতের প্রভাব............................১০৯
চিত্র ৫.৭ সরকারি ঋণের ক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময় হার অভিঘাতের প্রভাব ১০৯
চিত্র ৫.৮ মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময় হার অভিঘাতের প্রভাব ১১০
চিত্র ৫.৯ সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে রপ্তানি অভিঘাতের প্রভাব... ১১১
চিত্র ৫.১০ মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে রপ্তানি অভিঘাতের প্রভাব... ১১১
চিত্র ৫.১১ বাংলাদেশে সংগঠিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ (১৯৮০ - ২০২৪) ১১৪
চিত্র ৫.১২ ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও প্রকৃত জিডিপির উপর প্রভাব.....................................১১৮
চিত্র ৫.১৩ বাজেট ঘাটতি এবং সরকারি ঋণের উপর প্রভাব.......................................১১৯
চিত্র ৫.১৪ আমদানি ও রপ্তানিতে প্রভাব ১২০

পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা কাটিয়ে ২০২৪ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। মূল্যস্ফীতি হ্রাসের পাশাপাশি সীমিত পরিসরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। তবে, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা নতুন ধরনের ঝুঁকি তৈরি করেছে, যা স্বল্পমেয়াদে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত করতে পারে। তথাপি, বিশ্ববাজারে দ্রব্যমূল্যের নিম্নগতি এবং নতুন রপ্তানির বাজারে প্রবেশের সুযোগ বাংলাদেশের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে হলে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে।

গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান অগ্রাধিকার মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে আনা, যদিও একারণে প্রবৃদ্ধি স্বল্পমেয়াদে কিছুটা ব্যাহত হতে পারে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক কঠোর মুদ্রানীতি গ্রহণ করেছে এবং নীতি সুদহার বাড়িয়ে ১০ শতাংশে নির্ধারণ করেছে, যাতে প্রকৃত সুদের হার ইতিবাচক থাকে। পাশাপাশি, রাজস্ব খাতে সংকোচনমূলক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এসব নীতির ফলে ধীরে ধীরে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে এবং আগামী অর্থবছরের শেষ নাগাদ এটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় পৌঁছাবে। ফলে সরকারি ব্যয় ও রাজস্ব ঘাটতি হ্রাস পাবে এবং ঋণ-জিডিপি অনুপাত স্থিতিশীল থাকবে।

মধ্যমেয়াদে টেকসই প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে হলে সরকারের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমানে কর-জিডিপি অনুপাত তুলনামূলকভাবে কম থাকায় এই খাতে উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ইতোমধ্যেই বেশ কিছু সাহসী কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়ন করেছে। পাশাপাশি রাজস্ব আয় বাড়াতে নতুন কর অঞ্চল গঠন, কর আইনের সংস্কার এবং স্বয়ংক্রিয় কর ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

২০২৬ সালের নভেম্বরে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের পথে বাংলাদেশ নতুন সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। এ প্রক্রিয়া সহজতর করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ইতোমধ্যে 'স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি' (এসটিএস) গ্রহণ করেছে, যেখানে উত্তরণ-পরবর্তী সময়ের জন্য একটি উন্নয়ন রোডম্যাপ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, মুদ্রা বিনিময় হারের অস্থিরতা, বৈদেশিক বাজারে প্রবেশে সীমাবদ্ধতা, সুদের হার বৃদ্ধি, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ প্রচ্ছন্ন দায় (Contingent Liabilities), এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ উত্তরণের পথে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এছাড়া, আর্থিক খাতের দুর্বলতা সরকারের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের প্রয়াসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। ফলে অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকারের উচিত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, নিয়মিত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা গড়ে তোলা।

১

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮)

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গতিবিধি

অধ্যায় ১

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গতিবিধি

সংক্ষিপ্তসার

- *২০২৫ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২.৮ শতাংশে হ্রাস পাবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে ২০২৬ সালে ৩ শতাংশে এবং ২০২৮ সালের মধ্যে ৩.২ শতাংশে পুনরুদ্ধার হবে।*
- *সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি ২০২৫ সালে ৪.৩ শতাংশে হ্রাস পাবে, যা পরবর্তীতে ২০২৬ সালে ৩.৬ শতাংশে এবং ২০২৮ সালের মধ্যে ৩.২ শতাংশে পৌঁছাবে।*
- *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপ এবং ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার ফলে বৈশ্বিক বাণিজ্যে সম্ভাব্য বাধাসমূহ সত্ত্বেও, বাংলাদেশ উপযুক্ত কৌশলগত অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে এই পরিবর্তিত বাণিজ্য পরিস্থিতিকে সুযোগে পরিণত করতে সক্ষম হবে।*
- *যদি বাংলাদেশ মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়, তবে আন্তর্জাতিক বাজারে কমতে থাকা বৈশ্বিক দ্রব্যমূল্য আমদানি ব্যয় কমিয়ে অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে।*

১.১ ভূমিকা

দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা নানাবিধ নেতিবাচক প্রভাবে স্থিমিত হয়ে পড়া বিশ্ব অর্থনীতি ২০২৪ সালের জুন মাসের পর থেকে কিছুটা ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। বড় অর্থনীতির দেশগুলোতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হ্রাস ছাড়াই মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করেছে, ফলস্বরূপ, অনেক দেশ এখন ধীরে ধীরে শিথিল মুদ্রানীতির দিকে ঝুঁকছে। তবে, নীতিগত অনিশ্চয়তা, বাণিজ্য বিভক্তির (trade fragmentation) প্রসার, প্রত্যাশার তুলনায় ধীরগতিতে মূল্যস্ফীতির হ্রাস, মার্কিন-চীন বাণিজ্য উত্তেজনার বৃদ্ধি এবং প্রধান অর্থনৈতিক বাজারগুলোতে মন্থরগতির ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নতুন ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এর পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা আরও বাড়িয়েছে এবং পুনরায় বৈশ্বিক মন্দার আশঙ্কা তৈরি করেছে।

কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালেও, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ব্যালেন্স অব পেমেন্ট ঘাটতি এবং আর্থিক খাতের দুর্বলতা এখনও বড় উদ্বেগের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে। ২০২৪ সালে দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশে মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্য হারে কমে এলেও, বাংলাদেশে তা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি রয়ে গেছে। ২০২৩ ও ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে কঠোর মুদ্রানীতি গ্রহণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময়ক্ষেপণের কারণে মূল্যস্ফীতি দীর্ঘসময় ধরে ১০ শতাংশের কাছাকাছি বা তার উপরে অবস্থান করেছে। তবে, ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে নীতি সুদহার ১০ শতাংশে উন্নীত করে তা স্থির রাখার পর থেকে মূল্যস্ফীতি অবশেষে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। তবুও, বৈশ্বিক পর্যায়ে বিভিন্ন অঞ্চলে চলমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে বাংলাদেশকে আগামী অর্থবছরেও সতর্কতা অবলম্বন করে অগ্রসর হতে হবে।

১.২ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প

২০২৪ সালে বিশ্ব অর্থনীতি তুলনামূলক স্থিতিশীল ছিল এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৩ শতাংশ। তবে, দ্রুত বর্ধমান বাণিজ্য উত্তেজনা উচ্চ মাত্রার নীতিগত অনিশ্চয়তা সৃষ্টির মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রণয়নের বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) World Economic Outlook (WEO)-এর এপ্রিল ২০২৫ এর প্রতিবেদনে, ২০২৫ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ২.৮ শতাংশে হ্রাস পাওয়ার এবং ২০২৬ সালে ৩ শতাংশে পুনরুদ্ধার হওয়ার পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এই পূর্বাভাস ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত WEO আপডেটে উদ্ধৃত পূর্বাভাসের তুলনায় ২০২৫ ও ২০২৬ সালের জন্য যথাক্রমে ০.৫ ও ০.৩ শতাংশ পয়েন্ট কম।

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) মার্কিন বাণিজ্য নীতির বিরূপ প্রভাবের বিষয়টি বিবেচনা করে ২০২৫ ও ২০২৬ সালের জন্য বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস যথাক্রমে ৩.১ এবং ৩.০ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। অপরদিকে, বিশ্বব্যাংক ২০২৫ ও ২০২৬ সালের জন্য ২.৭ শতাংশ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রদান করলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক সমস্ত মার্কিন আমদানিতে আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধিকে আরও ০.৩ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস করতে পারে। উপরন্তু পাল্টাপাল্টি শুল্কারোপের ফলে এই পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। এই অতিরিক্ত শুল্কের সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনায়, আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে যে চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রায় সকল প্রধান অর্থনীতিতে আগামী বছর প্রবৃদ্ধি পূর্বের পূর্বাভাসের তুলনায় কম হবে।

চিত্র ১.১ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)

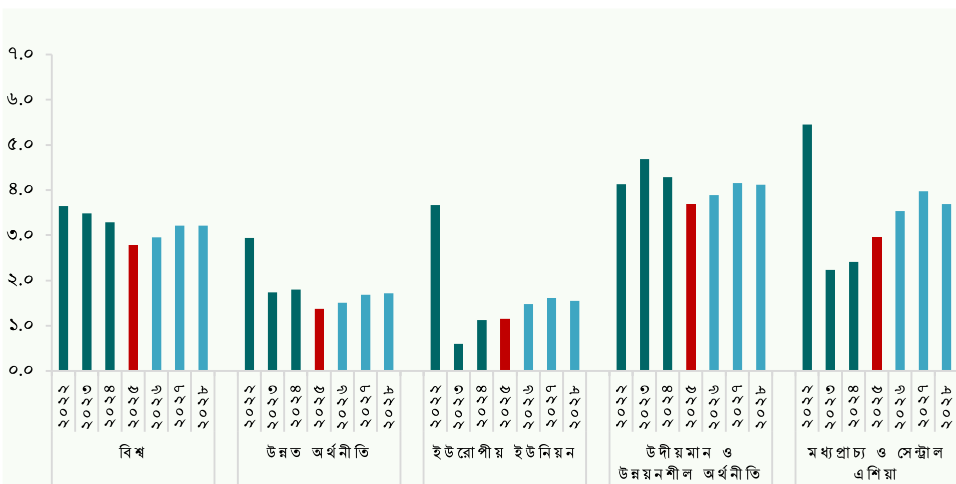

উৎস: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৫

চিত্র ১.২ বিভিন্ন দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)

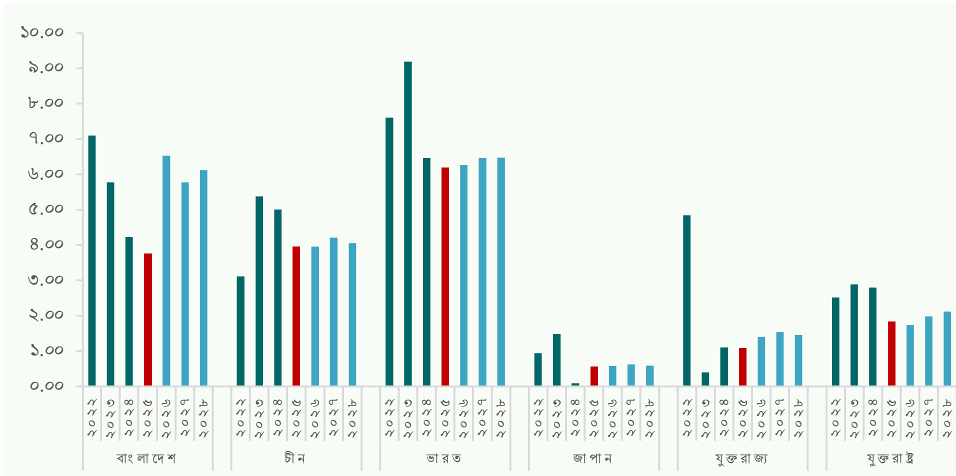

উৎস: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৫

১.৩ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির দৃশ্যকল্প

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসের তুলনায় মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে, যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক বাণিজ্য শুল্ক আরোপের প্রভাব বিভিন্ন দেশে ভিন্ন মাত্রায় অনুভূত হতে পারে, যা মূলত শুল্কগুলোর স্থায়িত্ব (অস্থায়ী না স্থায়ী) এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মূল্য নির্ধারণ কৌশলে কীভাবে সমন্বয় আনে, তার ওপর নির্ভর করবে। সম্ভাব্য বাণিজ্য সংঘাত উচ্চ আমদানি ব্যয়ের মাধ্যমে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়াতে পারে। পাশাপাশি, যদি মার্কিন ডলারের মূল্য আরও বেড়ে যায়, তবে সেটিও মূল্যস্ফীতির ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করতে পারে।

WEO-এর এপ্রিল ২০২৫ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি ২০২৫ সালে ৪.৩ শতাংশে হ্রাস পাবে, যা পরবর্তীতে ২০২৬ সালে ৩.৬ শতাংশে এবং ২০২৮ সালের মধ্যে ৩.২ শতাংশে পৌঁছাবে বলে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির তুলনায় দ্রুত লক্ষ্যমাত্রায় ফিরবে, এবং তা ২০২৮ সালের মধ্যে তা ২.১ শতাংশে নেমে আসবে। উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে হ্রাস পেয়ে ২০২৮ সালের মধ্যে প্রায় ৪.০ শতাংশে নেমে আসবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে ২০২৮ সালের মধ্যে ২.১ শতাংশে নেমে আসার পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। অপরদিকে মধ্যপ্রাচ্য ও সেন্ট্রাল এশিয়ায় তা মধ্যমেয়াদে ৭.১ শতাংশে হ্রাস পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। আইএমএফ পূর্বাভাস প্রদান করেছে যে, ২০২৫ সালে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি প্রায় ১০ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে এবং ২০২৬ সালে তা ৫.২ শতাংশে নেমে আসবে। মধ্যমেয়াদে ভারতে মূল্যস্ফীতি প্রায় ৪ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে এবং চীনে তা ধীরে ধীরে বেড়ে ২ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছাবে।

চিত্র ১.৩ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মূল্যস্ফীতি (%)

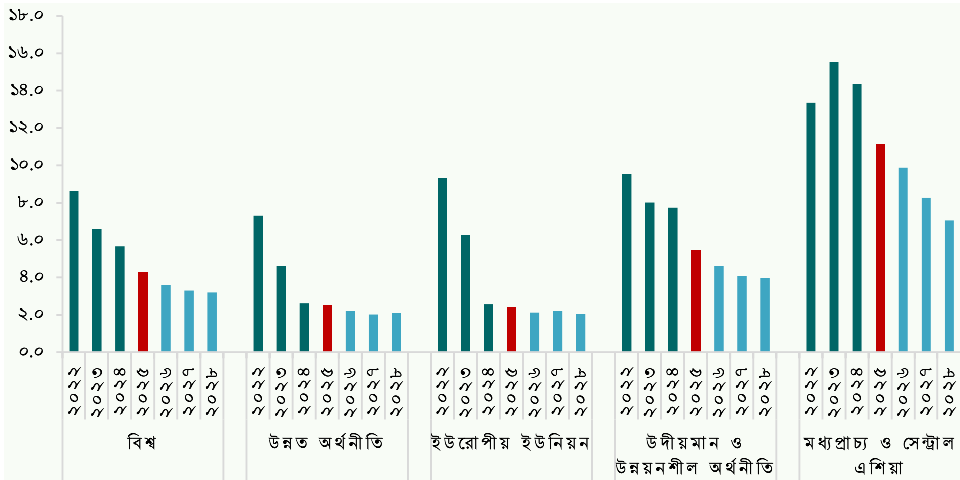

উৎস: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৫

চিত্র ১.৪ বিভিন্ন দেশের মূল্যস্ফীতি (%)

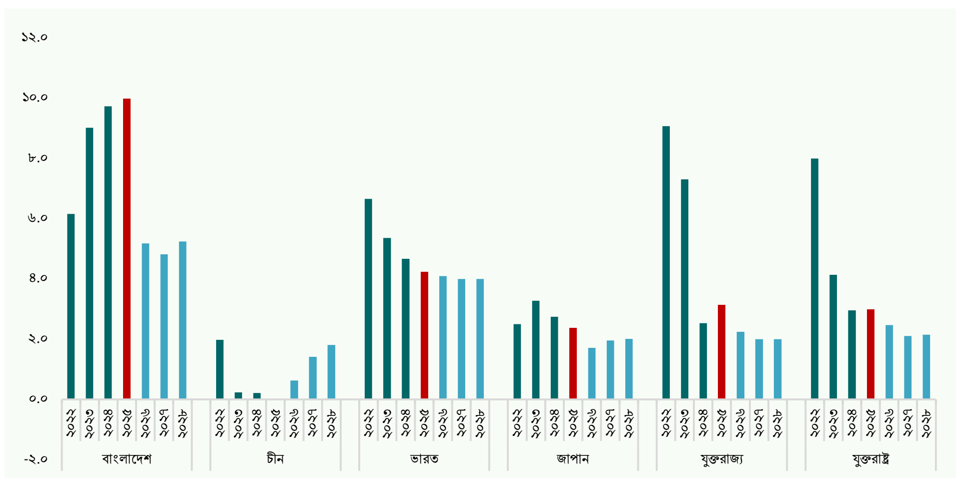

উৎস: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৫

১.৪ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দৃশ্যকল্প

২০২৪ সালে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ ২০২৩ সালের তুলনায় বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রবৃদ্ধির জন্য বেশি সহায়ক ছিল। অঞ্চলভেদে পার্থক্য থাকলেও, নিম্নগামী মূল্যস্ফীতির কারণে প্রকৃত আয় বেড়েছে, যা উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। ২০২৫ সালের শুরুতে ধারণা করা হয়েছিল, এই অনুকূল পরিস্থিতি ২০২৫ ও ২০২৬ সালেও বজায় থাকবে। ক্রমান্বয়ে কমতে থাকা মূল্যস্ফীতি প্রকৃত আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সুদের হার হ্রাসের সুযোগ তৈরি করবে, যা বৈশ্বিক চাহিদা সম্প্রসারণে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছিল। তবে, সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের কারণে বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসে নেতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র নির্দিষ্ট কিছু দেশের উপর আরোপিত নতুন শুল্ক ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করেছে, তবুও সব বাণিজ্য অংশীদারের জন্য ১০ শতাংশ হারে বেজলাইন শুল্ক প্রযোজ্য রাখা হয়েছে।

বাণিজ্য প্রবাহের দিক পরিবর্তনের ফলে উত্তর আমেরিকা বাদে অন্যান্য সকল অঞ্চলে চীনের রপ্তানি ৪ থেকে ৯ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, মার্কিন বাজারে টেক্সটাইল, তৈরি পোশাক এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের মতো খাতে চীনের অংশীদারিত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেতে পারে। এই পরিবর্তন বিকল্প রপ্তানিকারক দেশগুলোর জন্য, বিশেষ করে কম্বোডিয়া ও বাংলাদেশের মতো শ্রমনির্ভর অর্থনীতির জন্য নতুন রপ্তানি সুযোগ তৈরি করতে পারে বলে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে।

১.৪.১ আন্তর্জাতিক রপ্তানির দৃশ্যকল্প

WEO-এর এপ্রিল ২০২৫ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বৈশ্বিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৩ শতাংশ, তবে ২০২৫ সালে তা কমে ০.৮ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এরপর ২০২৮ সালের মধ্যে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধীরে ধীরে ৩.২ শতাংশে উন্নীত হবে। এই পূর্বাভাস ধীরে ধীরে বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিবেশের উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক চাহিদার স্বাভাবিক প্রবাহে ফিরে আসার ইঙ্গিত দেয়। বাংলাদেশে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে রপ্তানি খাতে যথাক্রমে ১০.৪ শতাংশ এবং ৭.০ শতাংশ হারে পতন দেখা গেছে। তবে, ২০২৫ সাল থেকে রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য পুনরুদ্ধার হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, যা ২০২৬ সালে সর্বোচ্চ ১৮.৯ শতাংশে পৌঁছাবে এবং পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে কমে ২০২৮ সালে ৭.৫ শতাংশে স্থিতিশীল হবে। গ্লোবাল ট্রেড আউটলুক এর এপ্রিল ২০২৫-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চীনা পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ক বাংলাদেশসহ বিকল্প রপ্তানিকারক দেশগুলোর জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে, যদি বাংলাদেশ ম্যান মেড ফাইবার ব্যবহার করে পোশাক উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়াতে পারে, তবে এই সুযোগ আরও ভালোভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

চিত্র ১.৫ বিশ্ব এবং বিভিন্ন দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%-পরিমাণগত)

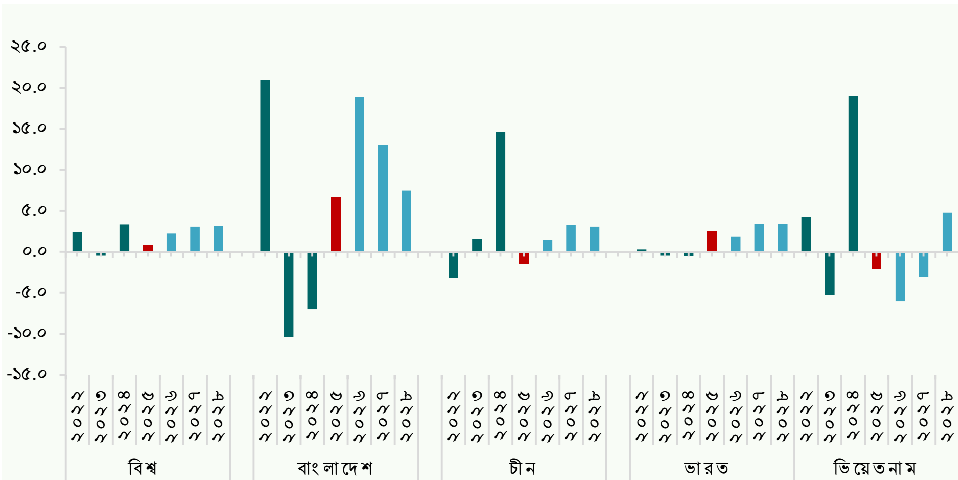

উৎস: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৫

১.৪.২ আন্তর্জাতিক আমদানির দৃশ্যকল্প

২০২৩ সালে বৈশ্বিক আমদানিতে ১.১ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। ২০২৪ সালে তা পুনরায় বেড়ে ২.৫ শতাংশে উন্নীত হলেও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বিবেচনায় ২০২৫ সালে আমদানির প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা শ্লথ হতে পারে। আইএমএফ-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, মধ্যমেয়াদে বৈশ্বিক আমদানির প্রবৃদ্ধি ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার হবে এবং ২০২৮ সালের মধ্যে তা প্রায় ৩.৩ শতাংশে পৌঁছাবে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরো অঞ্চলে এ সময় আমদানির প্রবৃদ্ধি হবে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, যা প্রায় ২ শতাংশের আশেপাশে থাকবে। চীনের আমদানির গতি কিছুটা কমে গেলেও, ভারতের আমদানি ২০২৮ সালের মধ্যে প্রায় ৬.৭ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, রপ্তানি প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমদানির প্রবৃদ্ধি মধ্যমেয়াদে ১০ শতাংশের উপরে থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

চিত্র ১.৬ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল এবং দেশের আমদানি প্রবৃদ্ধি (%-পরিমাণগত)

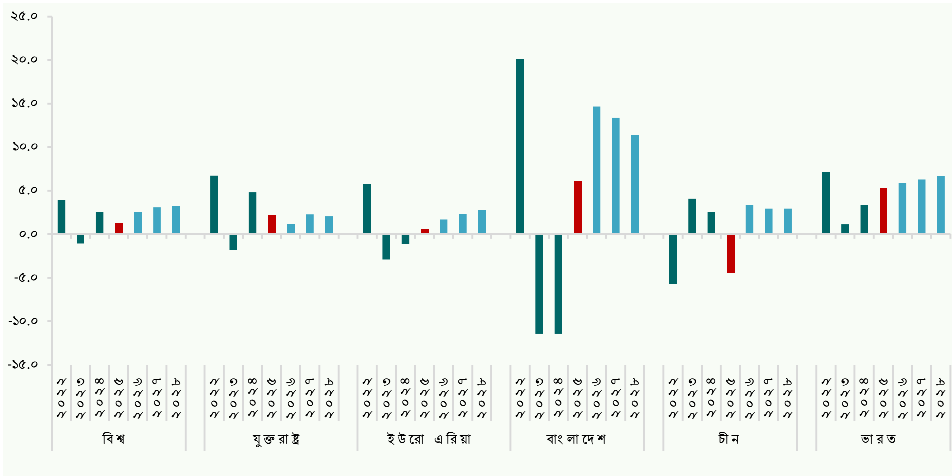

উৎস: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৫

১.৫ বৈশ্বিক সুদহার পরিস্থিতি

২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত, প্রায় সকল উন্নত ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নীতি সুদহার বৃদ্ধি করেছে। তবে, ২০২৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়ায় অনেক দেশ তাদের নীতি সুদহার কমানো শুরু করেছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, ফেডারেল রিজার্ভ ২০২০ সালের পর প্রথমবারের মতো নীতি সুদের হার কমিয়ে ৪.৭৫-৫.০০ শতাংশ ব্যাপ্তির মধ্যে নামিয়ে আনে। ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ এই হার ৪ শতাংশে এবং ২০২৮ সালের শেষ নাগাদ ২.৯ শতাংশে স্থিতিশীল হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চীনে নীতি সুদহার ২০২০ সাল থেকে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে যা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে সহায়তা করার লক্ষ্যে সামান্য সমন্বয় করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ২৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে নীতি সুদহার ৬.২৫ শতাংশে নিয়ে আসে, যা ২০২০ সালের পর প্রথম এ জাতীয় হ্রাস। একইভাবে, ২০২০ সালের মার্চের পর প্রথমবারের মতো ২০২৪ সালের আগস্টে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড তার নীতি সুদহার ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনে। বিশ্ব বাণিজ্যের অনিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে এসব দেশের নীতি সুদহার বর্তমানে আরও কমানো হয়েছে। এই বছর, Secured Overnight Financing Rate (SOFR) ৫ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে এবং ৮ মে ২০২৫ তারিখে এটি ৪.২৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক আরোপিত শুল্কের ফলে মূল্যস্ফীতির চাপ পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদে নীতি সুদহার এবং SOFR এর আরও হ্রাসকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। বিপরীতদিকে, আগামী মাসগুলোতে যদি শুল্ক যুদ্ধ শুরু হয়, তবে তা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শ্লথ করে দিতে পারে ফলে ক্রম হ্রাসমান মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে নীতি সুদহার আরও কমার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

চিত্র ১.৭ বিগত কয়েক বছরের SOFR (Secured Overnight Financing Rate)

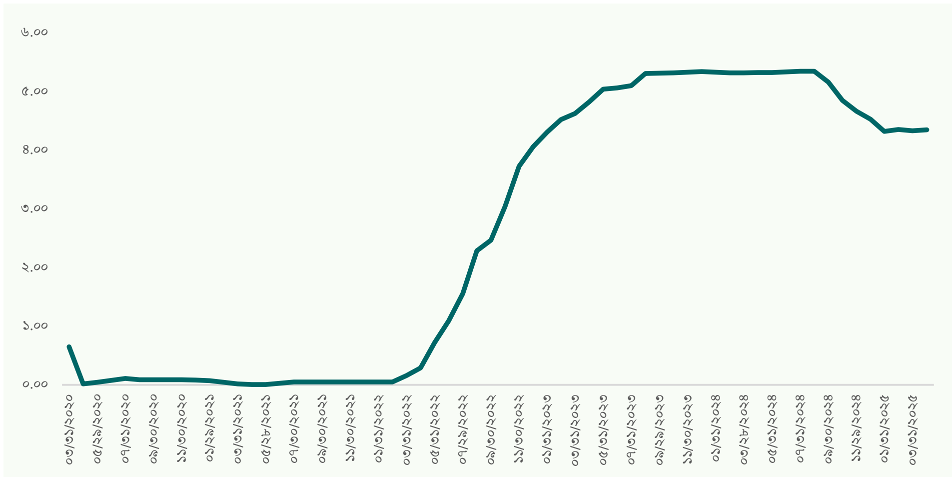

উৎস: ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অফ নিউ ইয়র্ক

১.৬ মুদ্রা বিনিময় হার

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সূত্রপাতের পর অনেক উন্নয়নশীল দেশে সুদের হার ও মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফলে মার্কিন ডলারের তুলনায় অনেক দেশের মুদ্রার অবচিতি ঘটে। স্থানীয় মুদ্রার অবচিতি আমদানির খরচ বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণকৃত ঋণ পরিশোধের বোঝা বাড়িয়ে তোলে। তবে, এপ্রিল ২০২৫-এ এসে মার্কিন ডলার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রধান মুদ্রার তুলনায় দুর্বল হয়ে বিগত তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছায়। এই অবচিতি মূলত মার্কিন শুল্কের সাম্প্রতিক ঘোষণার জন্য দায়ী, যা মূল্যস্ফীতি এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মন্দা সম্পর্কে উদ্বেগ বৃদ্ধি করেছে।

চিত্র ১.৮ মার্কিন ডলারের বিপরীতে কতিপয় মুদ্রার বিনিময় হার

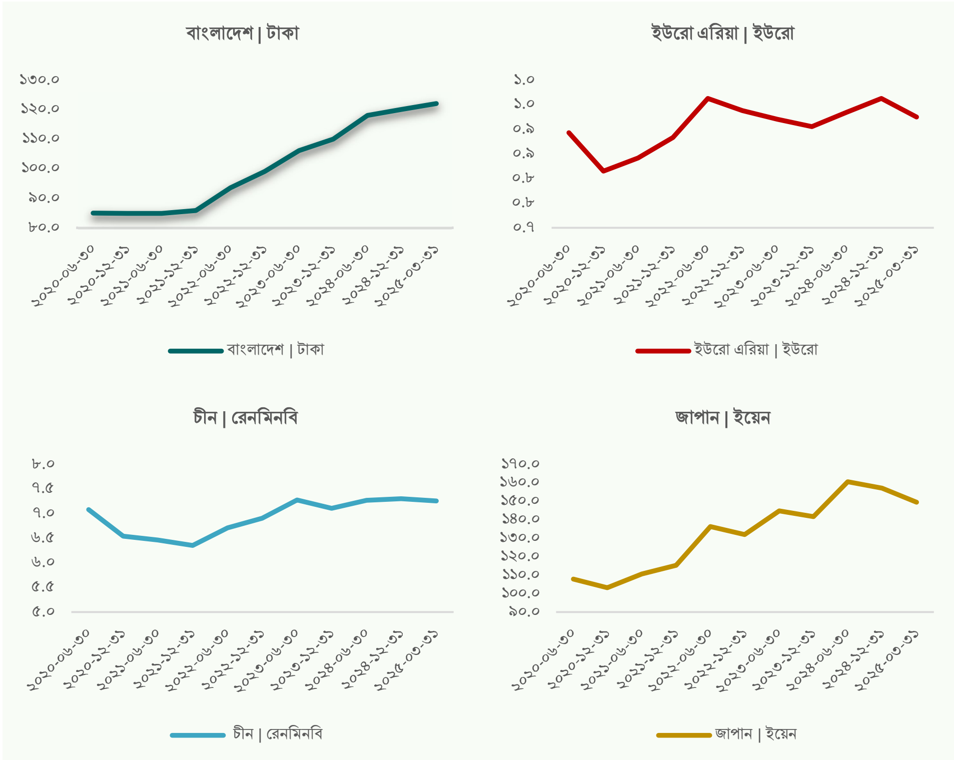

উৎস: ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট (বিআইএস)

১.৭ আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য পরিস্থিতি

২০২৪ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশ কিছুটা স্থিতিশীল হতে শুরু করলে বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে মূল্যস্ফীতি হ্রাসের প্রবণতা দেখা যায়। এই সময় অপরিশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, সার ও গমের মতো প্রধান পণ্যের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। বিশ্বব্যাংকের Commodity Market Outlook অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বৈশ্বিক পণ্যমূল্য গড়ে ৫ শতাংশ এবং ২০২৬ সালে ২ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে। ২০২৪ সালে ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের গড় মূল্য ব্যারেলপ্রতি প্রায় ৮১ মার্কিন ডলার থাকলেও ২৪ মে ২০২৫-এ তা কমে প্রায় ৬৫ ডলারের কাছাকাছি নেমে এসেছে। বিশ্ব অর্থনীতির গতি যদি শ্লথ হয়ে পড়ে, তবে অপরিশোধিত তেলের দাম আরও কমতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দামও হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে। তবে, যদি বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির গতি কমে যায় এবং এর ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ব্যাহত হয়,

তাহলে টাকার মান আরও কমে যেতে পারে। এতে করে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্যের পতনের ইতিবাচক প্রভাব আংশিকভাবে ক্ষুণ্ন হতে পারে।

চিত্র ১.৯ আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য

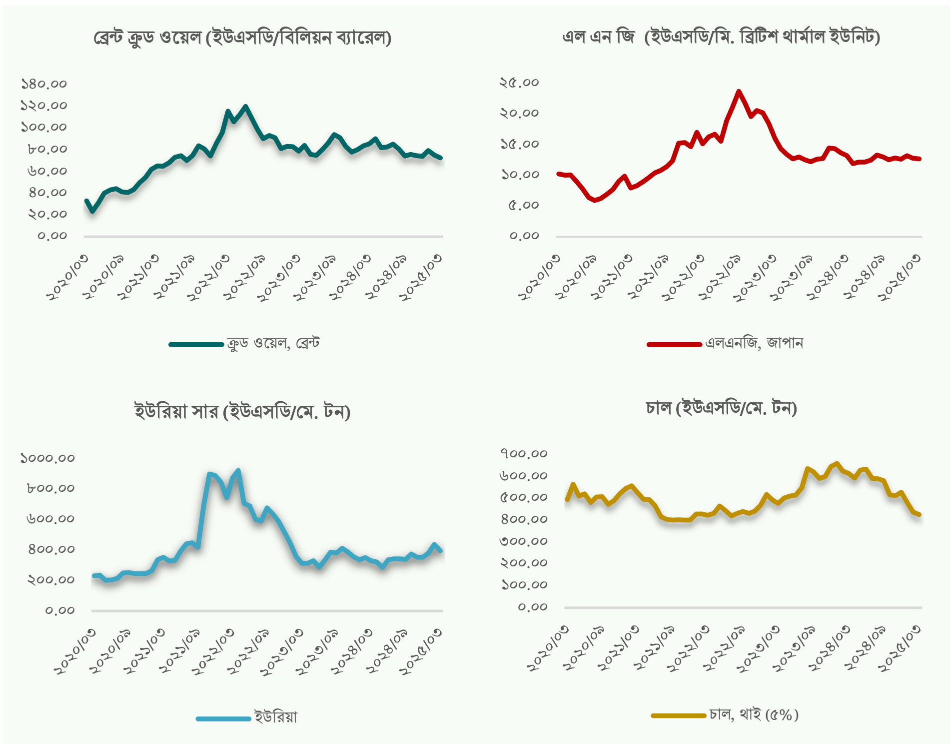

উৎস: ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট (বিআইএস)

১.৮ উপসংহার

২০২৪ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতি বহুবিধ ঘাত এবং দীর্ঘ সংকোচনশীল মুদ্রানীতির প্রভাব কাটিয়ে স্থিতিশীলতা প্রদর্শন করেছে। মূল্যস্ফীতি এবং সুদের হার হ্রাসের কারণে স্বল্পমেয়াদে প্রবৃদ্ধির হার পরিমিত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা পুনরায় সরবরাহ শৃঙ্খলের বিঘ্ন ঘটাতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে, যদি বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকে এবং বৈশ্বিক পণ্যমূল্য হ্রাস পায়, তাহলে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেতে পারে, যা অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। পাশাপাশি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চীনের ওপর বাড়তি শুল্ক আরোপের ফলে তৈরি পোশাক খাতে বাংলাদেশের রপ্তানি অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে, এসব সম্ভাবনার পূর্ণ বাস্তবায়নে খাতভিত্তিক বৈচিত্র্য এবং সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক গতিবিধি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা জরুরি। এই প্রেক্ষিতে, পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান পরিবর্তন থেকে উদ্ভূত মধ্যমেয়াদি চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা বাংলাদেশের নীতি কাঠামোয় কীভাবে প্রতিফলিত হতে পারে, তা সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮)

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

অধ্যায় ২

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

সংক্ষিপ্তসার

- *দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশ স্বল্পমেয়াদে মাঝারি মানের প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি মধ্যমেয়াদে একটি টেকসই ও সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে;*
- *২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত (সংশোধিত) প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৭-২৮ মেয়াদে ৫.৫ থেকে ৬.৫ শতাংশ হতে পারে। একইভাবে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গড় মূল্যস্ফীতি ৯.০ শতাংশ প্রাক্কলন (সংশোধিত) করা হলেও আশা করা হচ্ছে এটি ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৭-২৮ মেয়াদে কমে ৬.৫ থেকে ৫.৫ শতাংশে নেমে আসবে;*
- *সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ আর এটি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতি অব্যাহত থাকবে;*
- *সার্বিক চাহিদাকে সংযত রাখতে নীতি সুদের হার ১০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে এবং ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেটের তুলনায় কিছুটা হ্রাস করা হয়েছে;*
- *সাম্প্রতিক সময়ে রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি বহিঃখাতের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করছে।*

২.১ মধ্যমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিসমূহ

বাংলাদেশ সরকার দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জকে বিবেচনায় নিয়ে স্বল্পমেয়াদে মাঝারি আকারের প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি মধ্যমেয়াদে দেশের অর্থনীতিকে একটি টেকসই ও সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির দিকে উত্তরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে সরকার একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবমুখী সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করছে- যা একদিকে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করবে, অন্যদিকে মধ্যমেয়াদে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি- আর এই চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে সংকোচনমূলক মুদ্রা ও রাজস্বনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এরূপ নীতি গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের সামষ্টিক চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে স্বল্পমেয়াদে একটি মাঝারি পর্যায়ের প্রবৃদ্ধি অর্জন করা। মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যের উপর কর অব্যাহতির আওতা বৃদ্ধিসহ আমদানি শুল্ক সমন্বয় করেছে। এছাড়া, পণ্য মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায়

রাখতে সরকার বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বাজার তদারকি জোরদারে গুরুত্ব আরোপ করেছে। সম্ভাব্য খাদ্য সংকট ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর দিকে জোর দিচ্ছে। এছাড়া, বাজারে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার অভ্যন্তরীণ খাত থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করছে এবং আন্তর্জাতিক বাজার থেকেও খাদ্যপণ্য আমদানি করছে। শিল্পখাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সরকার শ্রমিক অসন্তোষ কমাতে বিশেষ নজর রাখছে এবং ইতোমধ্যে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করেছে। মূল্যস্ফীতির বিরূপ প্রভাব থেকে স্বল্প আয় ও ঝুঁকিতে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ভর্তুকিতে বিক্রয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখার নীতি গ্রহণ করেছে।

সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সরকার রাজস্ব নীতিতেও কৃচ্ছ্র সাধনের মতো নীতি গ্রহণ করেছে- এর অংশ হিসেবে বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কার্যক্রম স্থগিত বা ক্ষেত্র বিশেষে বাতিল করে সরকারের ব্যয় যৌক্তিকীকরণ করা হচ্ছে। অন্যদিকে, রাজস্ব আহরণের কার্যক্রমকে আরোও গতিশীল করারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য, একটি কার্যকর, ন্যায়সংগত ও প্রবৃদ্ধিবান্ধব করনীতি প্রণয়নের জন্য সরকার রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা আলাদা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । এছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক একটি মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি রাজস্ব আদায় কৌশল (MLTRS) গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন নীতি সংস্কার, অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিভিন্ন বিধি-বিধান সহজিকরণ করা হচ্ছে। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের জন্য বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিধায় দেশের ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও অর্থনীতিকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমান শ্লথগতির বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহকে বৃদ্ধি ও গতিশীল করতে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। দেশের বহিঃখাতের স্থিতিস্থাপকতা জোরদারে চলমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জসমূহকে বিবেচনায় রেখে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি পণ্য ও বাজারের বহুমুখীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি আমদানি ব্যবস্থাপনায় আরও সতর্ক ও চাহিদা-সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতিসুদের হার ১০ শতাংশে উন্নীত করেছে এবং তা এখনও চলমান আছে। এছাড়া, সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বহিঃখাতের স্থিতিশীলতা রক্ষায় এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী করতে একটি স্থিতিশীল ও বাজার ভিত্তিক বিনিময় হার ব্যবস্থা বজায় রাখার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২.২ প্রকৃত খাত

দেশের অর্থনীতির স্থিতিশীলতাকে অগ্রাধিকার তালিকায় রেখে সরকার ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৫.৫ শতাংশ থেকে ৬.৫ শতাংশের মধ্যে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রাক্কলন করেছে। এর পাশাপাশি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য সরকার মূল বাজেটে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৬.৭৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে সংশোধিত বাজেটে ৫.০ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। সংশোধিত বাজেটে হ্রাসকৃত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার কারণ হচ্ছে বিগত কয়েক বছর হতে চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি, আর্থিক খাতে অব্যবস্থাপনা, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শুরুতে অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণে সরকারি বিনিয়োগ ও শিল্পখাতের কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া। এছাড়া, দেশের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও দেশের সাধারণ জনগণের উপর মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাসে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস ও কম প্রয়োজনীয় প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম স্থগিত বা বাতিল করাসহ সংকোচনমূলক রাজস্ব নীতি গ্রহণের ফলে প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কমানো হয়েছে। সর্বোপরি, প্রবৃদ্ধির উচ্চ সংখ্যার পিছনে না ছুটে সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে যা প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে রক্ষা করবে এবং দেশের অর্থনীতিকে সুসংহত রাখবে।

২.২.১ সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিক প্রবৃদ্ধি

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে বেশ ধীর গতির জিডিপি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। তবে বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ চলমান থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের প্রবৃদ্ধি ছিল তুলনামূলকভাবে সন্তোষজনক ও মধ্যম মাত্রার। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি, রপ্তানির ক্ষেত্রে মাঝারি প্রবৃদ্ধি এবং প্রবাসী আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এই ত্রৈমাসিকের সার্বিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রেখেছে। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের এই ইতিবাচক প্রবণতা এবং পরবর্তীতে সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য চলকসমূহের সন্তোষজনক অর্জন বিবেচনায় আগামী ত্রৈমাসিকসমূহেও এই প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। এ হিসেবে বলা যায় সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে এবং বিশ্ব অর্থনীতি মোটামুটি স্থিতিশীল থাকলে বাংলাদেশ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫.০ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবে। এই মাঝারি মানের প্রবৃদ্ধি মধ্যমেয়াদে একটি শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত অর্থনীতির মজবুত ভিত্তি গড়ে তুলবে।

চিত্র ২.১ বিভিন্ন ত্রৈমাসিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার(%)

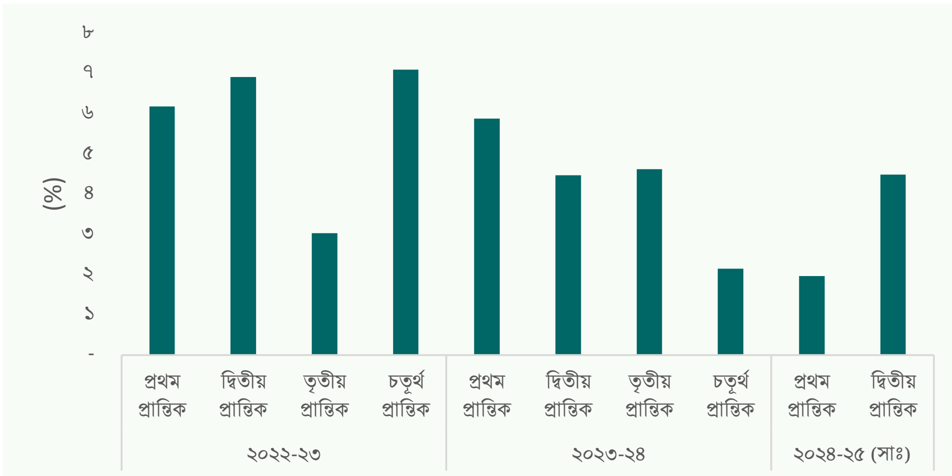

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.২.২ সরবরাহভিত্তিক খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃত খাত মূলত তিনটি প্রধান সরবরাহ-ভিত্তিক খাত নিয়ে গঠিত। এ খাতগুলো হচ্ছে কৃষি, শিল্প ও সেবা এবং এগুলোর প্রত্যেকটি দেশের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশ্লেষণে দেখা যায় মধ্যমেয়াদে সরবরাহ-ভিত্তিক তিনটি খাতের প্রবৃদ্ধি খুব বেশি না হলেও আশাব্যঞ্জক হবে- যা প্রকৃতপক্ষে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের একটি স্থিতিশীল অর্জনেরই বহিঃপ্রকাশ। কৃষি খাতের অবদান একসময় জিডিপিতে অনেক থাকলেও বর্তমানে কাঠামোগত রূপান্তরের ফলে এর অবদান জিডিপি'র প্রায় ১০ শতাংশে দাড়িয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩.১১ শতাংশ এবং এটি একটি মধ্যম মানের স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে বেড়ে ৩.৫৭ শতাংশ হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। শিল্প খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত হিসেবে জিডিপির প্রায় ৩৭ শতাংশ অবদান রাখছে। এ খাতটি বিগত অর্থবছরগুলোতে ৮-৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির দিক থেকে বড় ধাক্কা খেয়ে থেকে এটি কমে ৩.৫১ শতাংশে নেমে আসে। আশা করা যায়, দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি কার্যক্রমের স্থিতিশীলতার মাধ্যমে এটির প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি ধীরে ধীরে অর্জন করা সম্ভব হবে এবং ২০২৭-২৮ অর্থবছরে এর প্রবৃদ্ধি ৭.৩৬ শতাংশে পৌঁছবে। এছাড়া, সেবা খাত আমাদের জিডিপি'র প্রায় ৫২ শতাংশ অবদান রাখছে এবং এ সর্ববৃহৎ খাতটি বাণিজ্য, পরিবহণ ও আর্থিক সেবাসমূহের সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রাখবে মর্মে আশা করা যায়। দৃশ্যকল্প অনুসারে ২০২৭-২৮ অর্থবছর নাগাদ সেবাখাত প্রায় ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হবে।

চিত্র ২.২ সরবরাহভিত্তিক খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির প্রবণতা

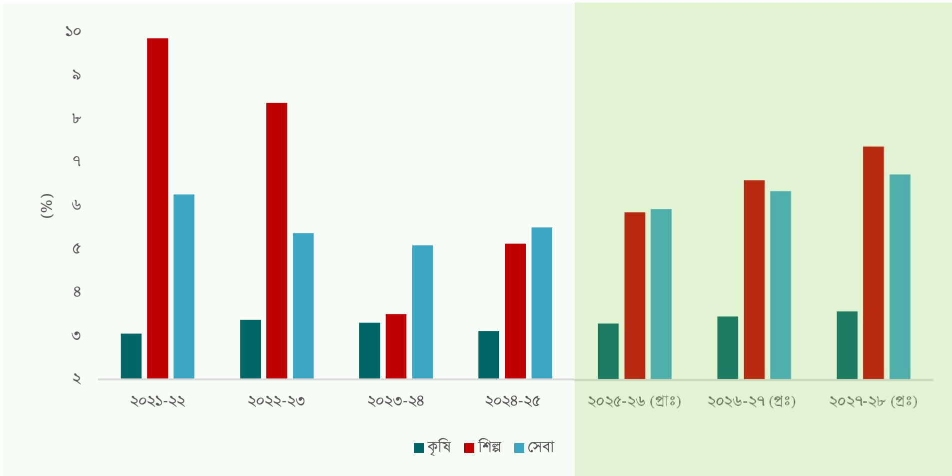

উৎস: অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সরবরাহ ভিত্তিক অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের চলমান গতিশীলতা সম্মিলিতভাবে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ৪.২২ শতাংশ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫ শতাংশে এবং মধ্যমেয়াদে ২০২৭-২৮ অর্থ বছরের মধ্যে ৬.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রা তা অর্জনে সহায়তা করবে। কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান পর্যালোচনায় দেখা যায়, দেশের সার্বিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সেবা খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এ খাতটি মধ্যমেয়াদে প্রতি বছর মোট জিডিপি প্রবৃদ্ধির ২.৫ থেকে ৩.৪ শতাংশ পর্যন্ত অবদান রাখবে। এর পরের খাত হিসেবে শিল্প খাত জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ১.৯ থেকে ২.৫ শতাংশ পর্যন্ত অবদান রাখবে। দেশের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষি খাতের অবদান তুলনামূলকভাবে কম হলেও এটি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে এবং আশা করা যায় এ খাত মধ্যমেয়াদে মোট জিডিপি প্রবৃদ্ধির ০.৫৫ থেকে ০.৬৬ শতাংশ পর্যন্ত অবদান রাখবে। মধ্যমেয়াদে প্রবৃদ্ধির যে প্রাক্কলন করা হয়েছে তার মূল ভিত্তিগুলো হচ্ছে মধ্যম মেয়াদে দেশের চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি মধ্যমেয়াদে প্রশমিত হয়ে আসবে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, বহিঃখাতের প্রবৃদ্ধি বজায় থাকবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কারের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

চিত্র ২.৩ জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে সরবরাহভিত্তিক খাতসমূহের অবদান

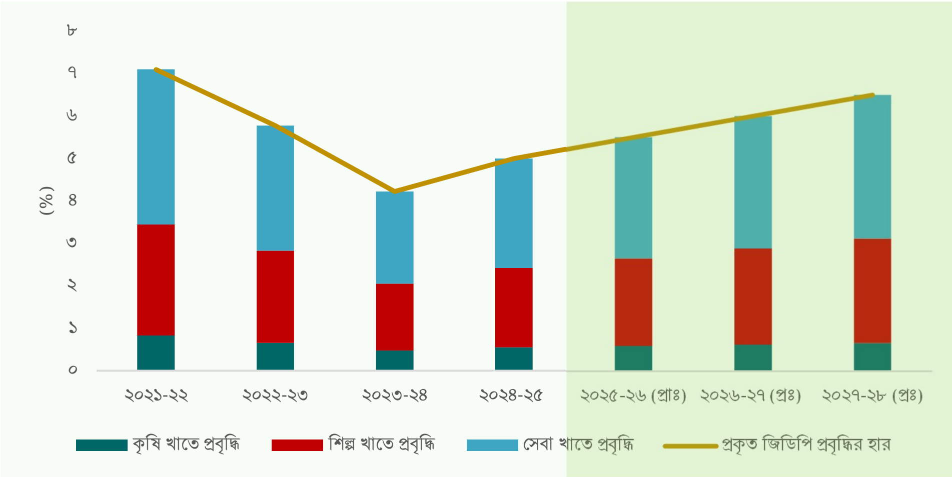

উৎস: অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.২.৩ চাহিদাভিত্তিক খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প

চাহিদা ভিত্তিক জিডিপির প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে ভোগ, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও আমদানি যা আমাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাফল্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভোগ হচ্ছে আমাদের মোট জিডিপির সর্ববৃহৎ উপাদান এবং প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি—যেখানে ব্যক্তিগত ভোগ এককভাবে জিডিপিতে প্রায় ৬৫ শতাংশ অবদান রাখছে। কোভিড পরবর্তী সময়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে চাহিদার উলম্ফনের পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে চাহিদার বিভিন্ন উপাদানের প্রবৃদ্ধিতে মন্দাভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে বর্তমানে মন্দাভাব কাটিয়ে ওঠায় ভোগ ও বিনিয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের বিনিয়োগ মিলে দেশের মোট জিডিপিতে অবদান প্রায় ৩৩ শতাংশ। মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের মোট বিনিয়োগের প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি ৪.৮৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৭-২৮ অর্থবছর নাগাদ ৮.৩৩ শতাংশে পৌঁছতে পারে। দেশের জিডিপিতে রপ্তানি ও আমদানির অবদান যথাক্রমে প্রায় ১২-১৩ শতাংশ এবং ১৭-১৮ শতাংশ। গত কয়েক বছরে বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের কারণে বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল না থাকলেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে রপ্তানি ও আমদানি উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। চাহিদাভিত্তিক এসকল উপাদানের ক্রমোন্নতি সামগ্রিকভাবে দেশে একটি মধ্যম মাত্রার ও স্থিতিশীল জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করবে। এর ফলে আশা করা যায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি ৫.০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৭-২৮ অর্থবছর নাগাদ ৬.৫ শতাংশ হবে।

চিত্র ২.৪ চাহিদাভিত্তিক খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির প্রবণতা

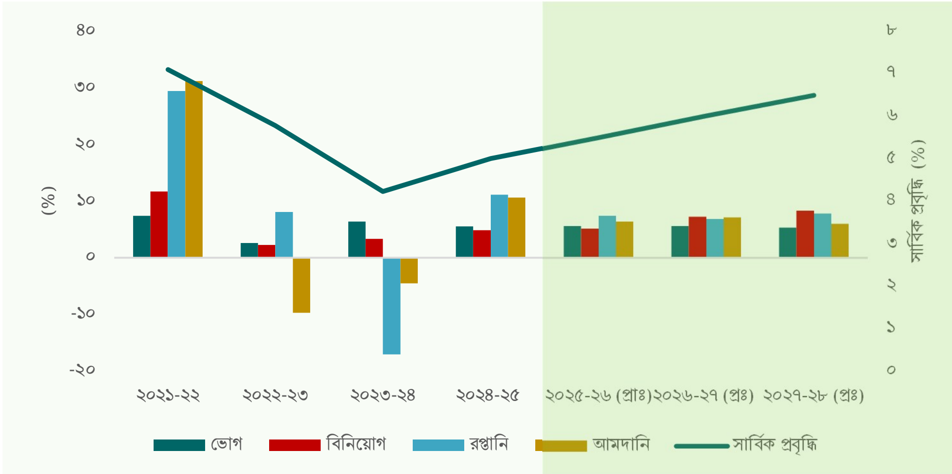

উৎস: অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.২.৪ মূল্যস্ফীতির দৃশ্যকল্প

বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর কারণ হিসেবে কোভিড-পরবর্তী পুঞ্জীভূত চাহিদা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বিশ্ব বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দামের অস্থিরতা, সরবরাহ খাতের দীর্ঘস্থায়ী ব্যাঘাত এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা এগুলোর মধ্যে অন্যতম। সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে ২০২৩ সালের বেশিরভাগ সময় জুড়ে দেশের সাধারণ মূল্যস্ফীতি ৯ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে উঠা-নামা করেছে যেখানে ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ১২.৫৬ শতাংশে পৌঁছে। এরপর ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে মূল্যস্ফীতি আরোও তীব্র হয়। দেখা যায় ২০২৪ এর জুলাইয়ে সাধারণ মূল্যস্ফীতি ১১.৬৬ শতাংশে এবং খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৪.১০ শতাংশে পৌঁছায়। তবে এ সময়ে দেশের গণঅভ্যুত্থান, অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অনিশ্চয়তা ও পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় নানা ধরনের সমস্যা এই উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে ভূমিকা রেখেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং মধ্যমেয়াদে ২০২৭-২৮ অর্থবছরের মধ্যে গড় বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ৫.৫ শতাংশের মধ্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ের মূল্যস্ফীতি পর্যালোচনায় ২০২৪ এর ডিসেম্বর মাস থেকে ধীরে ধীরে মূল্যস্ফীতি কমে আসার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০২৫ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৮.৬৩ শতাংশে নেমে এসেছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এই ইতিবাচক প্রবণতা মূলত কঠোর মুদ্রানীতির বাস্তবায়ন, সংকোচনমূলক রাজস্বনীতি, আর্থিক খাতসহ দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে স্থিতিশীলতা আনার প্রচেষ্টা এবং অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিকেই কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

চিত্র ২.৫ সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতির গতিবিধি

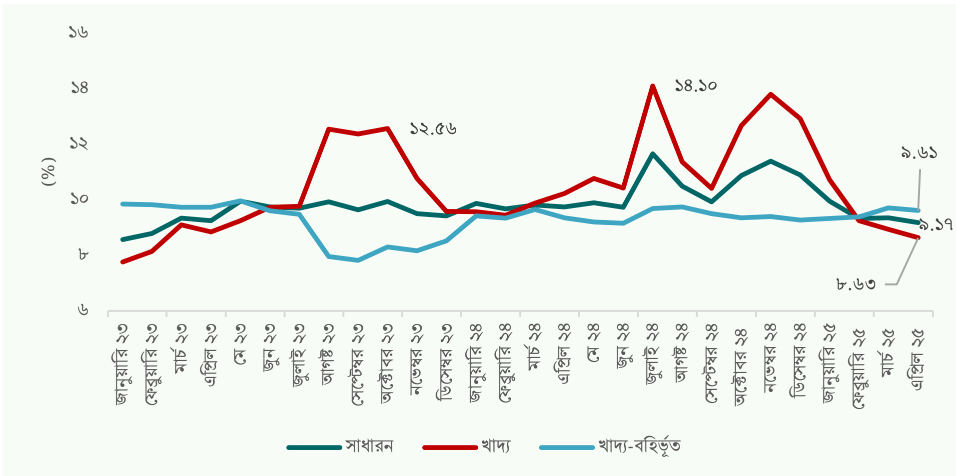

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মূল্যস্ফীতির বার্ষিক গড় হিসাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৬.১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯.০২ শতাংশে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরও বেড়ে ৯.৭৩ শতাংশে পৌঁছেছে যা ঐ সব অর্থবছরে সরকারের প্রাক্কলন বা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক বেশি। দেশে মূল্যস্ফীতির উচ্চ চাপ অব্যাহত থাকায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস সংশোধন করে ৬.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯.০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে সামনের দিনগুলোতে খাদ্য উৎপাদনের আশানুরূপ উন্নতি, বৈশ্বিক পণ্যমূল্যের স্বাভাবিক অবস্থা এবং বিচক্ষণ রাজস্ব ও মুদ্রানীতির সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে কমে আসবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, সরকার মূল্যস্ফীতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে নিয়ে আসতে সমন্বিত রাজস্ব ও মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন এবং সরবরাহ খাতের বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা নিরসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

চিত্র ২.৬ বাৎসরিক গড় মূল্যস্ফীতির গতিবিধি

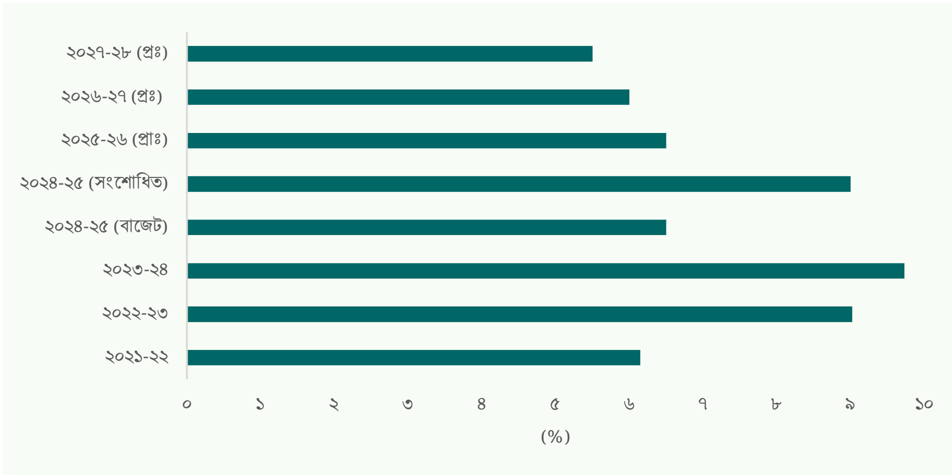

উৎস: অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.২.৫ বিনিয়োগের দৃশ্যকল্প

বিনিয়োগ হচ্ছে প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একটি দৃঢ় ও টেকসই প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিকল্প নেই। বর্তমানে বিনিয়োগ-জিডিপির অনুপাত সন্তোষজনক না থাকায় সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়িত হলে আশা করা যায় আমাদের দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি হবে এবং মধ্যমেয়াদে সরকারি ও বেসরকারি—উভয় ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পথ সুগম হবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারি বিনিয়োগ ও জিডিপি'র অনুপাত ৫.৯৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হলেও আশা করা হচ্ছে আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরে বিনিয়োগ জিডিপির ৬.৭৭ শতাংশে পৌঁছবে। এই লক্ষ্য অর্জনে সরকার মূলত অবকাঠামো উন্নয়ন, দেশে ব্যবসার পরিবেশ সহজিকরণ, বিধি-বিধানগত কাঠামোর সংস্কার, ডিজিটাল গভর্ন্যান্সের সম্প্রসারণ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এছাড়া, সরকার পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) সম্প্রসারণ, এসএমই খাত ও স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল নীতির সমন্বয় ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে তার মাধ্যমে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিনিয়োগ-ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে।

চিত্র ২.৭ জিডিপিতে বিনিয়োগের অবদানের গতিবিধি

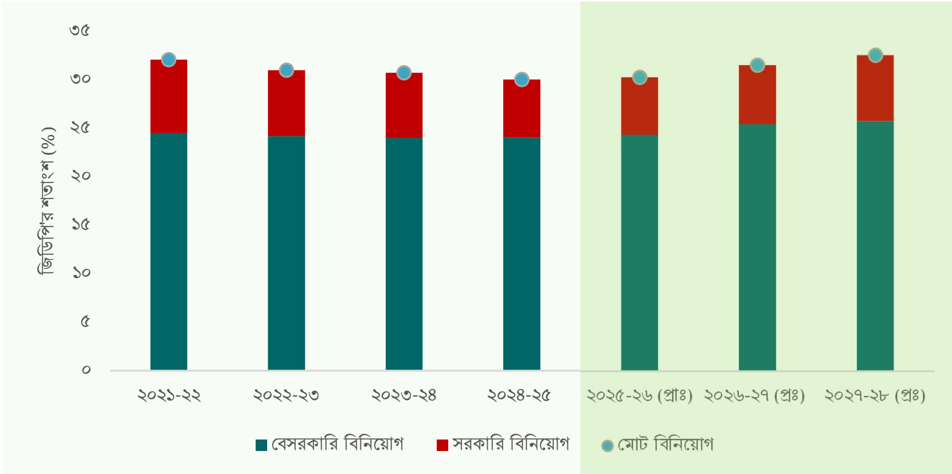

উৎস: অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.২.৬ সঞ্চয়ের দৃশ্যকল্প

বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টার পাশাপাশি সরকার জাতীয় সঞ্চয় জোরদারের দিকেও গুরুত্ব দিচ্ছে— যাতে প্রবৃদ্ধির জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল অর্থায়ন কাঠামো গড়ে তোলা যায়। এজন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে জাতীয় সঞ্চয়ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাড়বে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, যা মধ্যম মেয়াদে সঞ্চয়-ব্যয় ব্যবধান (Savings-Investment Gap) হ্রাসে সহায়তা করবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট জাতীয় সঞ্চয় ছিল জিডিপির ২৮.৪২ শতাংশ- এ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের তুলনায় সঞ্চয়ের হার সামান্য হ্রাস পেলেও আশা করা হচ্ছে মধ্যমেয়াদে এটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৩১.৬৬ শতাংশে উন্নীত হবে। মধ্যমেয়াদে এই প্রবৃদ্ধির যে পূর্বাভাস তার পিছনে বেশকিছু অনুমান অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই অনুমানগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মূল্যস্ফীতির হার হ্রাস, প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি এবং পরিবার ও করপোরেট খাতে সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রত্যাশা। মোট জাতীয় সঞ্চয়ের পাশাপাশি আশা করা হচ্ছে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ২৩.৯৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৭-২৮ অর্থবছর নাগাদ ২৬.৫৯ শতাংশে উন্নীত হবে। সরকারের গৃহীত নীতি পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে এই পূর্বাভাস বাস্তবায়িত হলে দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে বৈদেশিক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে।

চিত্র ২.৮ জিডিপিতে সঞ্চয়ের অবদানের গতিবিধি

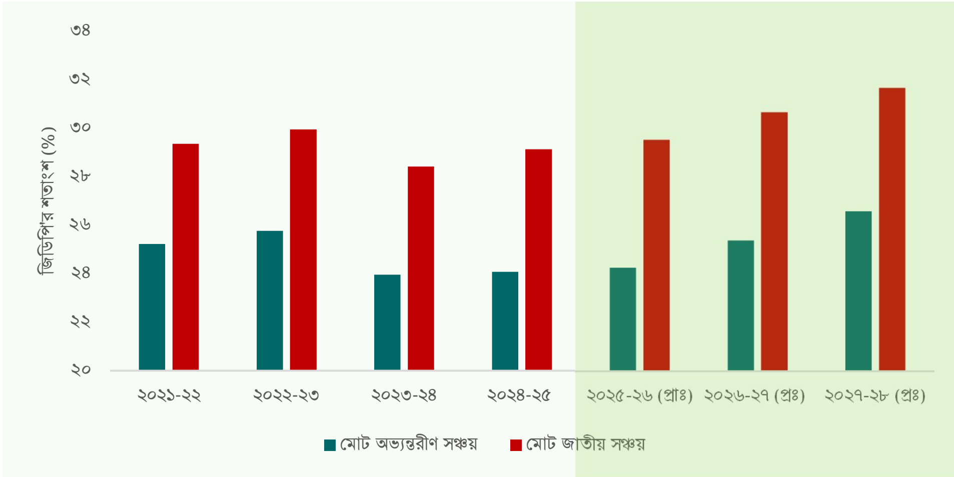

উৎস: অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.২.৭ উন্নয়ন সহযোগীদের প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি সংক্রান্ত পূর্বাভাস

বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী যেমন আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবি বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি নিয়ে বরাবরের মতোই এবারেও পূর্বাভাস প্রদান করেছে। তবে তাদের পূর্বাভাস পর্যালোচনায় দেখা যায় বিশেষ করে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য এ সকল সংস্থা অনেকটা সংযত প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রদান করেছে। আইএমএফ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৩.৭৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে মর্মে পূর্বাভাস দিয়েছে। অন্যদিকে, বিশ্বব্যাংক ৩.৩ শতাংশ এবং এডিবি ৩.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রদান করেছে। এ সকল সংস্থার সংযত পূর্বাভাস চলমান অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চ্যালেঞ্জ—যেমন মূল্যস্ফীতির চাপ, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সরবরাহ খাতের নানা সীমাবদ্ধতার প্রতিফলন। তবে, উল্লিখিত তিনটি সংস্থা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য যে প্রাক্কলন দিয়েছে সেখানে প্রবৃদ্ধি ৪.৯ শতাংশ থেকে ৬.৫৩ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে—যা মধ্যম মেয়াদে বাংলাদেশের প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতারই বহিঃপ্রকাশ। এসকল সংস্থা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে রকম সংযত পূর্বাভাস দিয়েছে তেমনি মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে উচ্চ মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস দিয়েছে। তাদের পূর্বাভাস অনুসারে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে গড় মূল্যস্ফীতি ৯.৯৮ শতাংশ থেকে ১০.২ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। তবে ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, সংস্থাগুলোর পূর্বাভাস সরকারের প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি অর্জন ও মূল্যস্ফীতি সাধারণ জনগণের সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার যে প্রচেষ্টা তারই প্রকাশ।

চিত্র ২.৯ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস

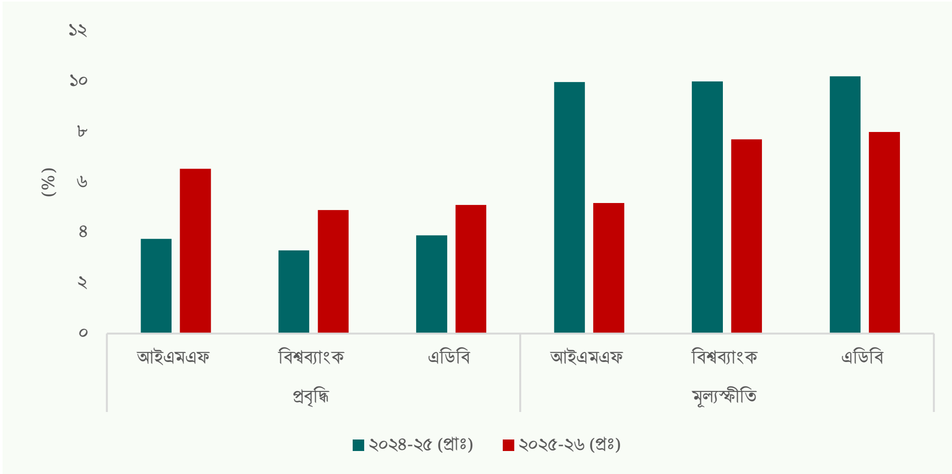

উৎস: আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবি

২.৩ রাজস্ব খাত

২.৩.১ রাজস্ব আহরণের দৃশ্যকল্প

রাজস্ব আদায় ও জিডিপির অনুপাতের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে কম অনুপাতের দেশগুলোর একটি এবং এই অনুপাত বিগত কয়েক দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে ৮ শতাংশের আশেপাশে স্থির রয়েছে। এ পরিস্থিতি উত্তরণে সরকার রাজস্ব নীতি (Revenue Policy) কার্যক্রমকে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা থেকে আলাদা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে করে একটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিবান্ধব, ন্যায্য ও দক্ষ রাজস্বনীতি প্রণয়ন করার পাশাপাশি জবাবদিহিতামূলক ও কার্যকর রাজস্ব ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যায়। এছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক একটি মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব কৌশল (Medium- and Long-Term Revenue Strategy - MLTRS) গ্রহণ করা হয়েছে। এই কৌশল অনুযায়ী আগামী ২০৩৪-৩৫ অর্থবছরের মধ্যে কর-জিডিপি অনুপাত ১০.৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে—যদিও এই লক্ষ্য দেশের উন্নয়ন চাহিদার সাথে তুলনামূলকভাবে খুবই সংযত বা কম। সরকার আশা করছে মধ্যম মেয়াদে রাজস্ব আয়ের একটি স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি থাকবে এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব আদায় জিডিপির ৮.১৮ শতাংশ থেকে বাড়তে বাড়তে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৯.০৯ শতাংশে উন্নীত হবে। তবে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, আমদানি চাহিদার হ্রাস, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যে কর অব্যাহতি, সংকোচনমূলক রাজস্ব ও মুদ্রানীতির কারণে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা পূর্বের প্রাক্কলিত জিডিপি'র ৯.৬৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে সংশোধিত বাজেটে ৯.১৭ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব আয়ে কর বহির্ভূত আয় (Non-Tax Revenue - NTR) এর অবদান

তুলনামূলকভাবে কম যার অন্যতম কারণগুলো হচ্ছে সীমিত পরিমাণে প্রশাসনিক ফি, সেবামূল্য এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ হতে সীমিত আয় এবং এর আয়ের খাতগুলোর ফি'র হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর বাধা। বর্তমান পূর্বাভাস অনুসারে আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরে সরকারের কর বহির্ভূত আয় জিডিপির মাত্র ০.৬৭ শতাংশ হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

চিত্র ২.১০ জিডিপিতে রাজস্ব আয়ের অবদানের গতিবিধি

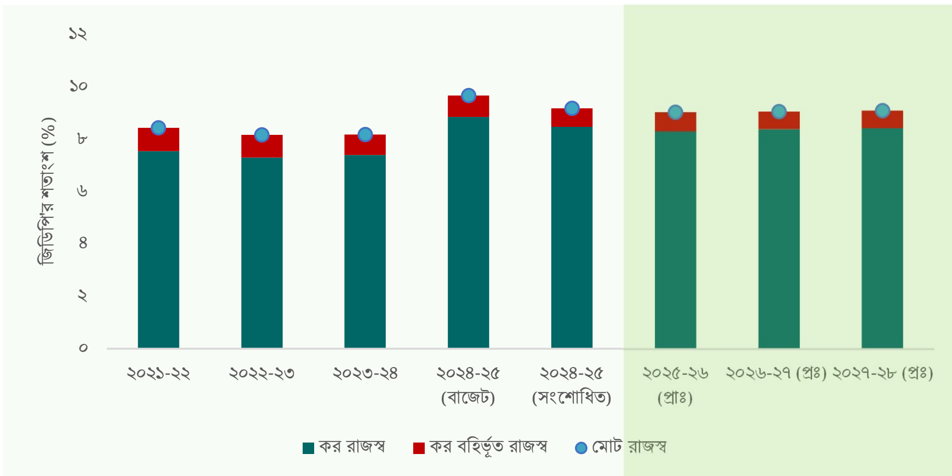

উৎস: অর্থ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

২.৩.২ সরকারি ব্যয়ের দৃশ্যকল্প

রাজস্ব আদায় ও জিডিপির অনুপাত ঐতিহাসিকভাবে কম থাকায় সরকারি ব্যয় ও জিডিপি অনুপাতের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে কম অনুপাতের দেশসমূহের একটি। গত এক দশকের হিসেবে দেখা যায় দেশের মোট সরকারি ব্যয় জিডিপির ১২ থেকে ১৩ শতাংশের ভিতরে রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মূল বাজেটে মোট সরকারি ব্যয় জিডিপির ১৪.২৪ শতাংশ হিসেবে নির্ধারণ করা হলেও চলমান সামষ্টিক-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ—রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং বৈদেশিক খাতসমূহের ঝুঁকি বিবেচনায় এই লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে ১৩.১৮ শতাংশে নিয়ে আসা হয়েছে। এই সংশোধনের অন্যতম দিক হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) ব্যয় জিডিপির ৪.৭৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩.৮৩ শতাংশ নির্ধারণ করা এবং কম প্রয়োজনীয় মূলধনি প্রকল্প বাদ দিয়ে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখাকে প্রাধান্য দেয়া। তবে সরকার কর্তৃক নিত্য প্রয়োজনীয় সকল সেবা প্রদান করার জন্য এবং সামাজিক সুরক্ষার মতো খাতে ব্যয়ের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে সরকারের চলতি ব্যয় মোটামুটি স্থিতিশীল রাখা হয়েছে। মধ্যম মেয়াদে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি ও আর্থিক খাতের উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি ব্যয় ধাপে ধাপে বাড়বে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এ প্রত্যাশায় আগামী ২০২৭-২৮

অর্থবছরে মোট ব্যয় জিডিপির প্রায় ১২.৭৬ শতাংশ হবে মর্মে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া, মধ্যমেয়াদে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য ব্যয় জিডিপির ৩.৮৩ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে মর্মে ধারণা করা হচ্ছে।

চিত্র ২.১১ জিডিপিতে সরকারি ব্যয়ের গতিবিধি

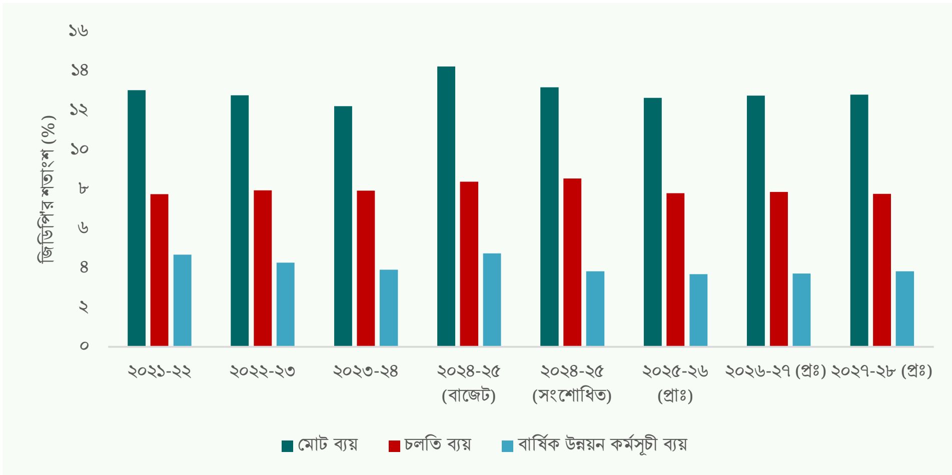

উৎস: অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.৩.৩ বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নের দৃশ্যকল্প

বর্তমানে মোট সরকারি ঋণ (ভবিষ্য তহবিলসহ) জিডিপির ৪০ শতাংশের নিচে রয়েছে এবং বিগত বছরগুলোতেও বাজেট ঘাটতি ধারাবাহিকভাবে জিডিপির ৫ শতাংশের নিচে বজায় রাখা হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং দেশীয় ও বৈদেশিক উভয় ধরনের ঋণের সুদের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় সুদ পরিশোধজনিত ব্যয় বেড়েছে। বর্তমানে সরকার কর্তৃক সংকোচনমূলক রাজস্বনীতি গ্রহণের ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মূল বাজেটে সামগ্রিক রাজস্ব ঘাটতি জিডিপির ৪.৫৭ শতাংশ ধরা হলেও সংশোধিত বাজে টা তা ৪.০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, মধ্য মেয়াদে সরকারের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী দেশের সামগ্রিক ঘাটতি আরোও হ্রাস পেয়ে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে জিডিপির ৩.৭৩ শতাংশে নামবে— যা সাম্প্রতিক বিগত বছরের প্রকৃত বাজেট ঘাটতির তুলনায় কম। এই পূর্বাভাস সরকার কর্তৃক মধ্যম মেয়াদে একটি সংকোচনশীল রাজস্ব নীতি বজায় রাখার কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে নিট বৈদেশিক অর্থায়ন জিডিপির ১.৯৩ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে যা ২০২৭-২৮ অর্থ বছরে হ্রাস পেয়ে ১.২৪ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এই প্রবণতা বর্তমান সরকারের বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতা কমিয়ে আনা এবং অ-রেয়াতি (Non-concessional) ঋণ থেকে নিরুৎসাহিত করার প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে।

চিত্র ২.১২ বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নের গতিবিধি

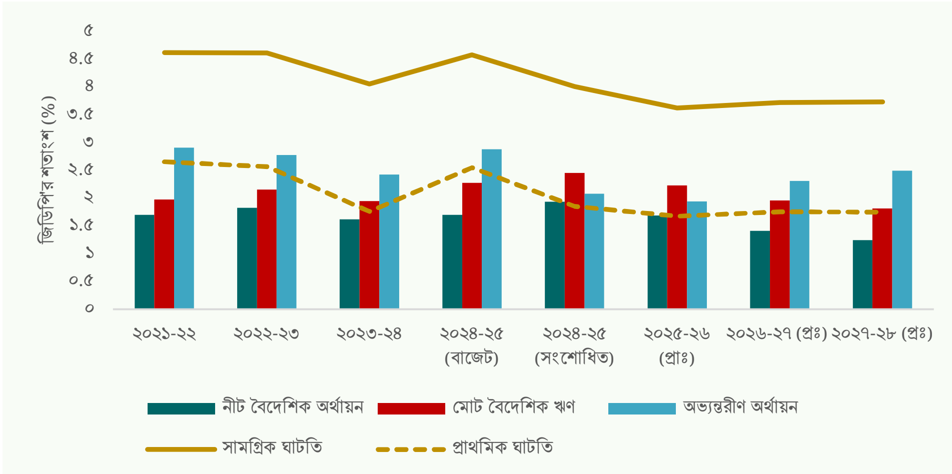

উৎস: অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

২.৪ মুদ্রা খাত

২.৪.১ মুদ্রা নীতি ও সুদ হার

মূল্যস্ফীতির উচ্চ হার মোকাবিলা করে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বজায় রেখেছে। মূল্যস্ফীতি সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদহার ১০.০ শতাংশে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নীতি সুদহার করিডোর ১৫০ বেসিস পয়েন্ট বজায় রাখতে Standing Lending Facility (SLF) সুদহার ১১.৫ শতাংশে এবং Standing Deposit Facility (SDF) সুদহার ৮.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হারকে সম্পূর্ণরূপে বাজার-ভিত্তিক করেছে এবং ঋণের সুদহারের সর্বোচ্চ সীমাও উঠিয়ে নিয়েছে। ফলস্বরূপ, সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি এবং কিছুটা তারল্য সংকটের প্রভাবে বাজারে সুদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরেও ব্যাংক এবং ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের ভারিত গড় সুদহার ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। কঠোর মুদ্রানীতির প্রভাবে কল মানি রেট জুন ২০২৪ -এর ৯.০৮ শতাংশ থেকে বেড়ে মার্চ ২০২৫ নাগাদ ১০.০১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

চিত্র ২.১৩ বিভিন্ন সুদহার

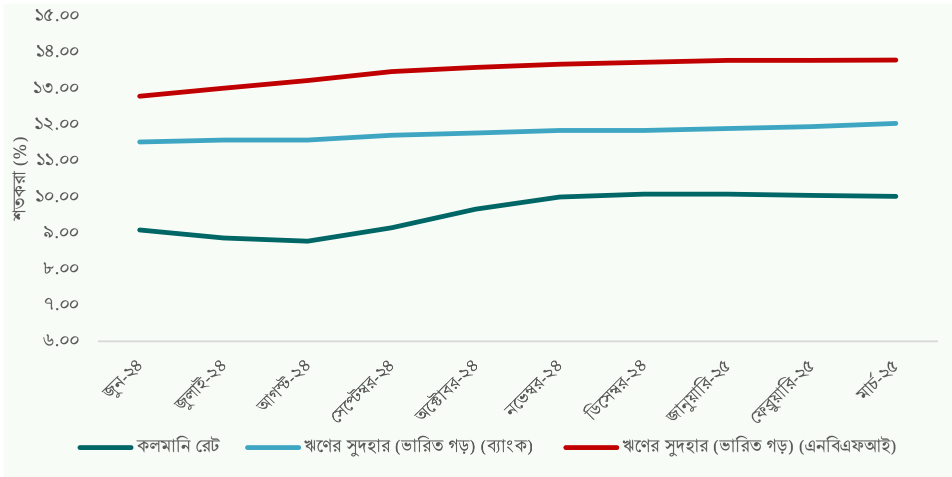

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

জুলাই ২০২৩ -এ বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি কৌশলে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা করে। এসময় মুদ্রার প্রবৃদ্ধি-ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা থেকে সরে এসে সুদের হার ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ব্যাপক কুঋণ, তারল্য সংকট এবং ব্যাংক খাতে সুশাসনের অভাব থেকে সৃষ্ট নানা সমস্যার কারণে আর্থিক খাত ক্রমবর্ধমানভাবে চাপের মুখে রয়েছে। এরূপ বাস্তবতার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতি বিবৃতি ঘোষণা করেছে। এতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিশীলতা এবং ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কুঋণ ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। অর্থনৈতিক ও আর্থিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়, বাংলাদেশ ব্যাংক তিনটি বিশেষায়িত টাস্ক ফোর্স চালু করেছে যার লক্ষ্য হলো: (১) সম্পদের মান পর্যালোচনা এবং পদ্ধতিগত সংস্কারের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতকে স্থিতিশীল করা, (২) নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুশাসন বজায় রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা, এবং (৩) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চুরি ও পাচারকৃত সম্পদ উদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

চিত্র ২.১৪ মুদ্রা খাতের গতি-প্রকৃতি

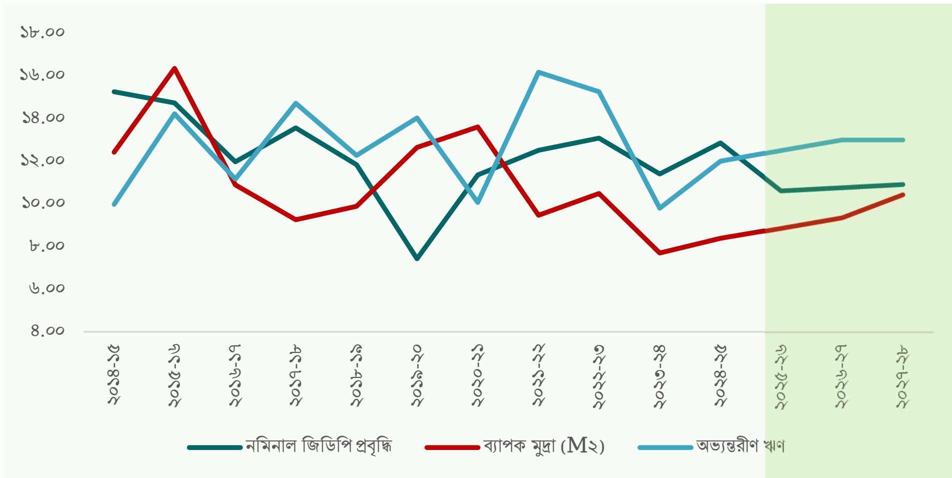

উৎস: অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.৪.২ ব্যাপক মুদ্রার (M2) প্রবৃদ্ধি

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জিডিপি'র শতাংশে ব্যাপক মুদ্রার (M2) নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে যা মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় গৃহীত সংকোচনমূলক নীতির প্রতিফলন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রা প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৮.৪ শতাংশ নির্ধারণ করা হলেও বছরের প্রথম ৯ মাসে ব্যাপক মুদ্রার প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও কম। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকায় জিডিপি'র শতাংশে ব্যাপক মুদ্রার হার এখনো নিম্নগামী রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কমে এসেছে; এসময় সরকারি খাতে ঋণের প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি ১৯.৯ শতাংশ, যা সরকারের ব্যয় সীমিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের নীতিকে প্রতিফলিত করে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিও শ্লথ হয়ে পড়েছে। তবে এক্ষেত্রে সামনের কয়েক বছরে প্রবৃদ্ধির চাকা সচল হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে; বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৯.৮ শতাংশ হতে বেড়ে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১৩.০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের এই প্রবৃদ্ধির হার বিবেচনায়, ২০২৫ সালের জুনের শেষ নাগাদ অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ১২.০ শতাংশে পৌঁছাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

চিত্র ২.১৫ ব্যাপক মুদ্রার (M2) প্রবৃদ্ধি

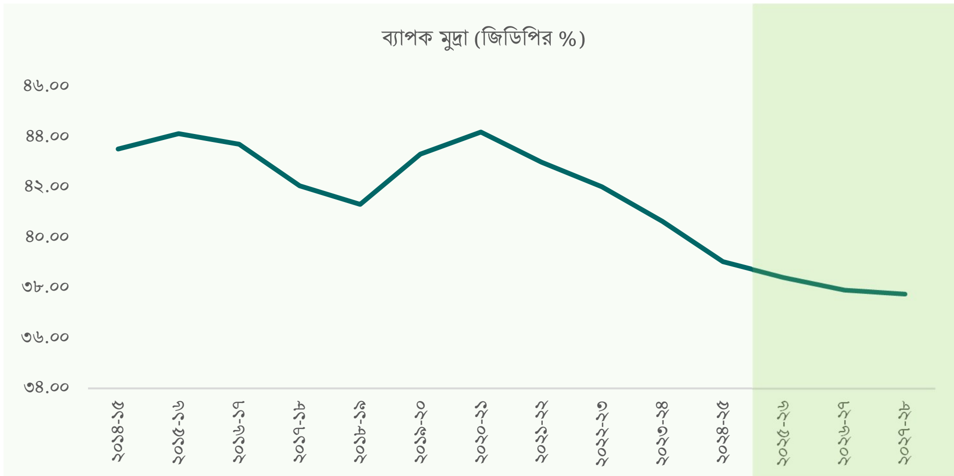

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

২.৫ বহিঃখাত

কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে। এর প্রভাবে বাংলাদেশ উচ্চ মূল্যস্ফীতির মুখোমুখি হয়েছে। যদিও বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি ইতোমধ্যেই কমে এসেছে এবং ২০২৬ সালে তা আরো কমবে বলে আইএমএফ -এর পূর্বাভাস রয়েছে, তথাপি বাংলাদেশে এখনও ৯ শতাংশের উপরে মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। যদি মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকে এবং বাজার-ভিত্তিক জ্বালানি মূল্য ব্যবস্থা কার্যকর হয় তবে খাদ্য ও জ্বালানি আমদানি বাবদ ব্যয় হ্রাসের ফলে বাংলাদেশ উপকৃত হতে পারে। অধিকন্তু, বিভিন্ন কারণ যেমন চীনা তৈরি-পোশাক রপ্তানির উপর ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপিত শুল্কের ফলে বৈশ্বিক বাণিজ্যের ডাইনামিক্সে যে রূপান্তর চলমান- এর সুযোগ নিয়ে বৈশ্বিক রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশ তার অংশগ্রহণ আরো জোরদার করতে পারে। যদিও এসময় বিশ্বব্যাপী সংঘাত এবং এর ফলে সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার মতো ঝুঁকিও রয়েছে।

২.৫.১ আমদানি ও রপ্তানির দৃশ্যকল্প

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং লজিস্টিকস উন্নয়নসহ সরবরাহের দিক থেকে নানা সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে রপ্তানির ক্ষেত্রে লীড টাইম কমে আসছে এবং উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ছে। একই সাথে, শ্রমিক অসন্তোষ সমাধানে সরকার আন্তরিক প্রচেষ্টা নিচ্ছে যাতে কারখানাগুলোতে স্থিতিশীল ও উৎপাদন-বান্ধব পরিবেশ বজায় থাকে। পাশাপাশি, টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন, শ্রম অধিকার

সুরক্ষা এবং তৈরি পোশাক (RMG) কারখানায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান নিশ্চিত করার বিষয়গুলোকে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে যার অন্যতম লক্ষ্য রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা। তবে, ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক সাম্প্রতিক শুল্ক আরোপের ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতে পারে। যেহেতু একইরকম শুল্ক আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে একটি সমাধানে পৌঁছানোর জন্য মার্কিন প্রশাসনের সাথে সক্রিয়ভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে নীতি-বিবৃতিতে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রপ্তানিতে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে এবং মোট রপ্তানির পরিমাণ ৪৮.৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে যা ২০২৭-২৮ অর্থবছর নাগাদ আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯.৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে।

চিত্র ২.১৬ আমদানি-রপ্তানির প্রবাহ

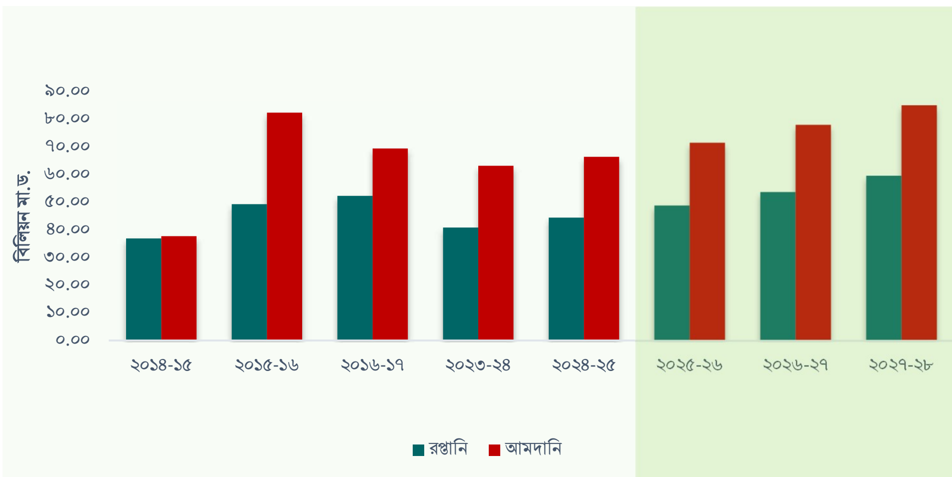

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

অপরদিকে, ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে আমদানিতে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষণীয়। এর প্রধান কারণ হলো বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে টাকার অবচিতি এবং কম গুরুত্বপূর্ণ পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ আরোপ। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রপ্তানির পাশাপাশি আমদানিতেও উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের রপ্তানি খাত, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি, বহুলাংশে নির্ভর করে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও মূলধনি যন্ত্রপাতিসহ নানা পণ্য আমদানির উপর। এই নীতি-বিবৃতিতে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আমদানির প্রবৃদ্ধি হবে ৮ শতাংশ এবং মোট আমদানির পরিমাণ ৭১.৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে যা ২০২৭-২৮ অর্থবছর নাগাদ আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫.৮১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে।

২.৫.২ চলতি হিসাব ও বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

দ্বৈত ঘাটতি সমস্যার (বাজেট ঘাটতি এবং চলতি হিসাব ঘাটতি) কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি সবসময়ই একটি কাঠামোগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। বিগত দিনগুলোতে বাণিজ্য ঘাটতি পূরণে প্রবাস আয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং অনেক সময় বাণিজ্য ঘাটতি মিটিয়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত তৈরি করেছে। তবে, ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি হিসাবে ধারাবাহিকভাবে ঘাটতি বিরাজ করছে। চলতি হিসাবে সর্বোচ্চ ঘাটতি হয়েছে ২০২১-২২ অর্থবছরে এবং এ বছর চলতি হিসাবের ঘাটতির পরিমাণ মোট জিডিপি'র ৪.০৫ শতাংশে পৌঁছে। এর জন্য মূলত দায়ী ছিল কোভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অভিঘাত (Disruptions)। এরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সরকার আমদানি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যার মধ্যে রয়েছে- অপ্রয়োজনীয় বিলাসবহুল পণ্যের আমদানির উপর বিধিনিষেধ আরোপ এবং অন্যান্য সংশোধনমূলক নীতি বাস্তবায়ন। এইসব উদ্যোগের ফলে চলতি হিসাবের ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (মার্চ পর্যন্ত) চলতি হিসাবের ঘাটতি জিডিপি'র ১ শতাংশেরও নিচে অবস্থান করছে। অবশ্য, রপ্তানির ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি এবং অধিক হারে প্রবাস আয়ও চলতি হিসাব ভারসাম্যের এই ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য মূল অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

চিত্র ২.১৭ চলতি হিসাবে উপাদানসমূহ

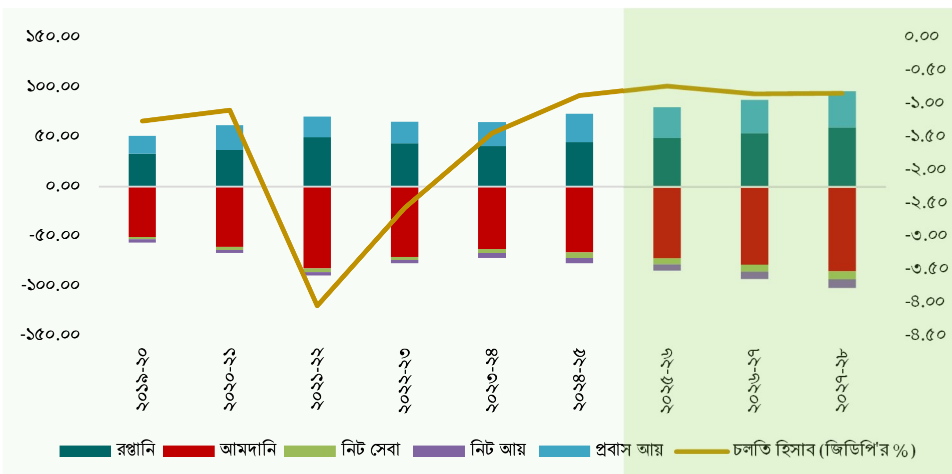

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

বিগত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে বৈদেশিক লেনদেনের সামগ্রিক ঘাটতি ছিল ৪.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে বৈদেশিক লেনদেনের

সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে দাঁড়িয়েছে ১.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। মূলত চলতি হিসাব ভারসাম্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি এবং আর্থিক হিসাবে ১.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত থাকায় এসময় বৈদেশিক লেনদেনের সামগ্রিক ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে।

২.৫.৩ মুদ্রা বিনিময় হার ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

২০২০-২১ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর সময়ে বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। চলতি হিসাব এবং আর্থিক হিসাব- উভয় ক্ষেত্রেই ঘাটতির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চাপের মুখে পড়ে। মূলতঃ কাঁচামাল, মূলধনি যন্ত্রপাতি, জ্বালানি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির উপর অত্যধিক নির্ভরতার কারণে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় তার রপ্তানি আয়কে মাত্রাতিরিক্তভাবে ছাড়িয়ে যায় এবং দেশ অত্যধিক বাণিজ্য ঘাটতির মুখোমুখি হয়। বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি এবং বাড়তি সুদ ও ফ্রেইট চার্জের মতো পরিষেবা খরচ মেটানোর মতো যথেষ্ট প্রবাস আয় প্রায়ই আসে না বিধায় চলতি হিসাবের ঘাটতি আরও বেশি হয়। তবে, সরকারের নীতিগত হস্তক্ষেপ এবং বহিঃখাতে দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি এখন স্থিতিশীল হয়েছে।

চিত্র ২.১৮ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও আমদানি সক্ষমতা

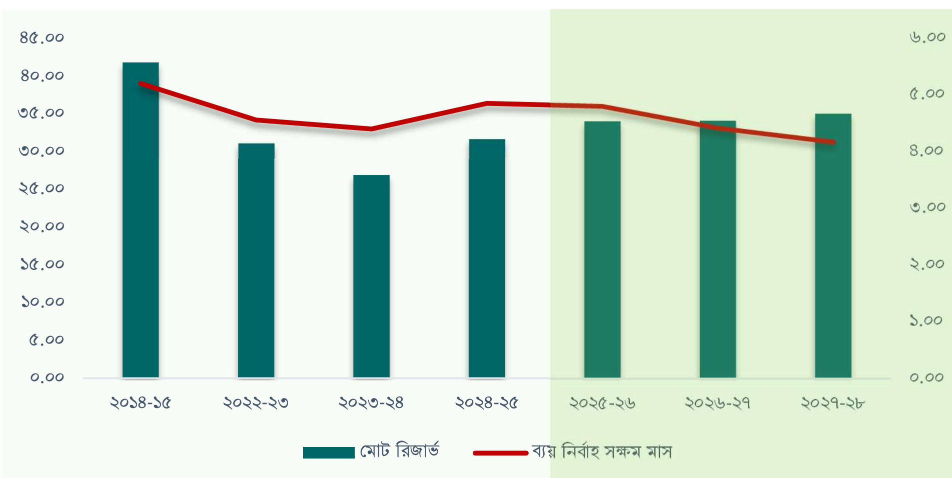

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

বর্তমানে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন নীতি সমন্বয়ের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধীরে ধীরে প্রত্যাশিত সীমার দিকে আগাচ্ছে। বিগত ১৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২৬.১৭ বিলিয়ন ডলার, যা প্রায় ৫ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য যথেষ্ট। আমদানি নিয়ন্ত্রণ কঠোরতা, ক্রমবর্ধমান প্রবাস আয় এবং বৈদেশিক ঋণ প্রবাহ সচল থাকা- এসবের সম্মিলিত প্রভাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। বিগত ২০২১ সাল থেকে, প্রধান প্রধান

বৈদেশিক মুদ্রার, বিশেষ করে মার্কিন ডলারের বিপরীতে, টাকার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়ন হয়েছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ ছিল মুদ্রানীতির অসঙ্গতি। কোভিড-পরবর্তী মূল্যস্ফীতি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় অনেক উন্নত এবং উদীয়মান অর্থনীতি যেখানে অনেক দ্রুত সুদের হার বৃদ্ধি করেছিল, তখন বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে কম সুদের হার বজায় রেখেছিল। এই নীতিগত পার্থক্যের ফলে মূলধনের বহির্মুখী প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং টাকার উপর চাপ বাড়ে। একই সাথে চলতি হিসাবের ঘাটতি বৃদ্ধি পায় এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পায়। ফলে টাকা/মার্কিন ডলার বিনিময় হার ২০২১ সালের শুরুর দিকের যেখানে ৮৪ টাকা ছিল, সেখান থেকে বেড়ে ২০২৫ সালের এপ্রিল নাগাদ ১২২ টাকা ছাড়িয়ে যায়। টাকার এই অবমূল্যায়নের ফলে আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় মূল্যস্ফীতিতে চাপ পড়ে এবং উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। বৈদেশিক মুদ্রার ক্রমাগত চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, বাংলাদেশ ব্যাংক ৮ মে ২০২৪ থেকে মার্কিন ডলারের স্পট ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য "ক্রলিং পেগ এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেম" চালু করেছে। তবে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শুরু থেকে, বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে, বিশেষ করে মার্কিন ডলার এবং ইউরোর বিপরীতে, টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার ৩.২৮ শতাংশ অবচিতি হয়েছে। সম্প্রতি মুদ্রার বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হওয়ায় এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়তে থাকায়, বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৫ সালের ১৪ মে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রলিং পেগড এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেম থেকে বাজারভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় হার প্রবর্তন করে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে বিনিময় হার নির্ধারণে বাজার ব্যবস্থা জোরদার হবে যার ফলে বহিঃখাতে দৃঢ়তা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এই সংস্কারের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী হবে, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রবাহ উৎসাহিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

চিত্র ২.১৯ বিনিময় হারের ওঠানামা এবং REER ও নমিনাল রেটের পার্থক্য

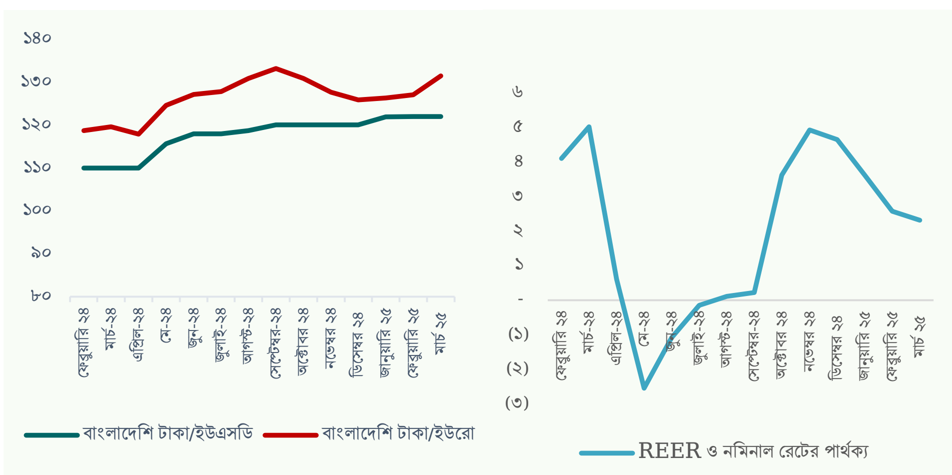

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

২.৫.৪ প্রবাস আয়

২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে, বাংলাদেশে প্রবাস আয় প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৫ সালের মার্চ মাসে ৩.২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবাস আয় এসেছে, যা এ যাবত কালের সর্বোচ্চ মাসিক রেকর্ড । ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে প্রবাস আয় প্রবাহ ছিল ২১.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৭.৫৮ শতাংশ বেশি। আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবাস আয় প্রেরণকে উৎসাহিত করাসহ বেশ কয়েকটি সরকারি উদ্যোগের ফলে এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে - রেমিট্যান্স লেনদেনের উপর নগদ ২.৫ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান, প্রবাস আয় প্রেরণ সহজীকরণের লক্ষ্যে পদ্ধতিগত সংস্কার, এবং প্রবাস আয় প্রেরণকারীদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালুকরণ। পাশাপাশি, এ উদ্দেশ্যে সরকার ২০২৪ সালের নভেম্বরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে 'প্রবাসী লাউঞ্জ' চালু করে। এতে প্রবাসী কর্মীদের জন্য আরামদায়ক ওয়েটিং রুম, ভর্তুকিমূল্যে খাবারের ব্যবস্থা, প্রার্থনার জায়গা, এবং শিশু-যত্ন কক্ষের মতো সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে। এটি প্রবাসীদের ভ্রমণকে অধিকতর সমৃদ্ধ করে তুলছে এবং একইসাথে প্রবাসী কর্মীদের প্রতি জাতির প্রতিশ্রুতির বহিঃপ্রকাশ করছে। অধিকন্তু, ক্রলিং পেগ এক্সচেঞ্জ রেট ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর, অফিসিয়াল বিনিময় হার এবং খোলা বাজার হারের মধ্যে ব্যবধান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং বিনিময় হার স্থিতিশীল রয়েছে, যার ফলে গত কয়েক মাস ধরে প্রবাস আয় প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দক্ষ বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বিদেশে কর্মসংস্থান তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা বিকাশের জন্য বিএমইটি বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করার জন্য সার্টিফিকেশন এবং ডকুমেন্টেশন পরিচালনা করে। দক্ষ অভিবাসন আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (NHRDF) এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP) এর মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। SEIP এবং SICIP-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি ও শ্রমবাজারের অবস্থার উন্নতির উপর সরকার জোর দিয়ে যাচ্ছে।

চিত্র ২.২০ প্রবাস আয় ও বৈদেশিক নিয়োগ

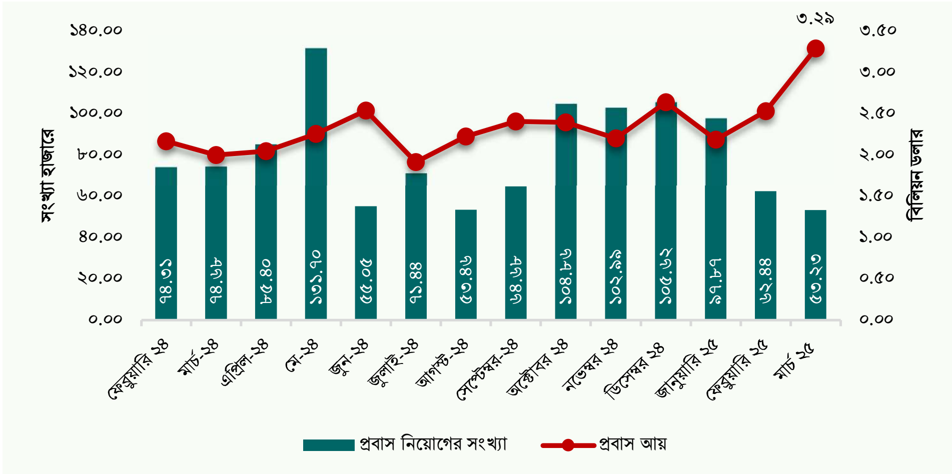

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২.৬ চ্যালেঞ্জসমূহ

- পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতির হার ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এক দশকের সর্বোচ্চ মান তথা ১১.৭ শতাংশে পৌঁছানোর পর, ২০২৫ সালের মার্চ মাস নাগাদ কিছুটা কমে ৯.৪ শতাংশে দাঁড়ায়। মূল্যস্ফীতির উচ্চ হার নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে কঠোর মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের পাশাপাশি সহায়ক রাজস্ব নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এসব পদক্ষেপ সত্ত্বেও, মূল্যস্ফীতির চাপ এখনও ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে।

- বাংলাদেশি রপ্তানির উপর ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ, যা সাময়িকভাবে ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে, রপ্তানিকারকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে। অপরদিকে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক এপ্রিল, ২০২৫ -এ পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে যে ২০২৫ সালে বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ২.৮ শতাংশে নেমে আসবে। এটি বাংলাদেশি পণ্যের বৈশ্বিক চাহিদা আরও কমিয়ে দিতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রপ্তানিতে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

- রাজস্ব-জিডিপি অনুপাতের নিম্নহার বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। এর ফলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালনে সরকারের সক্ষমতা সীমিত হয়ে থাকে, যা গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন উদ্যোগ ও সামাজিক খাতে বিনিয়োগসহ দীর্ঘমেয়াদে প্রবৃদ্ধির চাকাকে বেগবান করার পথে একটি বড় বাধা।

- বিদ্যমান কঠোর মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির কারণে, বিশেষ করে উচ্চ নীতি সুদহারের প্রভাবে বাজারে সুদের হার বৃদ্ধির ফলে, ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে মূল্যস্ফীতি না কমলে, বেসরকারি বিনিয়োগ ধীর হতে পারে এবং বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) প্রবাহ স্থবির হয়ে যেতে পারে। এর ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধিসহ জিডিপি প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখী প্রবণতা তৈরির ঝুঁকি রয়েছে।

- ক্রমবর্ধমান অনাদায়ী ঋণ (এনপিএল), সংকটাপন্ন ব্যাংক এবং চলমান তারল্য সংকটের ফলে বাংলাদেশের আর্থিক খাত বর্তমানে তীব্র চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। কিছু ব্যাংক তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারলেও, বেশ কয়েকটি ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। কঠোর সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, আইনি পুনরুদ্ধার এবং দুর্বল ব্যাংকগুলির সম্ভাব্য একীভূতকরণ বা অধিগ্রহণ সম্পর্কিত ব্যাপক সংস্কার করা না হলে, এই দুর্বলতাগুলো আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

- ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে- অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা হারানো, রপ্তানি প্রতিযোগিতা বজায় রাখা এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য অর্জন। পাশাপাশি, সহজ শর্তের ঋণ বা জলবায়ু সংক্রান্ত তহবিল হতে ঋণ গ্রহণের সুযোগ কমে আসার যে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, তার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়াটাও একটা চ্যালেঞ্জ, কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে বাংলাদেশ অত্যন্ত ঝুঁকিতে রয়েছে।

- ওয়ার্ল্ড রিস্ক ইনডেক্স ২০২৪ অনুসারে, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের উচ্চ ঝুঁকির কারণে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী নবম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২৫ -এ অনুমান করা হয়েছে যে এই দুর্যোগগুলির ফলে বার্ষিক প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় এবং এর ফলে প্রতি বছর ৬৩ লাখেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দুর্যোগগুলো যেহেতু পুনরাবৃত্তিমূলক, তাই সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতি হ্রাস এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক মূল্যায়ন এবং কার্যকর কৌশল গ্রহণ অপরিহার্য।

২.৭ বাজেট বাস্তবায়ন

ভবিষ্যতের পরিকল্পনার জন্য অর্থবছরের শুরুতে প্রাক্কলিত ব্যয় ও ঐ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়ের তুলনা করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ব্যয়ের সক্ষমতা প্রকাশ করে। এর ফলে বরাদ্দের প্রক্রিয়া আরো উন্নত করা যায় যা চলমান পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (PFM) সংস্কারকে আরো দৃঢ় করতে পারে। চিত্র ২.২১ হতে দেখা যায় যে, গত ১০ বছরে (২০১৪-১৫ অর্থবছর এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছর এর মধ্যে), প্রাক্কলিত এবং প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান কমে আসার একটি ধারাবাহিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

লক্ষণীয় যে, ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে এই ব্যবধান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, যা বাজেট বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতিফলন। এই উন্নতির পেছনে কাজ করেছে পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (PFM) সংস্কার কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন, যা সরকারের মধ্যকার ব্যয় পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করেছে। বিশেষ করে, ইন্টিগ্রেটেড বাজেট এবং অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম ($iBAS^{++}$) প্রবর্তনের ফলে পাবলিক ফান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে আরও স্বচ্ছ ও স্বয়ংক্রিয় প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে যা ব্যয় দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট প্রকৃত ব্যয় বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ১৪.৪ শতাংশ কম ছিল। আবর্তক এবং উন্নয়ন ব্যয়- উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যাশার চেয়ে কম ব্যয়ের ফলে মূলত এই ঘাটতি হয়েছে।

চিত্র ২.২১ প্রাক্কলিত ও প্রকৃত ব্যয়ের বিচ্যুতি (%)

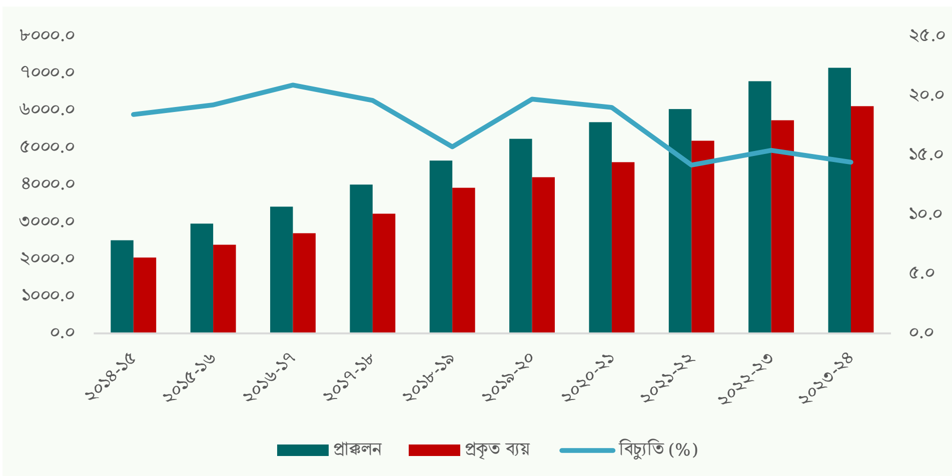

উৎস: অর্থ বিভাগ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২২.৬ শতাংশ কম ছিল, যার প্রধান কারণ হলো অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহে সক্ষমতার ঘাটতি। চিত্র ২.১৮ হতে দেখা যায় যে গত দশকে (২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর) রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত রাজস্বের মধ্যে ব্যবধান আরও বেড়েছে, বিশেষ করে ২০২০-২১ অর্থবছরের পর থেকে অবস্থার অবনতি চোখে পড়ার মতো। এতে প্রতীয়মান হয় যে রাজস্ব প্রশাসনকে শক্তিশালীকরণ এবং রাজস্ব আদায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি জরুরি। সরকার অটোমেশন, নতুন ভ্যাট আইন প্রণয়ন এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে কর নিবন্ধন সম্প্রসারণের মতো সংস্কারের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি করেছে। Modernized Long-Term Revenue Strategy (MLTRS) -এর বাস্তবায়ন এবং রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনার পৃথকীকরণ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

চিত্র ২.২২ প্রাক্কলিত ও প্রকৃত রাজস্ব আহরণ

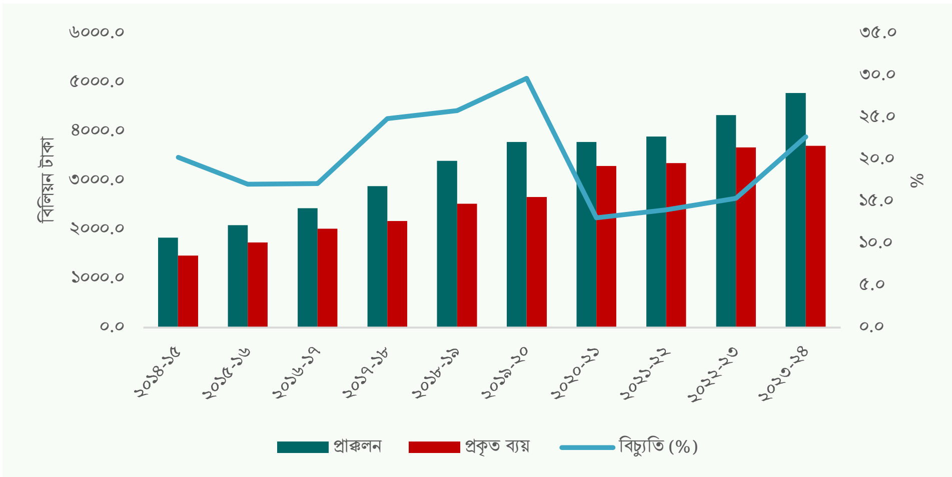

উৎস: অর্থ বিভাগ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে নিট বৈদেশিক অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়েছে; এসময় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় নিট বৈদেশিক ঋণ প্রবাহ ২৫.৬ শতাংশ কম ছিল। বৈদেশিক ঋণের ছাড় কমে যাওয়ায় মূলত এরূপ বিচ্যুতি হয়েছে। যদিও এসময় অভ্যন্তরীণ উৎস হতে নিট অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় মাত্র ০.৮ শতাংশ বেশি হয়েছে, কিন্তু ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঋণ ১৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে, বাজারভিত্তিক সুদের হারের তুলনায় সুদের হার কম হওয়ায় খুচরা উৎস থেকে, বিশেষ করে জাতীয় সঞ্চয়পত্র (এনএসসি) বিক্রয় থেকে, অর্থায়ন তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং প্রকৃত ঋণ গ্রহণ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৪০.৬ শতাংশ কম হয়েছে।

২.৮ মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্পের জন্য মূল অনুমানসমূহ

- চাহিদাজনিত ও সরবরাহজনিত- উভয়দিকে সমন্বিত হস্তক্ষেপের ফলে মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চাহিদার দিক থেকে, সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ও সহায়ক রাজস্ব নীতির বাস্তবায়ন মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। অপরদিকে, সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নত করা এবং দাম স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা জাল (SSN) কর্মসূচি সম্প্রসারণ, প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর শুল্ক হ্রাস এবং বাজার পর্যবেক্ষণ জোরদারকরণ- ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা কমে যায়; এ পরিস্থিতি থেকে মধ্যমেয়াদে ধারাবাহিক উত্তরণ ঘটবে এবং প্রবৃদ্ধির গতি ফিরে আসবে।

- সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি কাঠামোর অংশ হিসেবে নীতি সুদহার বৃদ্ধি এবং সাম্প্রতিক প্রবাস আয় প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

- ফিসক্যাল কনসোলিডেশন কার্যক্রমের ফলে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং পরিচালন ব্যয়-উভয়ই জিডিপির শতাংশ হিসাবে হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হচ্ছে।

- সার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে কৃষি খাত শক্তিশালী থাকবে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

- শিল্প খাতে অস্থিতিশীলতা কমাতে শ্রমিক অসন্তোষ কমানো অপরিহার্য। এটি ধারাবাহিক উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে, স্থিতিশীল শিল্প পরিবেশ তৈরি করে, এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মধ্যম মেয়াদে সরকার শিল্পখাতের শ্রমিক অসন্তোষ বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

- প্রবাসীদের কল্যাণে সরকার কর্তৃক গৃহীত নানা উদ্যোগ এবং মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল হওয়ার ফলে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের রেমিট্যান্স প্রেরণ বৃদ্ধি পাবে এবং অভিবাসী কর্মীদের আস্থা জোরদার হবে যার প্রভাবে মধ্যমেয়াদে প্রবাস আয় প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক মার্কিন একতরফা শুল্কের ফলে রপ্তানিতে যে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে তা কার্যকর দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে মোকাবেলা করা যেতে পারে। পাশাপাশি, রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগীদের বিপরীতে কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করা যেতে পারে যা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাসহ রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

- রপ্তানি বৃদ্ধির সাথে সাথে আমদানিও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে; এক্ষেত্রে ৫ থেকে ৯ শতাংশ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি হতে পারে। রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং মূলধনি পণ্য আমদানি করতে হয় বিধায় এরূপ ঘটছে।

- অটোমেশন বাস্তবায়ন, কর ভিত্তি সম্প্রসারণ, কর নীতি এবং কর প্রশাসনের পৃথকীকরণ এবং মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব কৌশল (MLTRS) বাস্তবায়নের ফলে আয়কর রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে

বলে আশা করা হচ্ছে। এসব পদক্ষেপের ফলে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর প্রতিপালন হার বৃদ্ধি, এবং করযোগ্য সত্তার পরিধি প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

- ফিসক্যাল কনসোলিডেশন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, মধ্যমেয়াদে জিডিপি'র শতাংশে প্রাথমিক বাজেট ভারসাম্য (Primary Balance) এবং সামগ্রিক বাজেট ভারসাম্য (Overall Balance) - উভয়ই হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

- অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়নের ক্ষেত্রে মধ্যমেয়াদে ধীরে ধীরে ট্রেজারি-বিলের উপর নির্ভরতা কমানো হবে। এসময় বিভিন্ন ক্যাটাগরির টি-বন্ড জারি সহজ করা হবে এবং দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ বজায় রাখা হবে। এতে স্বল্পমেয়াদি অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের উপর নির্ভরতা হ্রাস করা এবং বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য সরকারের যে কৌশল তার প্রতিফলন ঘটবে।

২.৯ Macro Fiscal Model (MFMOD) এর ব্যবহার

অর্থ বিভাগ প্রতিবছরই আইএমএফ এর তৈরি করা মৌলিক ফ্লো অব ফান্ড মডেল ব্যবহার করে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ (এমটিএমএফ) পরিচালনা করে আসছে। তবে চলতি অর্থবছরের প্রক্ষেপণ তৈরীর ক্ষেত্রে প্রচলিত এমটিএমএফ এর পাশাপাশি আইএমএফ কর্তৃক তৈরিকৃত ফাইন্যান্সিয়াল প্রোগ্রামিং অ্যান্ড পলিসি (এফপিপি) মডেলওব্যবহার করা হয়েছে। । প্রক্ষেপণ প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল (ডাইনামিক) করার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের ম্যাক্রো-ফিসক্যাল মডেল (MFMOD) গ্রহণ করেছে। অর্থ বিভাগ পরবর্তী বছরগুলিতে MFMOD ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে এবং এই উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে মডেলটিকে হালনাগাদ তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রাথমিক প্রক্ষেপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

২.১০ ২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮ অর্থবছরের MTMF

মধ্যমেয়াদি অনুমানসমূহ এবং সাম্প্রতিক বৈশ্বিক ও দেশীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে অর্থ বিভাগ তার মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ব্যবহার করে পরবর্তী তিন অর্থবছরের জন্য প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করেছে (সারণী ২.১)।

সারণি ২.১ MTMF ২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮

সূচক সমূহ	২০২৩-২৪ প্রকৃত	২০২৪-২৫ বাজেট	২০২৪-২৫** সংশোধিত	২০২৫-২৬ প্রাক্কলন	২০২৬-২৭ প্রক্ষেপণ	২০২৭-২৮
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৪.২২	৬.৭৫	৫.০০	৫.৫০	৬.০০	৬.৫০
১২ মাসের গড় মূল্যস্ফীতি (%)	৯.৭৩	৬.৫০	৯.০০	৬.৫০	৬.০০	৫.৫০
মোট বিনিয়োগ (জিডিপি'র %)	৩০.৭০	৩৩.৪১	৩০.০০	৩০.২৫	৩১.৫০	৩২.৫০
বেসরকারি বিনিয়োগ (জিডিপি'র %)	২৩.৯৬	২৭.৩৪	২৪.০২	২৪.৩১	২৫.৪৩	২৫.৭৩
সরকারি বিনিয়োগ (জিডিপি'র %)	৬.৭৪	৬.০৮	৫.৯৮	৫.৯৪	৬.০৭	৬.৭৭
রাজস্ব (জিডিপি'র %)	৮.১৮	৯.৬৭	৯.১৮	৯.০৩	৯.০৫	৯.০৯
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (জিডিপি'র %)	৭.২৩	৮.৫৮	৮.২১	৭.৯৯	৮.০৯	৮.১৪
রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত (জিডিপি'র %)	০.১৭	০.২৭	০.২৬	০.৩০	০.২৯	০.২৮
কর ব্যতীত প্রাপ্তি (জিডিপি'র %)	০.৭৮	০.৮২	০.৭১	০.৭৪	০.৬৭	০.৬৭
সরকারি ব্যয় (জিডিপি'র %)	১২.২৩	১৪.২৪	১৩.১৮	১২.৬৫	১২.৭৬	১২.৮২
তন্মধ্যে, এডিপি (জিডিপি'র %)	৩.৯১	৪.৭৩	৩.৮৩	৩.৬৮	৩.৭২	৩.৮৩
প্রাইমারি ভারসাম্য	-১.৭৬	-২.৫৫	-১.৮৫	-১.৬৭	-১.৭৪	-১.৭৪
বাজেট ঘাটতি (জিডিপি'র শতাংশে)	-৪.০৫	-৪.৫৭	-৪.০০	-৩.৬২	-৩.৭১	-৩.৭৩
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন (জিডিপি'র %)	২.৪২	২.৮৭	২.০৭	২.০০	২.৩০	২.৪৯
তন্মধ্যে, ব্যাংক (জিডিপি'র %)	২.৪৮	২.৪৬	১.৭৫	১.৬৭	১.৯৪	২.১২
বৈদেশিক অর্থায়ন	১.৬২	১.৭০	১.৯৩	১.৬২	১.৪১	১.২৪
বেসরকারি খাতে ঋণ (প্রবৃদ্ধি %)	৯.৮৪	৯.০০	৯.৮০	১১.০০	১২.০০	১৩.০০
রপ্তানি (প্রবৃদ্ধি %)	-৫.৮৯	৮.০০	৯.০০	১০.০০	১০.০০	১১.০০
আমদানি (প্রবৃদ্ধি %)	-১০.৬১	১০.০০	৫.০০	৮.০০	৯.০০	৯.০০
প্রবাস আয় (প্রবৃদ্ধি %)	১০.৬৫	৭.০০	২০.০০	৮.০০	৮.০০	৮.০০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (জিডিপি'র %)	-১.৪৫	০.৫৯	-০.৮৮	-০.৭৩	-০.৮৫	-০.৮৪
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বি. মা. ড.)	২৬.৯	৩১.৮	২৬.৭	৩৪.০	৩৪.১	৩৫.০
জিডিপি (চলতি মূল্যে) (বি. টাকা)	৫০,০২৭	৫৫,৯৭৪	৫৬,৪৫২	৬২,৪৪৬*	৬৯,১৭১	৭৬,৭২৫
জিডিপি (চলতি মূল্যে) (বি. মা. ড.)	৪৫০	৪৯১	৪৬৩	৪৮৭*	৫১৪	৫৬৪
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৪৭০	৫১১	৪৮৬	৫১২	৫৪০	৫৯২

উৎস: অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.১১ উপসংহার

বাংলাদেশের অর্থনীতি মধ্যমেয়াদে ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধারের আশা করা হচ্ছে। স্থিতিশীলতা আনয়নের জন্য সরকারের গৃহীত নীতি-উদ্যোগ এবং খাতভিত্তিক উন্নতির মাধ্যমে ২০২৭-২৮ অর্থবছর নাগাদ জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫.৫-৬.৫ শতাংশে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বহিঃখাতে দৃঢ়তা বজায় রাখার জন্য সরকারের যে প্রচেষ্টা তা সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তবে, এ অগ্রগতি বজায় রাখার জন্য বৈশ্বিক বাণিজ্যে ব্যাঘাত, আর্থিক খাতের দুর্বলতা এবং জলবায়ু ঝুঁকির মতো চ্যালেঞ্জগুলি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি থাকতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে চলমান রাজস্ব সংস্কার, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন এবং রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলো সহায়ক হবে। দক্ষ নীতি-উদ্যোগ এবং কাঠামোগত সমন্বয়ের মাধ্যমে আশা করা যায় বাংলাদেশ বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং আরও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পথের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। বাংলাদেশ কীভাবে এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে পারে এবং প্রথম অধ্যায়ে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চিহ্নিত সুযোগগুলি কাজে লাগাতে পারে তা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করা হয়েছে।

৩

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮)

রাজস্ব আদায়ের দৃশ্যপট ও আহরণ কৌশল

অধ্যায় ৩

রাজস্ব আদায়ের দৃশ্যপট ও আহরণ কৌশল

সংক্ষিপ্তসার

- *বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।*
- *জিডিপির প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম রাজস্ব প্রবৃদ্ধি, ভ্যাট আদায়ে নিম্ন কার্যকর হার এবং দেশের অর্থনীতিতে একটি বিশাল অনানুষ্ঠানিক খাতের উপস্থিতি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির বৃহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।*
- *সরকার রাজস্ব নীতি সংক্রান্ত কার্যাবলী রাজস্ব আদায় থেকে পৃথক করার উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া, নতুন কর আইন প্রণয়ন, অনলাইনে কর প্রদানের ব্যবস্থা করা, কর অঞ্চল এর সম্প্রসারণ এবং কর অব্যাহতি যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে সরকার কর প্রতিপালন উৎসাহিতকরণ ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।*
- *স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে টেকসই রাজস্ব বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য Medium- and Long-Term Revenue Strategy (MLTRS) বাস্তবায়ন, শুল্ক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।*

৩.১ ভূমিকা

দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য যথাযথ রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও পর্যাপ্ত পরিমাণ রাজস্ব আহরণ গুরুত্বপূর্ণ। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ সরকারি ব্যয়ের আকারকে প্রভাবিত করে এবং সরকারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি ও ঋণ সহনীয় পর্যায়ে রাখার মাধ্যমে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে। দেশের টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ ও ভবিষ্যতের প্রজন্মের উপর করদায় যাতে বেড়ে না যায় সেজন্য বতর্মানে সঠিক রাজস্ব নীতি অবলম্বন জরুরি। এছাড়াও বাংলাদেশের নিম্ন কর-জিডিপি হার এবং আসন্ন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে সরকার প্রবৃদ্ধি সহায়ক ব্যয় বৃদ্ধির সক্ষমতা অর্জনের জন্য রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

এই অধ্যায়ের শুরুতে সাম্প্রতিক সময়ে রাজস্ব আদায়ের গতিধারা এবং উৎস অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ আলোচনা করা হয়েছে। এরপর সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজস্ব আদায় পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর মধ্যমেয়াদে রাজস্ব প্রক্ষেপণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, রাজস্ব আদায়ে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি

অর্জিত না হলে সরকারের জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। এ পরিস্থিতিতে সরকার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এই উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.২ সার্বিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে প্রতি বছর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম রাজস্ব আদায় হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকার রাজস্ব আদায়ে ১১.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। সে বছর ৪,৭৮০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৪,০৯৩ বিলিয়ন টাকা। কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত আদায় ২৩.৬ শতাংশ কম ছিল। গত তিন অর্থবছরে এই ব্যবধান কিছুটা হ্রাস পেয়ে ১৩ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে এসেছে। রাজস্ব-জিডিপি অনুপাতও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার নিচে রয়েছে। ২০২০ সাল থেকে এটি প্রায় ৮ শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই অনুপাত ছিল ৮.২ শতাংশ।

রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রতি বছর আদায় কম হওয়ায় রাজস্ব ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সক্ষমতা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে যেতে পারেনি।

সারণি ৩.১ রাজস্ব আহরণ ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

বছর	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা	৩,৪৮১	৩,৫১৫	৩,৮৯০	৪,৩৩০	৪,৭৮০
	(১১.০)	(১০.০)	(৯.৮)	(৯.৬)	(৯.৬)
প্রকৃত আদায়	২,৬৫৯	৩,২০৭	৩,৩৫৩	৩,৬৬৮	৪,০৯৩
	(৮.৪)	(৯.১)	(৮.৪)	(৮.২)	(৮.২)
	{৫.২}	{২০.৬}	{৪.৬}	{৯.৪}	{১১.৬}

টীকা: সারণিতে ( ) জিডিপি'র % নির্দেশ করে, { } বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%) নির্দেশ করে।
উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

চিত্র ৩.১ রাজস্ব আহরণ (জিডিপি'র %)

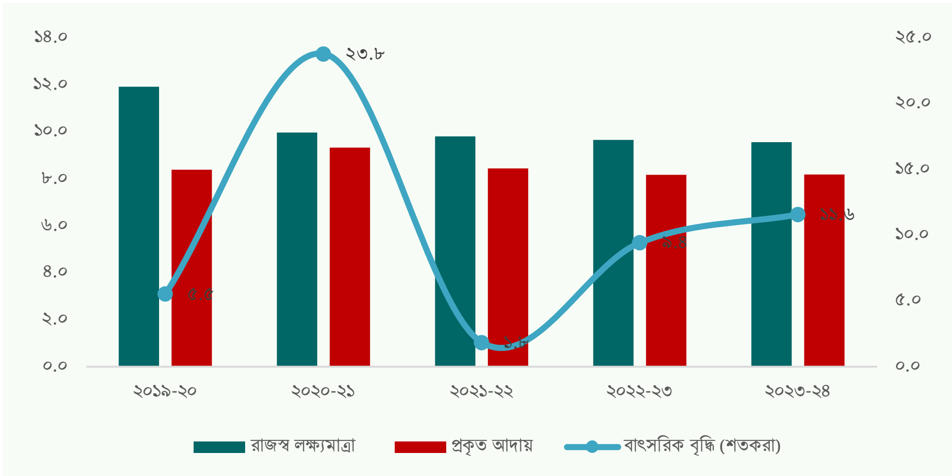

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

৩.৩ রাজস্ব আহরণের উৎসভিত্তিক চিত্র

বাংলাদেশে রাজস্ব মূলত দুইটি প্রধান উৎস থেকে আসে: কর রাজস্ব এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর)। গত পাঁচ বছরে মোট রাজস্ব আয়ের গড়ে ৮৭.৭ শতাংশ এসেছে কর রাজস্ব থেকে, বাকি ১২.৩ শতাংশ এসেছে কর-বহির্ভূত রাজস্ব থেকে। এ সময়ে কর-জিডিপি অনুপাত ৭.০ শতাংশ থেকে ৭.৭ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করেছে। কর রাজস্ব আহরণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রধান ভূমিকা পালন করে। এনবিআর মোট কর রাজস্বের ৯৭.৭ শতাংশ সংগ্রহ করে থাকে। বাকি ২.৩ শতাংশ রাজস্ব আসে এনবিআর বহির্ভূত বিভিন্ন উৎস থেকে, যেমন ভূমি রাজস্ব, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, নারকটিক্স অ্যান্ড লিকার কর, যানবাহন কর ইত্যাদি।

গত পাঁচ বছরে মোট কর রাজস্ব গড়ে ১০.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যার সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার ২০২০-২১ অর্থবছরে রেকর্ড করা হয়েছে ২১.৭ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরে -১.৫ শতাংশ। অপরদিকে, কর-বহির্ভূত রাজস্বের (এনটিআর) গড় প্রবৃদ্ধি ছিল তুলনামূলকভাবে কম ৭.৯ শতাংশ। তবে ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অব্যয়িত অর্থ সরকারের ট্রেজারি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার ফলে কর-বহির্ভূত রাজস্বের প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে।

সারণি ৩.২ রাজস্বের প্রধান উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)

রাজস্বের উৎস	অর্থ বছর				
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
(ক) কর রাজস্ব (ক১+ক২)	২,২২০	২,৭০২	২,৯৯৭	৩,২৭৮	৩,৬৯৩
	(৮৩.৫)	(৮৪.২)	(৮৯.৪)	(৮৯.৪)	(৯০.২)
(ক১) এনবিআর কর	২,১৬০	২,৬৪৩	২,৯৩০	৩,১৯৮	৩,৬১৫
	(৮১.২)	(৮২.৪)	(৮৭.৪)	(৮৭.২)	(৮৮.৩)
(ক২) এনবিআর বহির্ভূত কর	৫৯	৫৯	৬৭	৮০	৭৯
	(২.২)	(১.৮)	(২.০)	(২.২)	(১.৯)
(খ) কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর)	৪৩৯	৫০৬	৩৫৬	৩৯০	৪০০
	(১৬.৫)	(১৫.৮)	(১০.৬)	(১০.৬)	(৯.৮)
মোট রাজস্ব (ক+খ)	২,৬৫৯	৩,২০৭	৩,৩৫৩	৩,৬৬৮	৪,০৯৩

টীকা: ( ) বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট রাজস্বের % নির্দেশ করে

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

৩.৩.১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর রাজস্ব আহরণ

শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) এবং আয়কর- এ তিনটি প্রধান খাত থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর রাজস্ব সংগ্রহ করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আয়কর এবং মূসক বাবদ মোট এনবিআর কর রাজস্বের ৬৯.৮ শতাংশ অর্জিত হয়, যার মধ্যে মূসক ছিল ৩৮.৫ শতাংশ এবং আয়কর ছিল ৩১.৩ শতাংশ। মোট এনবিআর করের যথাক্রমে ১০.৭ শতাংশ এবং ১৪.৯ শতাংশ এসেছে আমদানি শুল্ক এবং সম্পূরক শুল্ক হতে।

সারণি ৩.৩ এনবিআর কর রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)

উৎস	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
আয় ও মুনাফার উপর কর	৭৫৪ (৩৪.৯)	৮৭৫ (৩৩.১)	৯৬২ (৩২.৮)	১০৭২ (৩৩.৫)	১১৩০ (৩১.৩)
আমদানি শুল্ক	২৩৭ (১১.০)	৩১৬ (১২.০)	৩৪৪ (১১.৭)	৩৬২ (১১.৩)	৩৮৬ (১০.৭)
মূসক	৮১০ (৩৭.৫)	১০৩৫ (৩৯.২)	১১৭১ (৪০.০)	১২৬৩ (৩৯.৫)	১৩৯৩ (৩৮.৫)
সম্পূরক শুল্ক	৩২৫ (১৫.১)	৩৮৭ (১৪.৬)	৪১২ (১৪.১)	৪৪৫ (১৩.৯)	৫৩৭ (১৪.৯)
অন্যান্য কর	৩৩	৩০	৪২	৫৬	৬৮

টীকা: ( ) বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা এনবিআর কর রাজস্বের % নির্দেশ করে

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

গত পাঁচ বছরে এনবিআর এর রাজস্ব আদায় গড়ে ১০.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এসময় কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হার বেশ ওঠানামা করেছে, যেখানে প্রবৃদ্ধির স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ছিল ৮.৩৪ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এনবিআর এর রাজস্ব আদায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ০.৯৫ শতাংশ কম ছিল। পরবর্তীতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২২.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। এর পরে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০.৯ শতাংশ, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯.২ শতাংশ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৩.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। বিগত পাঁচ বছরে এনবিআর রাজস্বের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে আয়কর খাতে সর্বোচ্চ গড় প্রবৃদ্ধি ১১.০ শতাংশ অর্জন করেছে। এসময় মূসকের গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.৪ শতাংশ এবং আমদানি শুল্কের ৯.৭ শতাংশ।

চিত্র ৩.২ এনবিআর কর রাজস্বের প্রবৃদ্ধি (%)

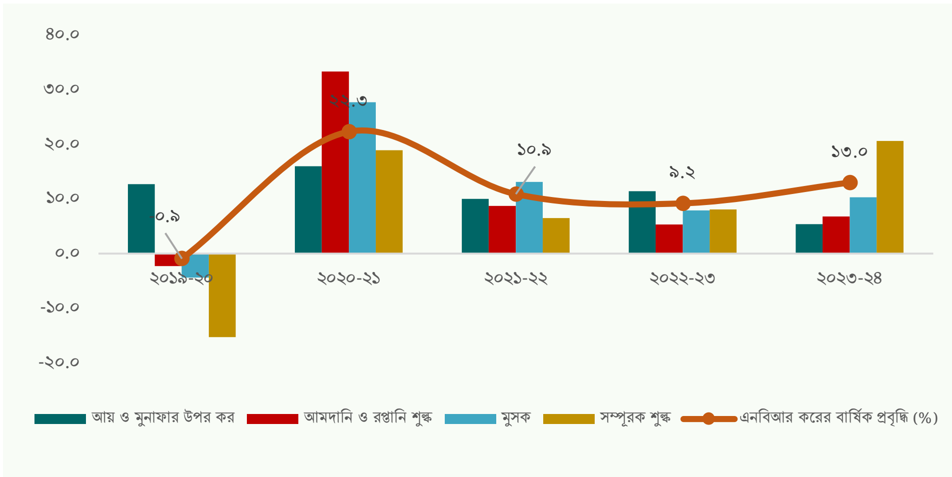

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

৩.৩.২ কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ

২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) আহরণের পরিমাণ গড়ে ৭.৯ শতাংশ করে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এসময় প্রবৃদ্ধির হার বেশ ওঠানামা করেছে যার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ছিল ৩২.৫ শতাংশ। সর্বোচ্চ ৬০.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ছিল ২০১৯-২০ অর্থবছরে। এর পর ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৫.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এবং পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন থেকে 'অন্যান্য প্রাপ্তি' হিসেবে উদ্বৃত্ত তহবিল স্থানান্তরের ফলে এনটিআর সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। "স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০[১]" কার্যকর হওয়ার ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান (SOE) থেকে প্রচুর পরিমাণে অব্যয়িত অর্থ জাতীয় কোষাগারে জমা পড়ে। এর বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থবছরে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায় ২৯.৬ শতাংশ হ্রাস পায়, তবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। এই বছরগুলোতে এনটিআর এর খাতভিত্তিক বিভাজন নিম্নলিখিত সারণিতে তুলে ধরা হলো।

[১] সংস্থার উদ্বৃত্ত তহবিল আইন, ২০২০, অর্থ বিভাগ

সারণি ৩.৪ কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)

খাত	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
মুনাফা ও লভ্যাংশ	৩৪.৭ (৩০.৯)	১৯.১ (-৪৫.০)	৫০.২ (১৬২.৮)	১৭.৫ (-৬৫.২)	১২৪.৪ (৬১২.৯)
প্রশাসনিক ফি	২৩.৮ (-১৪.৫)	২০.৪ (-১৪.২)	২৩.৭ (১৫.৯)	২৬.৮ (১৩.৪)	২৫.৮ (-৩.৭)
সুদ	১৯.১	৮০.৭	১৯.৫	৫৩.১	২১.৫
জরিমানা	৬.০	৮.৯	১০.৯	১২.৫	১৫.১
পরিষেবা ফি	৪৩.২ (-৫.৯)	৩২.৭ (-২৪.৩)	৫২.৪ (৬০.২)	৬০.০ (১৪.৫)	৫৮.৯ (-১.৮)
টোল/ লেভি	১১.৮	১৫.৩	১৭.৩	২০.২	২২.৩
অবাণিজ্যিক বিক্রয়	১৭.৯	১৮.৭	২৮.১	২২.৪	২২.৬
মূলধন প্রাপ্তি	১.৯	২.৫	৩.১	২.৫	১.৮
অন্যান্য আয় (কর রাজস্ব ব্যতীত)	২৮০.৯	৩০৭.৩	১৫১.০	১৭৪.৫	১০৭.৯
মোট কর ব্যতীত রাজস্ব	৪৩৯.৪ (৬০.৮)	৫০৫.৭ (১৫.১)	৩৫৬.০ (-২৯.৬)	৩৮৯.৫ (৯.৪)	৪০০.৩ (২.৮)

টীকা: ( ) বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%) নির্দেশ করে

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

৩.৩.৩ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের চিত্র

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত রাজস্ব আদায় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রবৃদ্ধির হার ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ২৬.৫ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক কম। ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৩.০৯ ট্রিলিয়ন টাকা, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৫৯.৭ শতাংশ। বিভিন্ন কর উৎসের মধ্যে, আয়কর গত বছর একই সময়ের তুলনায় ৬.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বছরের জন্য নির্ধারিত ৩৭.৪ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক কম। মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং সম্পূরক শুল্কে কোনো প্রবৃদ্ধি হয়নি, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩.৮ শতাংশ। আমদানি শুল্কে ২৩.৬ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বৃদ্ধি ১.১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এনবিআর-বহির্ভূত কর মাত্র ০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রত্যাশিত ৮৪.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির চেয়ে অনেক কম। অপরদিকে, কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) ৫২.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৩.৫ রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি ২০২৪-২৫ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০২৪-২৫		২০২৪-২৫ (জুলাই- মার্চ)		২০২৩-২৪ (জুলাই- মার্চ)	২০২৪-২৫ (জুলাই- মার্চ)	২০২৪-২৫ অর্থবছরে
	লক্ষ্য-মাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আদায়	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার %	প্রকৃত আদায়	প্রবৃদ্ধি %	প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা %
মোট রাজস্ব	৫৪১০	৫১৮০	৩০৯১	৫৯.৭	২৮৬৯	৭.৭	২৬.৫
কর রাজস্ব	৪৯৫০	৪৭৮০	২৬০৯	৫৪.৬	২৫৫৪	২.২	২৯.৪
(ক) এনবিআর কর	৪৮০০	৪৬৩৫	২৫৫১	৫৫.০	২৪৯৬	২.২	২৮.২
আয়কর	১৭৫৬	১৬৯০	৮৬৫	৫১.২	৮১৫	৬.১	৩৭.৪
আমদানি শুল্ক	৪৯৫	৪৭৮	২৮৩	৫৯.৩	২৮৬	-১.১	২৩.৬
মূসক ও সম্পূরক শুল্ক	২৪৭১	২৩৯০	১৩৩৮	৫৬.০	১৩৩৮	০.০	২৩.৮
অন্যান্য কর	৭৯	৭৭	৬৫	৮৪.২	৫৭	১৪.২	১২.৭
(খ) এনবিআর বর্হিভূত কর	১৫০	১৪৫	৫৮	৪০.২	৫৮	০.৫	৮৪.৩
কর বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর)	৪৬০	৪০০	৪৮১	১২০.৪	৩১৬	৫২.৬	০.০

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

৩.৪ রাজস্ব আদায়ের গতিধারা এবং কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়

৩.৪.১ রাজস্ব বয়েন্সি (Revenue Buoyancy) ও অন্যান্য দেশের সাথে তুলনামূলক চিত্র

রাজস্ব বয়েন্সি (Revenue Buoyancy) রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক । জিডিপি পরিবর্তনের সাথে রাজস্ব আদায় কিভাবে পরিবর্তন হয় বয়েন্সি তা পরিমাপ করে। বয়েন্সির মান ০১ (এক) এর চেয়ে বেশি হলে বোঝা যায় যে রাজস্বের প্রবৃদ্ধি জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি হচ্ছে এবং ০১ (এক) এর চেয়ে কম হলে তার বিপরীত। প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এবং প্রকৃত রাজস্ব বৃদ্ধির হার ব্যবহার করে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য রাজস্ব বয়েন্সি গণনা করা হয়েছে। এ সময়ে গড় বয়েন্সির পরিমাণ ছিল ০.৮৩ যা জিডিপির তুলনায় রাজস্বের ধীর গতিতে বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

চিত্র ৩.৩ রাজস্ব বয়েন্সি (Revenue Buoyancy)

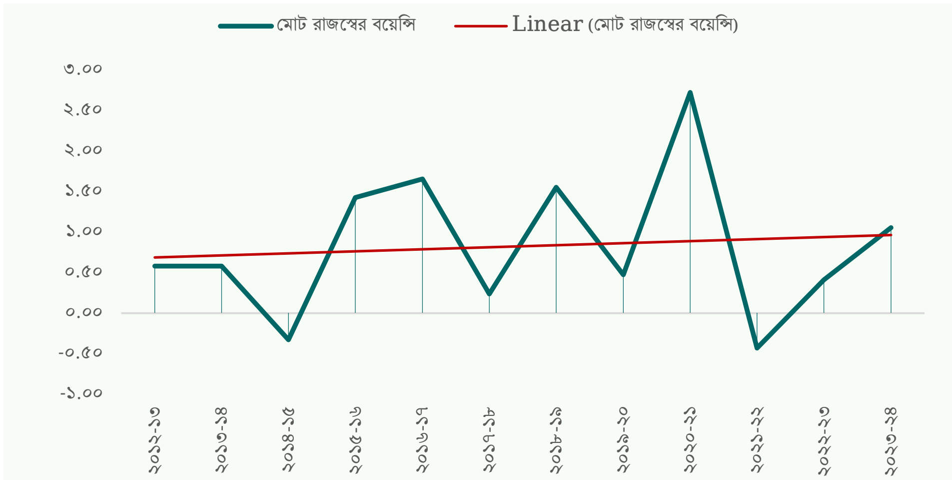

উৎস: অর্থ বিভাগ

সমপর্যায়ের তুলনাযোগ্য অন্যান্য দেশের তুলনায় রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে আছে। লেখচিত্র ৩.৪ -এ বাংলাদেশ, ভুটান, কম্বোডিয়া, ভারত, লাওস, নেপাল, মায়ানমার এবং ভিয়েতনামের রাজস্ব আহরণের হারের (জিডিপি'র শতাংশে) তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ রাজস্ব সংগ্রহে অনেক পিছিয়ে আছে। ২০২৪ সালে নেপালে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ছিল ১৯.২ শতাংশ, ভিয়েতনামে ১৮.৪ শতাংশ এবং লাওসে ১৮.০ শতাংশ। এসময় বাংলাদেশে রাজস্ব-জিডিপি'র হার ছিল মাত্র ৮.৩ শতাংশ।

চিত্র ৩.৪ মোট রাজস্ব (General Government Revenue) (জিডিপি'র %)

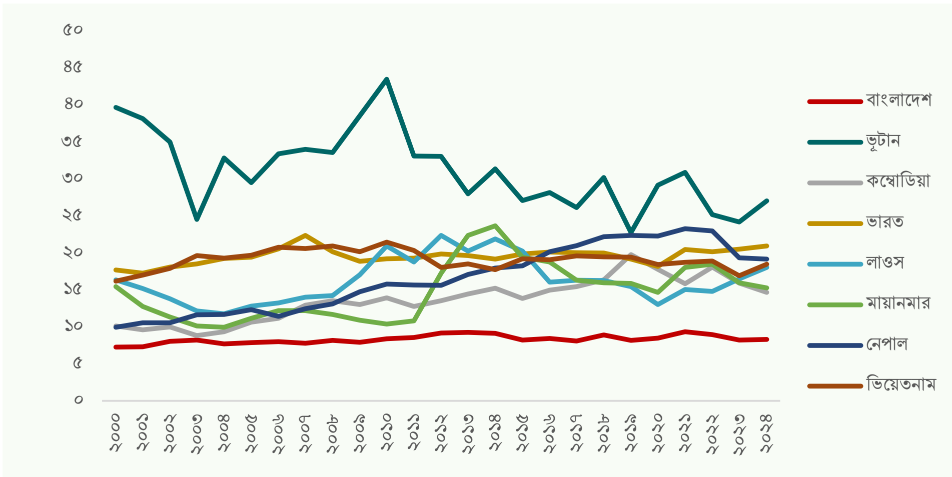

উৎস: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৫

৩.৪.২ মূসকের কার্যকর হার

রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতির মূল্যায়নে রাজস্বের কার্যকর হার (Effective Rate of Taxes) একটি বাস্তবভিত্তিক ধারণা প্রদান করে। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) এর ক্ষেত্রে মূসক থেকে আদায়কৃত রাজস্বের সাথে প্রকৃত খাতে ভোগব্যয় (Consumption) এর তুলনা করে কার্যকর হার নির্ণয় করা হয়। ২০১৫-১৬ হতে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত সময়ে মূসকের কার্যকর হার হিসেব করলে দেখা যায়, এ হার ৩.৫ থেকে ৩.৯ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কার্যকর মূসকের হার ছিল ৩.৭ শতাংশ। মূসকের এই কার্যকর হার বেশিরভাগ পণ্যের উপর প্রযোজ্য মূসক হার তথা ১৫ শতাংশ হতে অনেক কম। এই পার্থক্য থেকে বোঝা যায় মূসক থেকে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

চিত্র ৩.৫ মূসকের কার্যকর হার (জাতীয় ভোগব্যয়ের % হিসেবে)

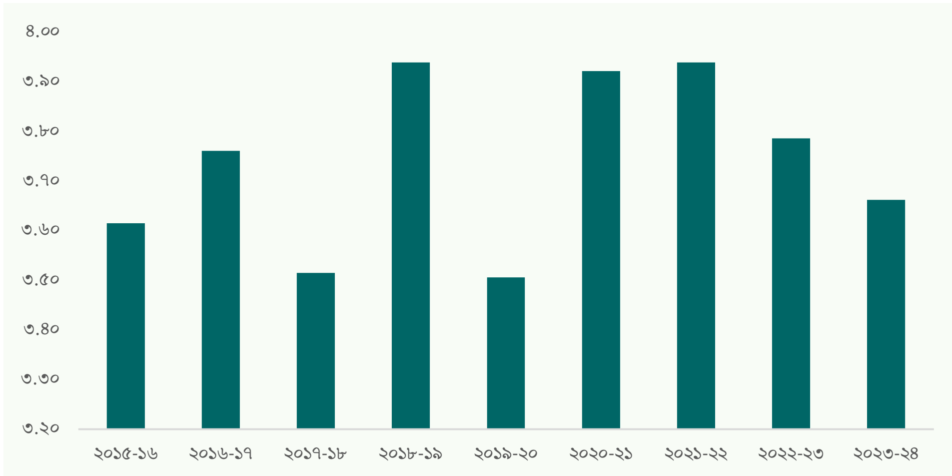

উৎস: অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৩.৪.৩ অর্থনীতির অনানুষ্ঠানিক খাত এবং আয়করের ভূমিকা

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি বড় অংশ আনুষ্ঠানিক কর ব্যবস্থার বাইরে রয়ে গেছে। গত দুই দশকে কৃষি থেকে উৎপাদন ও সেবা খাতে কাঠামোগত পরিবর্তন এবং ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরেও অর্থনীতির একটি বড় অংশ এখনও অনানুষ্ঠানিক খাতে রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অর্থবছরে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের হার ছিল ৭৫ শতাংশ যা ২০২১-২২ অর্থবছর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৪.৯ শতাংশে[২]। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক খাতের ব্যাপকতা দেশের কর সংগ্রহের সম্ভাবনাকে সীমিত করেছে এবং এর ফলে সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। তবে এটি করভিত্তি সম্প্রসারণের একটি মূল্যবান সুযোগও প্রদান করে। অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রমকে অর্থনীতির আনুষ্ঠানিক খাতের আওতায় আনতে পারলে কর ভিত্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে পারে।

রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে এবং বিশেষ করে প্রত্যক্ষ করের অবদান বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতে হবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক ছিল জিডিপির ৩.৮৬ শতাংশ, যেখানে আয়কর ছিল মাত্র ২.২৬ শতাংশ, যা পরোক্ষ করের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা

[২] শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২২, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

তুলে ধরে। এই ভারসাম্যহীন কর কাঠামো আয় বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এজন্য প্রত্যক্ষ করের আওতা বৃদ্ধির জন্য প্রাসঙ্গিক সংস্কার প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো প্রত্যক্ষ করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে কর ভিত্তি সম্প্রসারিত করা। করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর ভিত্তি সম্প্রসারণ করা এখন সরকারের একটি অন্যতম অগ্রাধিকার ।

করদাতা বাড়াতে এবং প্রত্যক্ষ করের অংশ বৃদ্ধির জন্য কর প্রশাসনের অটোমেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভ্যাট এবং আয়কর ব্যবস্থা অটোমেশনের ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হলেও সমস্ত করদাতাকে এতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করতে হবে। আয়কর রিটার্ন দাখিল প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ অটোমেশন অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়াকে আরও সহজতর করবে, কর ফাঁকি রোধ করবে এবং প্রশাসনিক অদক্ষতা দূর করবে। এইসব লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে কর ব্যবস্থাকে আরও ন্যায্য ও কার্যকর করতে কাঠামোগত পরিবর্তন ও এর কৌশলগত বাস্তবায়ন প্রয়োজন হবে।

৩.৫ মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণের চিত্র

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য সংশোধিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৫.১৮ ট্রিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংগৃহীত রাজস্বের তুলনায় ২৬.৬ শতাংশ বেশি। এই লক্ষ্যমাত্রা মূলত কর রাজস্ব, বিশেষ করে আয়কর এবং মূল্য সংযোজন করের (মূসক) উপর নির্ভর করে করা হয়েছে। কারণ মধ্যমেয়াদে এগুলোকে রাজস্বের সবচেয়ে টেকসই উৎস হিসেবে দেখা হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে সরকারের কৌশলের অংশ হিসেবে কর প্রশাসনকে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করা হবে, যা করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধিকে সহজতর করবে এবং সামগ্রিকভাবে রাজস্ব আদায়ের সক্ষমতাকে বাড়াবে। মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ অনুযায়ী আগামী তিন বছরে রাজস্ব গড়ে ১০.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে এবং ২০২৭-২৮ অর্থবছর নাগাদ তা ৬.৯৭ ট্রিলিয়ন টাকায় পৌঁছাবে। বিশেষ করে এনবিআরের কর রাজস্ব ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৮.২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এরপর ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৭.৭ শতাংশ, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১২.২ শতাংশ এবং ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সারণি ৩.৬ রাজস্ব আহরণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০২৩-২৪ প্রকৃত	২০২৪-২৫ বাজেট	২০২৪-২৫ সংশোধিত বাজেট	২০২৫-২৬ প্রক্ষেপণ	২০২৬-২৭ প্রক্ষেপণ	২০২৭-২৮ প্রক্ষেপণ
মোট রাজস্ব	৪,০৯৩ (১১.৬)	৫,৪১০ (৩২.২)	৫,১৮০ (২৬.৬)	৫,৬৪০ (৮.৯)	৬,২৫৮ (১১.০)	৬,৯৭২ (১১.৪)
কর রাজস্ব	৩,৬৯৮ (১২.৮)	৪,৯৫০ (৩৩.৯)	৪,৭৮০ (২৯.৩)	৫,১৮০ (৮.৪)	৫,৭৯৮ (১১.৯)	৬,৪৫৭ (১১.৪)
এনবিআর কর	৩,৬১৫ (১৩.১)	৪,৮০০ (৩২.৮)	৪,৬৩৫ (২৮.২)	৪,৯৯০ (৭.৭)	৫,৫৯৮ (১২.২)	৬,২৪২ (১১.৫)
এনবিআর বহির্ভূত কর	৮৩ (৪.৩)	১৫০ (৮০.২)	১৪৫ (৭৪.২)	১৯০ (৩১.০)	২০০ (৫.৩)	২১৫ (৭.৫)
এনটিআর	৩৯৩ (০.৯)	৪৬০ (১৭.১)	৪০০ (১.৯)	৪৬০ (১৫.০)	৪৬০ (০.০)	৫১৫ (১২.০)

টীকা: ( ) বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%) নির্দেশ করে
উৎস: অর্থ বিভাগ

৩.৬ মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণ কৌশল

দেশীয় উৎস থেকে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করতে সরকার যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে - সীমিত কর ভিত্তি, ব্যাপক কর ফাঁকি, কর জালের বাইরে থাকা বৃহৎ অনানুষ্ঠানিক খাত, রাজস্ব সংগ্রহকারী সংস্থাগুলোর অদক্ষতা ও দুর্নীতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি।[৩]

'Re-strategising the Economy and Mobilising Resources for Equitable and Sustainable Development'[৪] শীর্ষক টাস্কফোর্স প্রতিবেদনে রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছু কৌশলগত সুপারিশ করা হয়েছে, যেমন: কর নীতি ও রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমকে পৃথক করা, রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন, কর আদায়কারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর ব্যয় যৌক্তিকীকরণ, কাস্টমস ডিউটির

[৩] Medium- and Long-Term Revenue Strategy, FY2025-26 to FY2034-35 (MLTRS) of The National Board of Revenue.

[৪] https://plandiv.portal.gov.bd/sites/default/files/files/plandiv.portal.gov.bd/notices/6913b4c2_1320_4034_9b10_cc1dec2e9788/Task-Force-Report_Final_11-Feb-2025-with-Cover.pdf

হার হ্রাস করা, এবং সম্পূরক শুল্ক (SD) ও রেগুলেটরি ডিউটি (RD) ধাপে ধাপে তুলে নেওয়া। প্রতিবেদনে আমদানি চালান খালাস প্রক্রিয়া আরও দক্ষ ও সময়সাশ্রয়ী করার জন্য কিছু প্রক্রিয়াগত সংস্কারের সুপারিশও করা হয়েছে।

রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে কর নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় মধ্যমেয়াদে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের মাধ্যমে রাজস্ব প্রশাসনকে আরো দক্ষ ও কার্যকর করতে সরকার সচেষ্ট রয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার কর নীতি ও কর আদায় কার্যক্রম পৃথক করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া আয়কর আইন ও শুল্ক আইন যুগোপযোগী করা হয়েছে। কর নিবন্ধন, রিটার্ন দাখিল এবং কর পরিশোধে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে কর প্রশাসনকে করদাতাবান্ধব ও স্বচ্ছ করতে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে- সরকারি কর্মচারীসহ কতিপয় ক্ষেত্রে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা, বিভিন্ন পণ্য ও সেবায় যথাসম্ভব ১৫% ভ্যাট হার অনুসরণ, ভ্যাট নিবন্ধনের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তালিকাভুক্তি সীমা ৫০ লক্ষ টাকা এর পরিবর্তে ৩০ লক্ষ টাকা এবং নিবন্ধন সীমা ৩ কোটি টাকা এর পরিবর্তে ৫০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ, কর অব্যাহতি সুবিধার পর্যালোচনা ও যৌক্তিকীকরণ। রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিদ্যমান কর ব্যবস্থার আধুনিকায়নে ইতোমধ্যেই 'Medium and Long-Term Revenue Strategy, FY 2025-26 to FY 2034-35 (MLTRS)' প্রণয়ন করা হয়েছে। কর ব্যবস্থা সংস্কারের পাশাপাশি সরকার করবহির্ভূত রাজস্ব (NTR) উৎস থেকেও রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, যেমন: করবহির্ভূত রাজস্ব খাতে ফি/ হার হালনাগাদকরণ, নতুন ফি এর সম্ভাব্য উৎসসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সংগ্রহের সময়মতো জমা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। এর ফলে মধ্যমেয়াদে কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাত থেকেও আদায় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

৩.৬.১ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে কাঠামোগত উদ্যোগ

২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের জন্য সরকার অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য নিম্নে বর্ণিত দুটি প্রধান কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- **Medium and Long-Term Revenue Strategy (MLTRS):** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গত ২৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে 'Medium and Long-Term Revenue Strategy, FY2025-26 to FY2034-35 (MLTRS)'[৫] প্রকাশ করেছে। এই কৌশলপত্র করের ভিত্তি সম্প্রসারণ, কর পরিপালন

[৫] https://nbr.gov.bd/uploads/publications/Final_Version_of_MLTRS_NBR_0425_Report_27.04_.25_.pdf

উন্নয়ন এবং রাজস্ব প্রশাসন আধুনিকায়নের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে ৭-৮ শতাংশে সীমাবদ্ধ কর-জিডিপি অনুপাতকে বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। MLTRS-এ ৬টি প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যার প্রতিটি লক্ষ্য চারটি কৌশলগত স্তম্ভ দ্বারা সমর্থিত। নিচের চিত্রে এটি উপস্থাপন করা হয়েছে:

চিত্র ৩.৬ Medium and Long-Term Revenue Strategy (MLTRS)

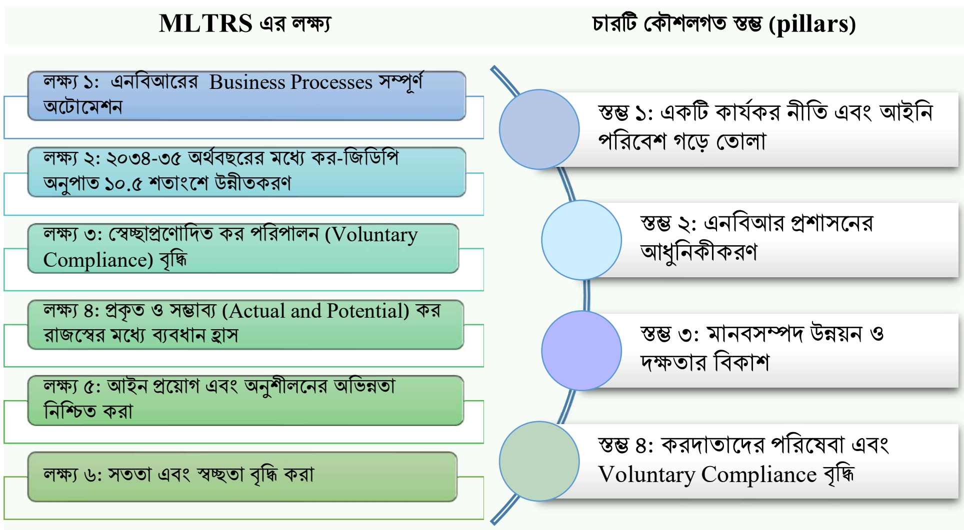

- **<u>The Customs Strategic Plan for the period 2024-2028:</u>** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 'The Customs Strategic Plan for the period 2024-2028'[৬] প্রণয়ন করেছে এবং এটি ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এই কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা চারটি মূল স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে গঠিত: রাজস্ব ব্যবস্থাপনা; বাণিজ্য সহজিকরণ ও অংশীদারিত্ব; নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো শুল্কায়ন প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন, সীমান্তবর্তী বাণিজ্য পদ্ধতি সহজিকরণ এবং শুল্ক আদায় ব্যবস্থার উন্নয়ন। এছাড়াও, দেশি ব্যবসা-বাণিজ্যকে সহায়তা প্রদান করা, আমদানি ও রপ্তানি সহজ করা এবং সহযোগিতা ও প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করাসহ কাস্টমস সংস্কারের একটি বিস্তৃত পরিসর এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

[৬] https://nbr.gov.bd/uploads/publications/CSP_2024-28_Final_Version.pdf

৩.৭ কর ব্যয় (Tax Expenditure) যৌক্তিকীকরণ - বর্তমান চিত্র

কর আদায় হার কম হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে কর অব্যাহতি প্রদান। যদিও বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং দেশীয় শিল্পের বিকাশের মতো বিভিন্ন কারণে এই কর অব্যাহতি সুবিধা দেওয়া হয়, তবুও এটি সরকারের ব্যয় সক্ষমতাকে সীমিত করে এবং কর ব্যবস্থাকে জটিল করে তোলে। বিষয়টির গভীরতা অনুধাবন করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর ব্যয়ের একটি বাৎসরিক বিশ্লেষণ চালু করেছে, যা এখন সরকারের বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

৩.৭.১ আয়কর

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর 'Tax Expenditure Estimation in the Direct Tax of Bangladesh, Financial Year 2021-22'[৭] অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য প্রযোজ্য 'প্রত্যক্ষ কর ব্যয়'-এর মোট প্রাক্কলিত পরিমাণ হলো ১,১৫,০৫৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে কর্পোরেট পর্যায়ে ৭১,৩৯৪ কোটি টাকা (৬২%) এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে ৪৩,৬৬২ কোটি টাকা (৩৮%)। উল্লেখ্য, ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ কর আদায়ের (১,০২,৩৩৭ কোটি টাকা) চেয়ে কর ব্যয়ের পরিমাণ বেশি ছিল। সামগ্রিকভাবে, এই প্রত্যক্ষ কর ব্যয় ২০২১-২২ অর্থবছরের মোট জিডিপির ২.৯%, যা আগের অর্থবছরে ছিল ৩.৫৬%।

৩.৭.২ মূল্য সংযোজন কর

বর্তমানে খাতভিত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি (VATE) ধাপে ধাপে তুলে নেয়া হচ্ছে। এনবিআর কর্তৃক জুন ২০২৪-এ প্রথমবার প্রকাশিত 'Bangladesh VAT Expenditure Report 2023-24'[৮] অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে নাগরিকদের স্বস্তি প্রদানের পাশাপাশি শিল্পায়নকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পণ্য ও সেবা ভ্যাটের আওতামুক্ত ছিল, যার পরিমাণ ছিল প্রায় ১,২৯,৫৭০ কোটি টাকা। এই অব্যাহতিপ্রাপ্ত ভ্যাট জিডিপির প্রায় ৩.২৬%, যা পূর্বের অর্থবছরে ছিল জিডিপির ৪.৪৩%। আগের বছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ভ্যাটের পরিমাণ ১৬.৭৯% হ্রাস পেয়েছে।

---

[৭] https://nbr.gov.bd/uploads/publications/Tax_Expenditure_2021-2022_revised_31-12-2024.pdf

[৮] https://nbr.gov.bd/uploads/publications/vat1.pdf

৩.৭.৩ শুল্ক (কাস্টমস)

এনবিআর কর্তৃক ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এ প্রকাশিত 'Customs Tax Expenditure Report 2023-24'[৯] অনুসারে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য শুল্ক মওকুফের আনুমানিক পরিমাণ ছিল ৩৩,৭২৯ কোটি টাকা, যা জিডিপির ০.৭৬%।

৩.৮ সংস্কার উদ্যোগসমূহ

অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির জন্য সরকারের সংস্কারমূলক উদ্যোগসমূহ শুল্ক, ভ্যাট এবং আয়করসহ সমগ্র কর কাঠামোকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং মূলত তিনটি কৌশলে বিভক্ত: কর ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন, কর-জাল সম্প্রসারণ এবং রাজস্ব প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি। সরকারের এসব উদ্যোগের পেছনে মূল ভাবনা হলো কর প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজতর ও স্বচ্ছ করার মাধ্যমে করদাতাকে উন্নত মানের সেবা প্রদান এবং অধিকতর রাজস্ব আহরণ।

৩.৮.১ প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

- **রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পৃথকীকরণ:** রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুটি বিশেষায়িত বিভাগ গঠনের/তৈরির জন্য ১২ মে ২০২৫ তারিখে 'রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ ২০২৫' শীর্ষক একটি অধ্যাদেশ জারি করেছে। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে রাজস্ব নীতি সংক্রান্ত কার্যাবলী রাজস্ব ব্যবস্থাপনা থেকে পৃথক করা হবে।
- **নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন:** ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশ বাতিল করে ২০২৩ সালের জুন মাসে একটি নতুন আয়কর আইন অনুমোদন করা হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে এই আইনে কর রিটার্ন দাখিল প্রক্রিয়া সহজ করতে এবং কর ফাঁকি কমাতে বিধানাবলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০২৪ সালের জুনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে নতুন কাস্টমস আইন ২০২৩ অনুমোদন করা হয়েছে।
- **নতুন কর অঞ্চল সম্প্রসারণ:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার আয়কর অনুবিভাগে ১০টি নতুন কর অঞ্চল এবং তিনটি বিশেষায়িত ইউনিট যুক্ত করেছে: আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট (Income Tax Intelligence and Investigation Unit), ই-ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা ইউনিট (the e-

[৯] https://nbr.gov.bd/uploads/publications/Tax_Expenditure1.pdf

Tax Management Unit) এবং উৎসে কর ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Withholding Tax Management Unit)। পাশাপাশি অতিরিক্ত ২২০টি সার্কেল ও ৪০টি রেঞ্জ অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

- **কর ব্যয় নীতিমালা এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো (TEPMF):** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা জোরদার, করনীতি সংশ্লিষ্ট কাঠামো প্রণয়ন এবং রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২ মে, ২০২৫ তারিখে কর ব্যয় নীতিমালা এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো Tax Expenditure Policy and Management Framework, TEPMF) প্রকাশ করেছে। এই নীতিমালা অনুসারে, বিভিন্ন কর আইন সংশ্লিষ্ট যে কোনো কর ব্যয় অনুমোদনের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হবে জাতীয় সংসদ। ১ জুলাই, ২০২৫ খ্রি: তারিখ হতে নীতিমালাটি কার্যকর হবে। এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হলো- বিদ্যমান সব কর অব্যাহতিগুলো যৌক্তিকীকরণ এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা।

৩.৮.২ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাঠামোগত সংস্কার ও আধুনিকায়ন

- **ই-পেমেন্ট**: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর প্রদান সহজ করতে ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম (ই-পেমেন্ট) পদ্ধতি চালু করেছে, যার আওতায় আয়কর, শুল্ককর এবং মূসক (ভ্যাট) প্রদান করা যাচ্ছে। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়্যাল সার্ভিসেস এর মাধ্যমে আয়কর পরিশোধ করা যাচ্ছে। বারটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে অ্যাকাউন্ট রয়েছে এমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এখন মূসক (ভ্যাট) পরিশোধ করতে পারছে। করদাতাগণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের Integrated Vat Administration System (IVAS) থেকে কর পরিশোধের মেসেজ পান। সামগ্রিক ভ্যাট ব্যবস্থাপনাকে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের সাথে (যেমন: ই-টিআইএন, এনটিএমসি, বিডা, বেজা, অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড) ইতোমধ্যে IVAS এর integration ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

- **এ-চালান (A-Challan):** এ-চালানের মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব/ফি ইত্যাদি সরকারি কোষাগারে সরাসরি জমা হচ্ছে। সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে এ-চালান সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (BRTA), Export-Import, e-Return, e-TDS, e-GP, IVAS, ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন, ই-পাসপোর্ট এবং জন্ম নিবন্ধনের সাথে এ-চালান সিস্টেমের ইন্টিগ্রেশন ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (RJSC), Digital Arms Management System (DAMS) ও ASYCUDA World ইত্যাদি সিস্টেমের সাথে এ-চালান সিস্টেমের ইন্টিগ্রেশন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

- **ইলেক্ট্রনিক ট্যাক্স ডিডাকশন এট সোর্স (eTDS):** উৎসে কর কর্তন সহজ করার পাশাপাশি কর ব্যবস্থাপনায় আর্থিক শৃঙ্খলা জোরদার ও কর সংক্রান্ত মামলা জট কমাতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎসে কর কর্তনের জন্য eTDS (ইলেক্ট্রনিক ট্যাক্স ডিডাকশন অ্যাট সোর্স) এর একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (https://etds.gov.bd/login) চালু করেছে। অটোমেটেড চালান বা এ-চালান ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎসে কর কর্তন, সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া ও রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে ই-টিডিএস সিস্টেম কাজ করে। এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করদাতাগণ এখন মাসিক উইথহোল্ডিং স্টেটমেন্ট, ট্যাক্স সার্টিফিকেট এবং রিটার্নসহ ১৪টি বিভিন্ন প্রতিবেদন অনলাইনে জমা দিতে পারেন। ফলে করদাতাগণের সময় ও খরচ বেঁচেছে এবং কর দেবার জন্য কোনো অফিসে যেতে হচ্ছে না। সরকারের A-Challan সিস্টেমের সাথে eTDS ইন্টিগ্রেটেড হওয়ায় বিভিন্ন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ই-পেমেন্ট এবং রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং করা যায়, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করছে। এটি সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য কর পরিশোধ প্রক্রিয়া সহজ করতে এবং আনুষ্ঠানিক কর ব্যবস্থায় অধিক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে সহায়তা করছে।

- **ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন সিস্টেম (DVS):** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ বাংলাদেশ (ICAB) এর যৌথ উদ্যোগে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন সিস্টেম (DVS) চালু করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষাকৃত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় বাধ্যতামূলকভাবে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন সিস্টেমে অনলাইনে জমা দেওয়ার বিধান করা হয়েছে। এর ফলে বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে ভুল তথ্য দেওয়ার প্রবণতা কমবে, স্বচ্ছতা, আর্থিক শৃঙ্খলা এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও, ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS) সংযুক্ত হওয়ায় এখন করদাতারা যেকোনো সময় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল ওয়ালেট থেকে কর পরিশোধ করতে পারবেন। সম্প্রতি, DVS-এর সঙ্গে বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ), ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেম এবং রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস-এর নেম ক্লিয়ারেন্স পোর্টাল সংযুক্ত করা হয়েছে।

- **বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো (BSW):** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রক্রিয়াকে সহজ এবং স্বয়ংক্রিয় করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো (BSW) শীর্ষক একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা একটি মাত্র পোর্টালের মাধ্যমে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সরকারি নথি (যেমন কাস্টমস ডিক্লারেন্স, পারমিট, সার্টিফিকেট ও লাইসেন্স) জমা দিতে পারবেন। ফলে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজতর হবে, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং সময় ও খরচ কমবে। সম্প্রতি ১৯টি রেগুলেটরি সংস্থার মধ্যে ১৩টি এই প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত হয়েছে। এই সংস্থাগুলোর আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত সকল

সার্টিফিকেট, লাইসেন্স ও পারমিট (CLPs) এখন বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো (BSW তে মাধ্যমে দাখিল করা যাচ্ছে।

- **অন্যান্য সংস্কার:** বাণিজ্য সহায়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে, এনবিআর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে: বন্ড ব্যবস্থাপনা অটোমেশন, অ্যাডভান্স রুলিং (Advance Ruling) এর বিধান চালু এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিশনারেট (Risk Management Commissionerate) প্রতিষ্ঠা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজতর করার জন্য এবং ই-কমার্স খাতসহ উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ চালানের উপর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার জন্য বর্তমানে একটি স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে ।

৩.৮.৩ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, আবার রপ্তানি পণ্য যাতে প্রতিযোগিতামূলক হয় এ বিষয়গুলো লক্ষ্য রেখে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শুল্ক বা ট্যারিফ ক্রমান্বয়ে হ্রাসের বিষয়ে পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - কাস্টমস ট্যারিফ এর মধ্যে যেসকল এইচ এস কোড বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় দাখিলকৃত Bound Rate এর বাইরে আছে, সেগুলোকে Bound Rate এর মধ্যে আনার জন্য WTO-তে বাংলাদেশের শিডিউল পর্যালোচনা এবং ট্যারিফ হার যৌক্তিকীকরণ বিষয়ে কর্মকৌশল সুপারিশ করা, Minimum Import Price পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহারের পরিকল্পনা, সম্পূরক শুল্ক (SD) ও রেগুলেটরি ডিউটি (RD) স্ট্রিমলাইন করার পরিকল্পনা, ইত্যাদি। ইতোমধ্যে ৬০টি পণ্যের ক্ষেত্রে কাস্টমস ডিউটি-কে Bound Duty সীমার মধ্যে আনা হয়েছে, আমদানি পর্যায়ে ৫০টি হেডিং এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য প্রত্যাহার করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মধ্যে ২৮২টি পণ্যের উপর আরোপিত RD প্রত্যাহার করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ২৫৩টি পণ্যের উপর আরোপিত SD প্রত্যাহার এবং আরও ১৭২টিতে আরোপিত SD হ্রাস করা হয়েছে। অবশিষ্ট সমন্বয়গুলি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কার্যকর করা হবে।

৩.৮.৪ কর-বহির্ভূত রাজস্বের সম্ভাবনা অন্বেষণ

- **NTR আয়ের নতুন উৎস অনুসন্ধান:** অনেক ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন সেবার উপর যে ফি ও চার্জ নির্ধারণ করেছে তা অত্যন্ত কম। এই হারগুলো যৌক্তিক করতে ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে একটি সার্কুলার জারি করা হয়, যাতে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব (Non-NBR Tax Revenue) সংগ্রহ ও সঠিক ব্যবস্থাপনার এবং কর-বহির্ভূত রাজস্বের (NTR) হার, ফি ও সার্ভিস চার্জ হালনাগাদ করার নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- **সরকারি কোষাগারে জমাকরণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** পূর্ববর্তী অর্থবছরের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কোড অবহিতকরণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র

পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ব্যাংক হিসাবে জমা থাকা অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- **অনলাইন NTR ডেটাবেজের উন্নয়ন:** কর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহে দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সরকার সমস্ত এনটিআর আইটেমের ফি, চার্জ বা মূল্য এবং তাদের আরোপের তারিখসহ একটি অনলাইন ডাটাবেজ স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এই ডাটাবেজটি ইতোমধ্যে ৬টি মন্ত্রণালয়ে পাইলটিং শুরু করার জন্য একটি লাইভ সার্ভারে স্থানান্তর করা হয়েছে। পাইলটিং এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ডাটাবেজ অপারেশনের জন্য উন্মুক্ত হবে। এটিকে iBAS++ এর মাধ্যমে রিয়েল টাইম ডেটার সাথে লিংক করা হবে, যাতে যৌক্তিকভাবে কর বহির্ভূত রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত সকল সেবা ও তার জন্য চার্জ/ফির নির্ধারণ করা যায়।
- **ইক্যুইটি বিনিয়োগ, লভ্যাংশ ও সুদের উৎসের রেকর্ড সংরক্ষণ:** সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইক্যুইটি ও ঋণ আকারে বিনিয়োগ করেছে। এসব বিনিয়োগের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য 'সরকারি ইক্যুইটি হিসাব ও নির্দেশিকা' হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও তদারকি উন্নয়নে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে SABRE+ (State-owned Enterprises Autonomous Bodies Budget Reporting and Evaluation System) শীর্ষক একটি প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে।

৩.৯ উপসংহার

সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমের সাফল্য নির্ভর করে বেসরকারি খাত, ব্যক্তিগত করদাতা এবং অন্যান্য অংশীদারদের সমন্বিত প্রচেষ্টার উপর। এর ফলে রাজস্ব কাঠামো আরও স্বচ্ছ, দক্ষ এবং করদাতাবান্ধব হবে, যা করদাতাদের স্বেচ্ছায় কর পরিশোধের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সরকারের রাজস্ব আদায়কারী বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি, কর অব্যাহতি প্রদান যৌক্তিকীকরণ এবং রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন এবং ইন্টিগ্রেশন রাজস্ব আহরণ বাড়াতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

৪

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮)

সরকারি ব্যয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা

অধ্যায় ৪

সরকারি ব্যয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা

সংক্ষিপ্তসার

- *সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার ফিসক্যাল কনসোলিডেশনের নীতি অবলম্বন করছে, যার অংশ হিসেবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি ব্যয়ের মোট পরিমাণ (টাকার অংকে এবং জিডিপি'র শতাংশে-উভয়ক্ষেত্রে) হ্রাস করা হয়েছে।*
- *সরকারের পরিচালন ব্যয়ের ক্ষেত্রে সুদ বাবদ ব্যয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি লক্ষণীয়। মূলত অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গৃহীত ঋণের সুদহার সম্প্রতি বেশ বেড়ে যাওয়ায় এ খাতে সরকারের ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।*
- *২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরকারের মোট উন্নয়ন বাজেট পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেলেও শিক্ষা ও প্রযুক্তি এবং পরিবহণ ও যোগাযোগের মতো দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি-সহায়ক খাতে এসময় সরকারি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।*
- *২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরকারের বাজেট ভারসাম্য পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং সার্বিক বাজেট ঘাটতির পরিমাণ এ সময় জিডিপি'র ৩.৬ শতাংশে নেমে আসবে। উল্লেখ্য, ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতির প্রকৃত হার ছিল যথাক্রমে ৪.৬ ও ৪.১ শতাংশ।*
- *সরকারের দক্ষ রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ফলস্বরূপ স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে ঋণ-জিডিপি'র অনুপাত ৩৭ শতাংশের কাছাকাছি পর্যায়ে স্থিতিশীল থাকবে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সংক্রান্ত ঝুঁকি কমাতে সরকার মধ্যমেয়াদে বাজেট ঘাটতি মেটানোর ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ঋণ গ্রহণের উপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।*

৪.১ ভূমিকা

সামষ্টিক অর্থনৈতিক নানা বাস্তবতার আলোকে সরকারের ব্যয় সংক্রান্ত নীতি স্বল্প কিংবা মধ্যমেয়াদে কীভাবে আবর্তিত হয়েছে- তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই অধ্যায়ের শুরুতে স্থান পেয়েছে। অতঃপর এতে সরকারের মোট ব্যয়, পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়- ইত্যাদির সাম্প্রতিক প্রবণতা এবং মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে তা সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি টেকসই করা এবং সমতাভিত্তিক সম্পদ বণ্টনের মতো অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলিতে কী প্রভাব রাখছে- এ বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সরকারের ব্যয় সংক্রান্ত নীতির একটি সমালোচনামূলক মূল্যায়নও প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, এতে সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ও ঋণের প্রকৃতির উপর একটি বিশদ বিশ্লেষণসহ ঘাটতি অর্থায়ন ও মধ্যমেয়াদি ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশলের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৪.২ সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত নীতি-কাঠামো

২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য সরকারের ব্যয় সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মূলত বিদ্যমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষ করে মূল্যস্ফীতির উচ্চ হার এবং তা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতিকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদহার (রেপো) ১০ শতাংশে উন্নীত করেছে, যার প্রভাবে ব্যাংকিং খাতে গড় সুদের হার প্রায় ১২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, ট্রেজারি বিল এবং বন্ডের সুদহারও বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সরকারের সুদ বাবদ ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে। এরূপ প্রেক্ষাপটে সরকার ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তার রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করেছে। আশা করা হচ্ছে যে, এরূপ বিচক্ষণ রাজস্ব নীতির ফলে সামগ্রিক চাহিদা (Aggregate Demand) নিয়ন্ত্রিত থাকবে যা মূল্যস্ফীতি ও আমদানির উপর চাপ কমাতে সাহায্য করবে। তাছাড়া, এর ফলে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ও এ বাবদ ব্যয় নিয়ন্ত্রিত থাকবে যা টেকসই রাজস্ব নীতি নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে।

বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি এবং মার্কিন ডলার ও অন্যান্য প্রধান মুদ্রার বিপরীতে টাকার বড় ধরনের অবমূল্যায়নের ফলে সাম্প্রতিক কয়েক বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে, যার প্রভাব মধ্যমেয়াদে অব্যাহত থাকবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলন এবং পরবর্তী তিন অর্থবছরের (২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮ অর্থবছর) প্রক্ষেপণ হতে দেখা যায় যে, এ সময় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার পটেনশিয়াল জিডিপি প্রবৃদ্ধির চেয়ে কম হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধির জন্য মধ্যমেয়াদে একটি Countercyclical রাজস্ব নীতি গ্রহণের কথা থাকলেও যেহেতু সরকারের অগ্রাধিকার হলো প্রথমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা, তাই অন্তত স্বল্পমেয়াদে Countercyclical রাজস্ব নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

চিত্র ৪.১ পটেনশিয়াল জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও প্রকৃত/প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির তুলনা

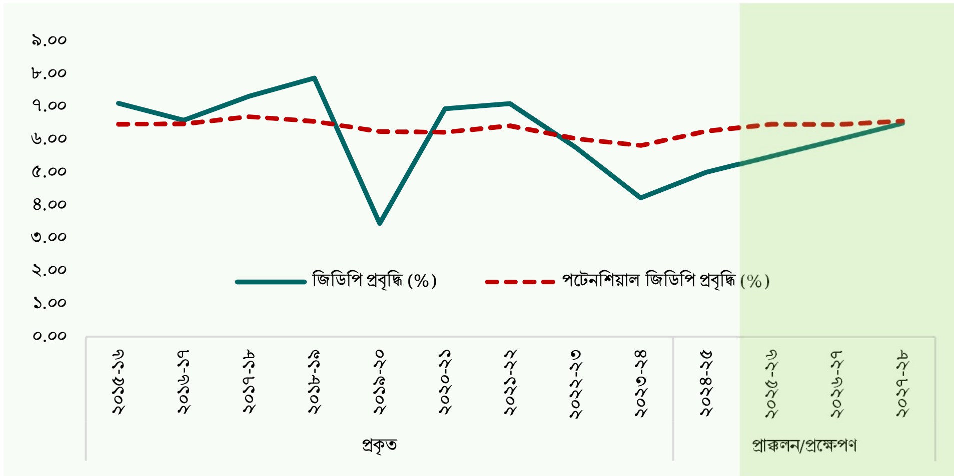

টীকা: আইএমএফের MFT টেমপ্লেট ব্যবহার করে পটেনশিয়াল জিডিপি হিসেব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে Production Function এর বিভিন্ন কম্পোনেন্টের Trend নির্ধারণের জন্য HP Filter ব্যবহার করা হয়েছে।
উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৩ সরকারি ব্যয়ের গতিধারা ও প্রক্ষেপণ

৪.৩.১ মোট সরকারি ব্যয়

মোট সরকারি ব্যয়-জিডিপি'র অনুপাতের দিক থেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া এমনকি সারা বিশ্বে সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে। দুর্বল রাজস্ব ব্যবস্থাই এর মূল কারণ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট সরকারি ব্যয় ছিল জিডিপি'র ১৩.৩ শতাংশ যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ১২.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সরকারি ব্যয়-জিডিপি'র অনুপাত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৩.২ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং মধ্যমেয়াদে তা ১২.৮ শতাংশের দিকে স্থির রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এরূপ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিশেষ করে, রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা না গেলে সরকারি ব্যয়-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে না। ফলে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার খাতসমূহে প্রয়োজনীয় সম্পদ সঞ্চালন করা সম্ভব হবে না, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির রাশ টেনে ধরতে পারে।

চিত্র ৪.২ মোট সরকারি ব্যয় (জিডিপি'র শতাংশে)

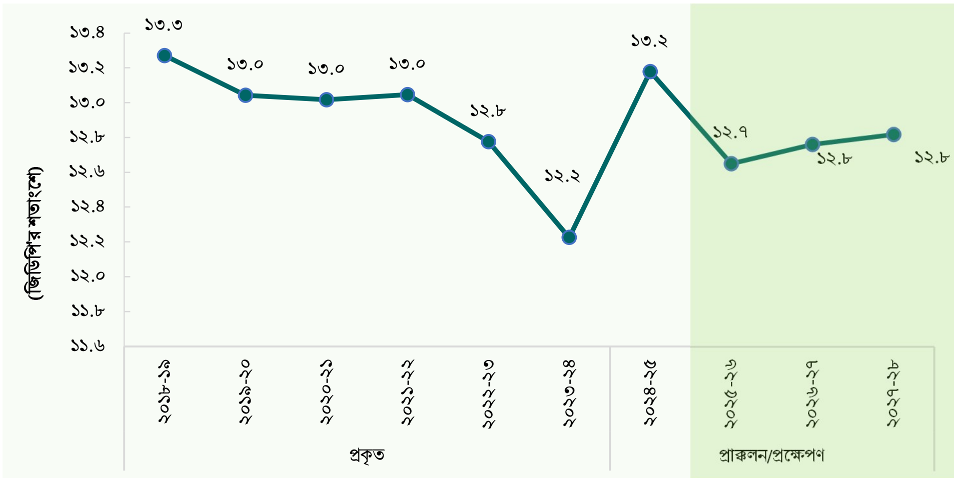

উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৩.২ আবর্তক ও মূলধন ব্যয়ের গতি-প্রকৃতি

মোট সরকারি ব্যয়ের সিংহভাগই আবর্তক ব্যয়। চিত্র ৪.৩ -এ ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ২০২৭-২৮ অর্থবছর সময়ের জন্য মোট সরকারি ব্যয়ের শতাংশে আবর্তক ও মূলধন ব্যয়ের পরিমাণ তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, গত ছয় বছরে পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা ৬৫ শতাংশে পৌঁছেছে। অপরদিকে, এসময় মূলধন ব্যয়ের হার ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিগত কয়েক বছরে পরিচালন ব্যয় দ্রুত বাড়ার পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে সরকারের সুদ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি। এ বাস্তবতা সত্ত্বেও, মূলধন ব্যয়ের হার মধ্যমেয়াদে বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এটা অনুমেয় যে, পরিচালন এবং মূলধন ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা চলতে থাকলে দীর্ঘমেয়াদে প্রবৃদ্ধি-সহায়ক অবকাঠামো এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাবে।

চিত্র ৪.৩ সরকারি ব্যয়ের প্রাথমিক বিভাজন

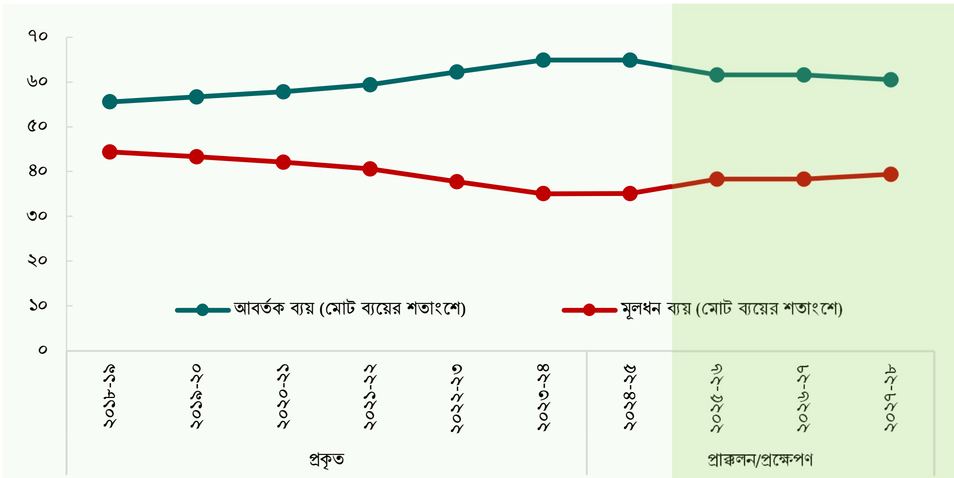

উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৩.৩ সরকারি ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ

সরকারি ব্যয়ের সবচেয়ে বড় অংশই আবর্তক ব্যয়; ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা ছিল জিডিপি'র ৭.৪ শতাংশ, যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আবর্তক ব্যয়ের মধ্যে: বেতন এবং ভাতা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ১.৭ শতাংশ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি'র ১.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ সময় পণ্য ও পরিষেবা ব্যয় জিডিপি'র ০.৮-০.৯ শতাংশের মধ্যে স্থির রয়েছে। তবে, সুদ বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে; ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ১.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে তা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপি'র ২.৩ শতাংশে পৌঁছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ পরিমাণ কিছুটা কমে ২.২ শতাংশে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যদিও মূলত অভ্যন্তরীণ সুদহার বৃদ্ধির ফলেই সরকারের মোট সুদ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এটাও ঠিক যে বৈদেশিক উৎস হতে গৃহীত ঋণের সুদ বাবদ ব্যয়ও ধীরে ধীরে বাড়ছে। বৈদেশিক ঋণের সুদব্যয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল জিডিপি'র ০.১ শতাংশ, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ০.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভর্তুকি এবং স্থানান্তরের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র ২.৯ শতাংশ, যা দ্রুত বেড়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪.১ শতাংশে পৌঁছেছে। এর ফলে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় চাপ তৈরি হচ্ছে।

সারণি ৪.১ সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন (জিডিপি'র শতাংশে)

	প্রকৃত					সংশোধিত বাজেট
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
আবর্তক ব্যয়	৭.৪	৭.৫	৭.৭	৮.০	৭.৯	৮.৬
বেতন ও ভাতাদি	১.৭	১.৭	১.৬	১.৪	১.৪	১.৪
পণ্য ও সেবা	০.৯	০.৯	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮
সুদ পরিশোধ	১.৮	২.০	২.০	২.১	২.৩	২.২
অভ্যন্তরীণ	১.৭	১.৯	১.৮	১.৮	২.০	১.৮
বৈদেশিক	০.১	০.১	০.১	০.২	০.৩	০.৪
ভর্তুকি ও স্থানান্তর ব্যয়	২.৯	২.৯	৩.৪	৩.৭	৩.৫	৪.১
থোক বরাদ্দ	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.১
খাদ্য হিসাবের স্থিতি	০.১	০.১	০.১	০.০	০.০	০.০
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৮	৪.৫	৪.৭	৪.৩	৩.৯	৩.৮
এডিপি বহির্ভূত মূলধন ও নিট ঋণ	০.৭	০.৮	০.৬	০.৫	০.৪	০.৮

উৎস: অর্থ বিভাগ

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সরকারি ব্যয়ের মোট ১৩টি খাতের মধ্যে জনপ্রশাসন খাতে বরাদ্দের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। তবে এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতের বরাদ্দেও একইরূপ হ্রাসের প্রবণতা লক্ষণীয়। অপরদিকে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রযুক্তি, পরিবহণ ও যোগাযোগ, এবং কৃষি খাতে বরাদ্দের পরিমাণ এসময় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। এদিকে, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে।

চিত্র ৪.৪ ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে খাতভিত্তিক সম্পদ সঞ্চালন

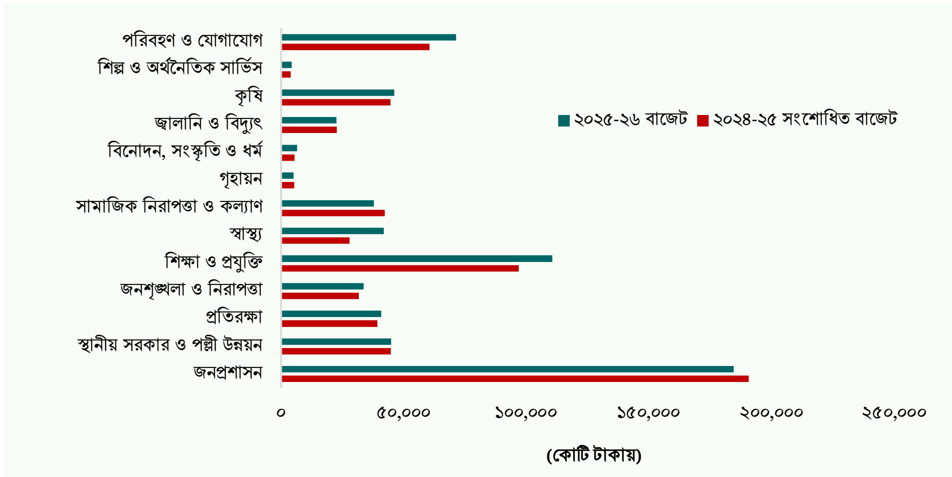

উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৪ পরিচালন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

বিগত ২০২০-২১ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৪ অর্থবছরে গড়ে পরিচালন ব্যয় ছিল জিডিপির প্রায় ৭.৭ শতাংশ। তবে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এই হার বেড়ে ৮.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও উচ্চ সুদের হার ঋণ পরিশোধের দায়কে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে, যা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে। শুধুমাত্র ২০২৩-২৪ অর্থবছরেই সুদ পরিশোধের পরিমাণ আগের অর্থবছরের তুলনায় ২৪.৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, সাম্প্রতিক এই উল্লম্ফনের পরেও মধ্যমেয়াদে পরিচালন ব্যয় জিডিপি'র অনুপাতে প্রায় ৭.৭ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চিত্র ৪.৫ পরিচালন ব্যয় (জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)

উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৪.১ বেতন ও ভাতাদি

সরকার জনগণকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং একইসাথে এই খাতের ব্যয় যৌক্তিকীকরণে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা দৃশ্যমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত কয়েক বছরে বেতন ও ভাতাদির ব্যয় জিডিপির প্রায় ১.৪ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রাক্কলন অনুযায়ী এই খাতে ব্যয় জিডিপির প্রায় ১.৩ শতাংশে নেমে আসবে।

৪.৪.২ পণ্য ও সেবা

সরকারের পণ্য ও সেবাখাতে ব্যয় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল রয়েছে যা মোট ব্যয়ের ৬.৪ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এটি সর্বোচ্চ ৬.৯ শতাংশ ছিল, যা সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতির ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৬.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। এটি রাজস্ব ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যয় ব্যবস্থাপনা যৌক্তিকীকরণে সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। তবে, ব্যয় সংকোচনের পাশাপাশি সরকার অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং সেবাখাতে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয়তা পণ্য ও সেবা সংগ্রহে পুনরায় বিনিয়োগ শুরু করেছে। ২০২৭-২৮ অর্থবছরে পণ্য ও সেবা খাতে মোট ব্যয় ৬.২ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

চিত্র ৪.৬ বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের ধরন (মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে)

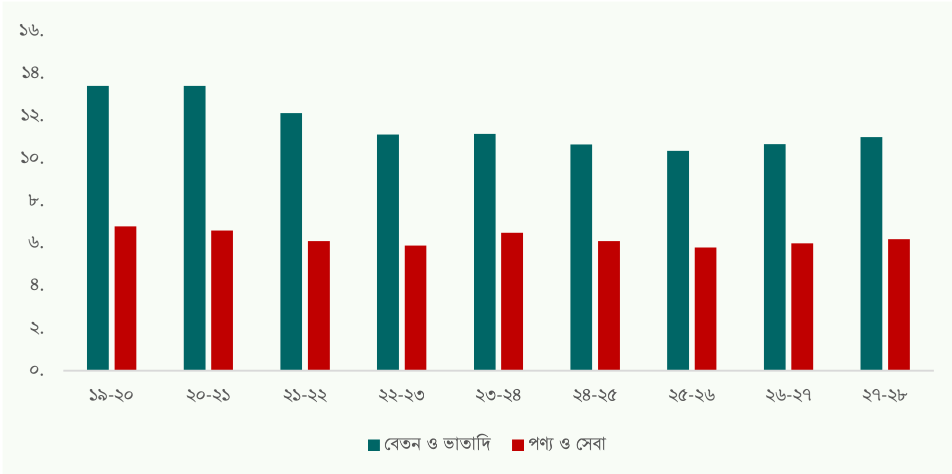

উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৪.৩ সামাজিক সুরক্ষা, ভর্তুকি ও স্থানান্তর

জনকল্যাণে অপরিহার্য ভর্তুকি অক্ষুণ্ন রাখা এবং একইসঙ্গে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করে সরকার দক্ষতা ও দূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তবে, রাজস্ব আদায় ক্রমাগতভাবে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার নিচে থাকায় ভর্তুকি ও প্রণোদনা বৃদ্ধির সুযোগ সীমিত হয়ে গিয়েছে। বিদ্যুত ও জ্বালানির মত অগ্রাধিকার খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রায় ৩৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা বলয় জোরদারকরণে কৃষিখাতে প্রস্তাবিত ভর্তুকি ধরা হয়েছে ১৭ হাজার কোটি টাকা।

সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের প্রসার সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। সেলক্ষ্যে প্রতিটি নাগরিকের ন্যূনতম মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিতকরণে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাতাভোগীর সংখ্যা ৩৪.৫০ লাখে উন্নীত করার এবং তাদের শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতার আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ানো হবে যা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির প্রতি সরকারের গুরুত্বকে নির্দেশ করে। এছাড়াও, এই অর্থবছরে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১১২.৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা সমাজের এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সারণি ৪.২ নগদ ঋণ ও ভর্তুকি (বিলিয়ন টাকা)

	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
	প্রকৃত						সংশোধিত
নগদ ঋণ							
মোট নগদ ঋণ	৩৩.৭৫ (০.৮৬)	৫৪.৪৭ (১.৩২)	২১.০৪ (০.৪৬)	৪২.৯ (০.৮৩)	২২.৩৪ (০.৩৪)	৬৩.৫৭ (১.০৩)	৯০ (১.২০)
ভর্তুকি							
খাদ্য	৬৬.৩০	৪১.৭০	৩৬.৬০	৪৬.৪১	৬৭.৭৭	৬৯.৭১	৮০.৫৯
পিডিবি	৭৯.৬৬	৭৪.৩৯	৮৯.৪৫	১১৯.৬৩	২৩০	৩৩০	৬২০
গ্যাস ও অন্যান্য	২৫.১৪	৩৫.১৬	৫২.৯৭	১১৪.৮৭	২১৩	৮২.২০	২১৭.৫০
মোট ভর্তুকি	১৭১.১০ (৪.৩৭)	১৫১.২৫ (৩.৬৬)	১৭৯.০২ (৩.৯০)	২৮০.৯১ (৫.৪২)	৫১০.৭৭ (৭.৭৩)	৪৮১.৯১ (৭.৮৮)	৯১৮.০৯ (১২.৩৩)
মোট নগদ ঋণ ও ভর্তুকি	**২০৪.৮৫** (৫.২৩) {০.৬৯}	**২০৫.৭০** (৪.৯৮) {০.৬৫}	**২০০.০৬** (৪.৩৫) {০.৫৭}	**৩২৩.৮১** (৬.২৫) {০.৮২}	**৫৩৩.১** (৮.০৭) {১.২০}	**৫৪৫.৫** (৮.৯০) {১.০৯}	**১০০৮.০৯** (১৩.৫৪) {১.৭৯}

টীকা: ( ) বন্ধনীর ভেতর মোট ব্যয়ের শতাংশে এবং { } বন্ধনীর ভেতর জিডিপি'র শতাংশে
উৎস: অর্থ বিভাগ

জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি, রপ্তানি ও প্রবাস আয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় সরকার এসব খাতে প্রণোদনা, নীতিগত সহায়তা ও কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি খাতকে সক্রিয় ও প্রতিযোগিতামূলক রাখতে রপ্তানি প্রণোদনা বাবদ ৭৮.৩ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তবে, ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সরকার ধাপে ধাপে রপ্তানি প্রণোদনা হ্রাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এটি একদিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণে সহায়তা করবে, অন্যদিকে দেশের অর্থনীতিকে আরও স্বনির্ভর ও বৈচিত্র্যময় করার পথে এগিয়ে নেবে।

সারণি ৪.৩ নগদ প্রণোদনা (বিলিয়ন টাকা)

আইটেম	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
	প্রকৃত						সংশোধিত
কৃষি	৭৩.৩৬	৭২.৫০	৭৬.৩২	১১৮.৬৪	২৬০	৮২.২০	১৭০
রপ্তানি	৪০.০০	৬০.৪৪	৫৮.৪৬	৭৮.০০	৭৮.০০	৭৪.০০	৭৮.২৫
পাটজাত পণ্য	৪.৮১	৫০.০০	৮.০০	১০.০০	১০.০০	৮.০০	১২.০০
প্রবাস আয়	–	৩০.৬০	৩৯.৭৮	৪৪.০০	৫৩.০০	৬০.০০	৬২.০০
মোট প্রণোদনা	১১৮.১৭	২১৩.৫৪	১৮২.৫৬	২৫০.৬৪	৪০১.০০	২২৪.২০	৩২২.০০
	(৩.০২)	(৫.১৬)	(৩.৯৭)	(৪.৮৪)	(৬.১০)	(৩.৬৭)	(৪.৩২)
	{০.৪০}	{০.৬৭}	{০.৫২}	{০.৬৩}	{০.৯০}	{০.৪০}	{০.৫৭}

টীকা: ( ) বন্ধনীর ভেতর মোট ব্যয়ের শতাংশে এবং { } বন্ধনীর ভেতর জিডিপি'র শতাংশে
উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৫ উন্নয়ন ব্যয়ের গতিধারা ও দৃশ্যকল্প

৪.৫.১ মোট মূলধন ব্যয়

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে মূলধন ব্যয় বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। এটি যে কোনো দেশের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সরকার মূলত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং কিছু নন-এডিপি উন্নয়ন খাতের মাধ্যমে এই ব্যয় করে থাকে। সারণি ৪.৪ পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত কয়েক বছরে মূলধন ব্যয়ের হার ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এই ব্যয় ছিল জিডিপি'র ৫.৬৫ শতাংশ, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪.২৯ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে, মধ্যমেয়াদে এই ব্যয় ধীরে ধীরে বাড়বে এবং ২০২৭-২৮ অর্থবছর নাগাদ তা জিডিপি'র ৫.০৫ শতাংশে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। সরকার আগামী বছরগুলোতে বিনিয়োগ বাড়ানোর পরিকল্পনা নিচ্ছে, যাতে দেশের উন্নয়ন চাহিদা পূরণ ও দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়।

সারণি ৪.৪ মূলধন ব্যয়ের গতিধারা ও দৃশ্যকল্প (জিডিপি'র শতাংশে)

২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮
প্রকৃত					সংশোধিত বাজেট	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
৫.৬৫	৫.৪৯	৫.৩০	৪.৮২	৪.২৯	৪.৬৩	৪.৮৫	৪.৯০	৫.০৫

উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৫.২ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) হলো সরকারের উন্নয়ন বাজেটের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ। বিগত বছরগুলোর এডিপি বাস্তবায়নের হার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২০-২১ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে এডিপি বাস্তবায়নের হার ছিল সংশোধিত বাজেটের ৭৪.৯ শতাংশ থেকে ৮৮.৬ শতাংশের মধ্যে আর জিডিপি'র শতাংশে তা ৩.৯ থেকে ৪.৮ শতাংশের মধ্যে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এডিপি ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা হয়েছে, যা সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির সাথে সরকারি ব্যয় নীতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। এছাড়া, চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বিশেষ করে বৃহৎ প্রকল্পসমূহকে পুনর্বিবেচনার আওতায় আনা হয়েছে, যাতে জনগণের করের অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এছাড়া, মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর প্রকল্প বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে প্রকল্প ব্যয়ে দক্ষতা বাড়বে, অপচয় হ্রাস পাবে এবং প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

সারণি ৪.৫ এডিপি বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় (বিলিয়ন টাকায়)

	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
বাজেট	২০২৭.২	২০৫১.৪	২২৫৩.২	২৪৬০.৭	২৬৩০.০	২৬৫০
সংশোধিত বাজেট	২০১১.৯	১৯৭৬.৪	২০৯৯.৮	২২৭৫.৭	২৪৫০.০	২১৬০
প্রকৃত ব্যয়	১৫০৭.৮	১৬০৪.০	১৮৬০.৬	১৯১৯.২	১৯৫২.৩	৬৮১.১*
প্রকৃত ব্যয় (জিডিপি'র শতাংশে)	৪.৮	৪.৫	৪.৭	৪.৩	৩.৯	১.২*
প্রকৃত ব্যয় (সংশোধিত বাজেটের শতাংশে)	৭৪.৯	৮১.২	৮৮.৬	৮৪.৩	৭৯.৭	৩১.৫*

টীকা: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাস্তবায়ন মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত।
উৎস: অর্থ বিভাগ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে খাতভিত্তিক সর্বাধিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে। এর পরেই রয়েছে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন এবং শিক্ষা, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি খাত। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের বরাদ্দে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। মধ্যমেয়াদে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের ভিত্তি তৈরি হচ্ছে। এই বিনিয়োগ শুধু জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গঠনে সহায়ক নয়, বরং উদ্ভাবনী শক্তি, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক উৎপাদনশীলতাও (Total Factor Productivity) বাড়াবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

চিত্র ৪.৭ খাতভিত্তিক উন্নয়ন ব্যয়

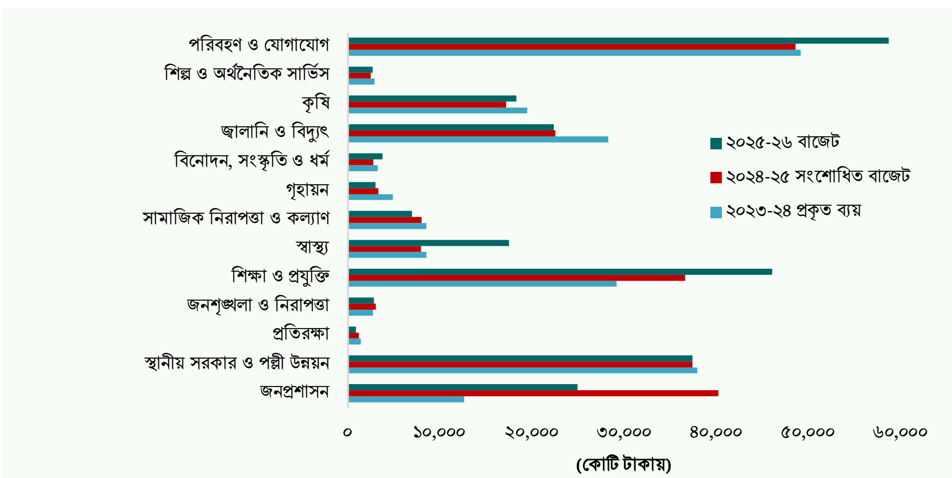

উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৬ সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত নীতির মূল্যায়ন

৪.৬.১ সরকারি ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

সরকারি ব্যয়-জিডিপি'র অনুপাত বাংলাদেশে বরাবরই কম, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজন অনুসারে রাজস্ব নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের সীমাবদ্ধতাকে নির্দেশ করে। ভারত, নেপাল কিংবা পাকিস্তানের মতো প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় বাংলাদেশে সরকারি ব্যয়ের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এর পেছনে মূল কারণ হলো- বাংলাদেশ কার্যত মোট বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখার একটি অলিখিত Fiscal Rule মেনে চলছে। যেহেতু বহু বছর ধরে মোট রাজস্ব-জিডিপি'র অনুপাত প্রায় ৮ শতাংশে স্থির রয়েছে, তাই জিডিপি'র অনুপাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণও কমিয়ে রাখা ছাড়া সরকারের কাছে আর কোনোও বিকল্প নেই। বস্তুত কর-জিডিপি'র নিম্ন হার দেশের অর্থনীতির একটি প্রধান কাঠামোগত সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এটি সরকারি ব্যয় সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বড় বাধা; তাই রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এখন সময়ের দাবি।

চিত্র ৪.৮ মোট সরকারি ব্যয়, ২০২৪

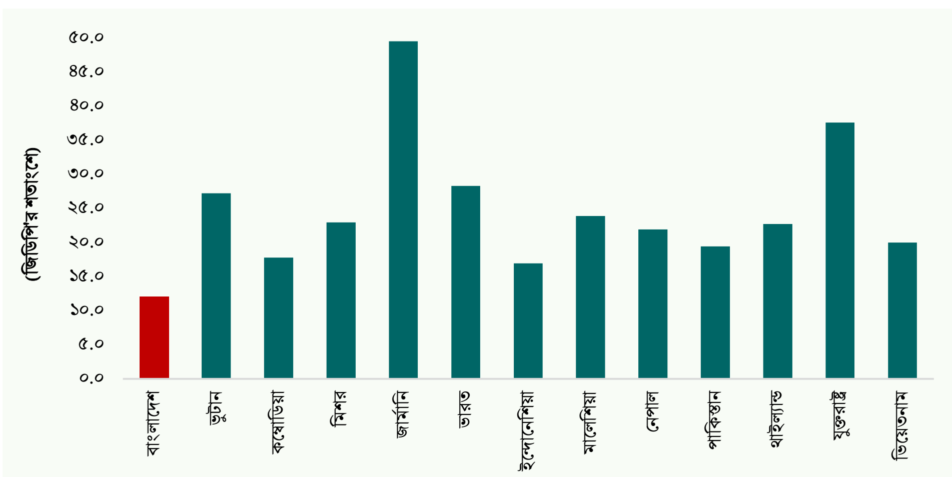

উৎস: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৫

৪.৬.২ বাজেট বরাদ্দের বছরভিত্তিক পরিবর্তন

উন্নয়নের চাকা বেগবান করতে হলে জিডিপি'র শতাংশে মোট সরকারি ব্যয়ে যে অচলায়তন তা ভাঙতে হবে। সর্বশেষ পাঁচটি অর্থবছরে (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর) সরকারি ব্যয়ের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৯.৪ শতাংশ, যা ঐ সময়ের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি (১১.২ শতাংশ) -এর চেয়ে বেশ কম। এসময় মোট বাজেট বরাদ্দের (সংশোধিত) গড় বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.১ শতাংশ এবং উন্নয়ন

বাজেটের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৮.৫ শতাংশ- যা বাংলাদেশের অর্থনীতির বিনিয়োগ চাহিদা বিবেচনায় দৃশ্যত অপর্যাপ্ত। এমনকি, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এসে পরিস্থিতির আরও অবনমন হয়েছে: এ বছর সংশোধিত উন্নয়ন বাজেট আগের অর্থবছরের তুলনায় ১৭ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে।

চিত্র ৪.৯ সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি (%)

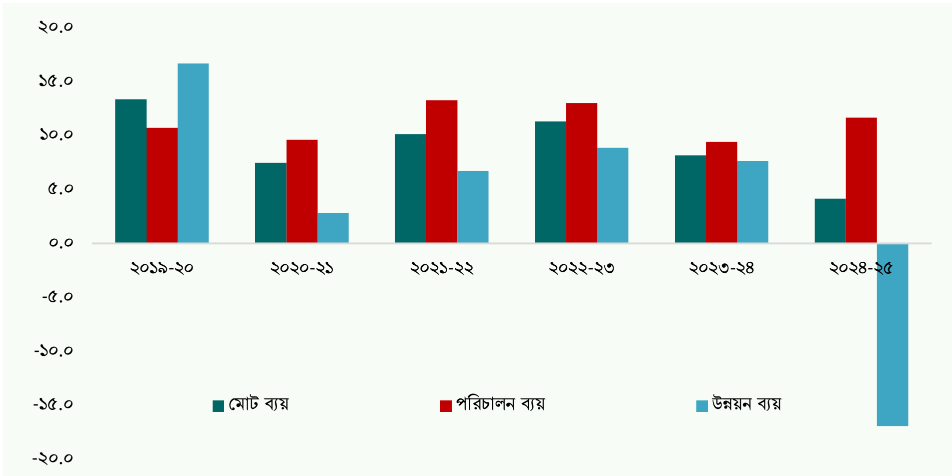

উৎস: অর্থ বিভাগ

চিত্র ৪.১০-এ খাতভিত্তিক বরাদ্দের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। সকল খাতের মধ্যে, জনপ্রশাসন এবং স্বাস্থ্য খাত নির্দিষ্ট কিছু বছরে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেক্টরভিত্তিক সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক খাতে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ২০২১-২২ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর সময়কালে ১৩টি খাতের মধ্যে কৃষি খাতে তুলনামূলকভাবে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি লক্ষণীয়।

চিত্র ৪.১০ খাতভিত্তিক ব্যয়ের বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি (%)

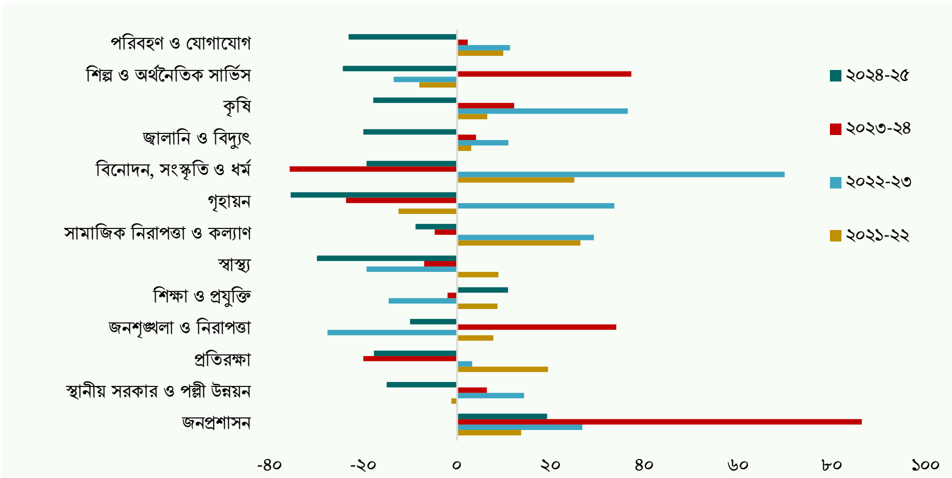

টীকা: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য সংশোধিত বাজেট, অন্যান্য অর্থবছরের জন্য প্রকৃত ব্যয়।
উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৬.৩ বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়ের তুলনা

এটি প্রায়ই সমালোচনা করা হয় যে, সরকারের বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে বেশ ব্যবধান থেকে যায়। এই ধরনের বিচ্যুতি বাজেট বরাদ্দের দক্ষতা এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। একই সাথে, এর ফলে অপ্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণসহ সরকারি ব্যয় বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। চিত্র ৪.১১ -এ ছয়টি প্রধান খাতে সংশোধিত উন্নয়ন বাজেটের তুলনায় প্রকৃত ব্যয়ের বিচ্যুতি তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, সম্মিলিতভাবে এই ছয়টি খাতে সরকারের মোট উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে। সংশোধিত বাজেটের পরিবর্তে মূল বাজেট বরাদ্দের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের তুলনা করলে এই অসঙ্গতি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ধরনের বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারের বাজেট পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে। বাজেট প্রণয়নের সময় বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা, বাজেট বাস্তবায়নের সময় প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরিসহ সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ দুর্বলতা বা চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। দৃশ্যত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত গত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে এই ব্যবধান কমিয়েছে, যা পরিকল্পনা এবং বাজেট বাস্তবায়নের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়কে নির্দেশ করে।

চিত্র ৪.১১ বাজেট বরাদ্দ হতে প্রকৃত ব্যয়ের বিচ্যুতি (%)

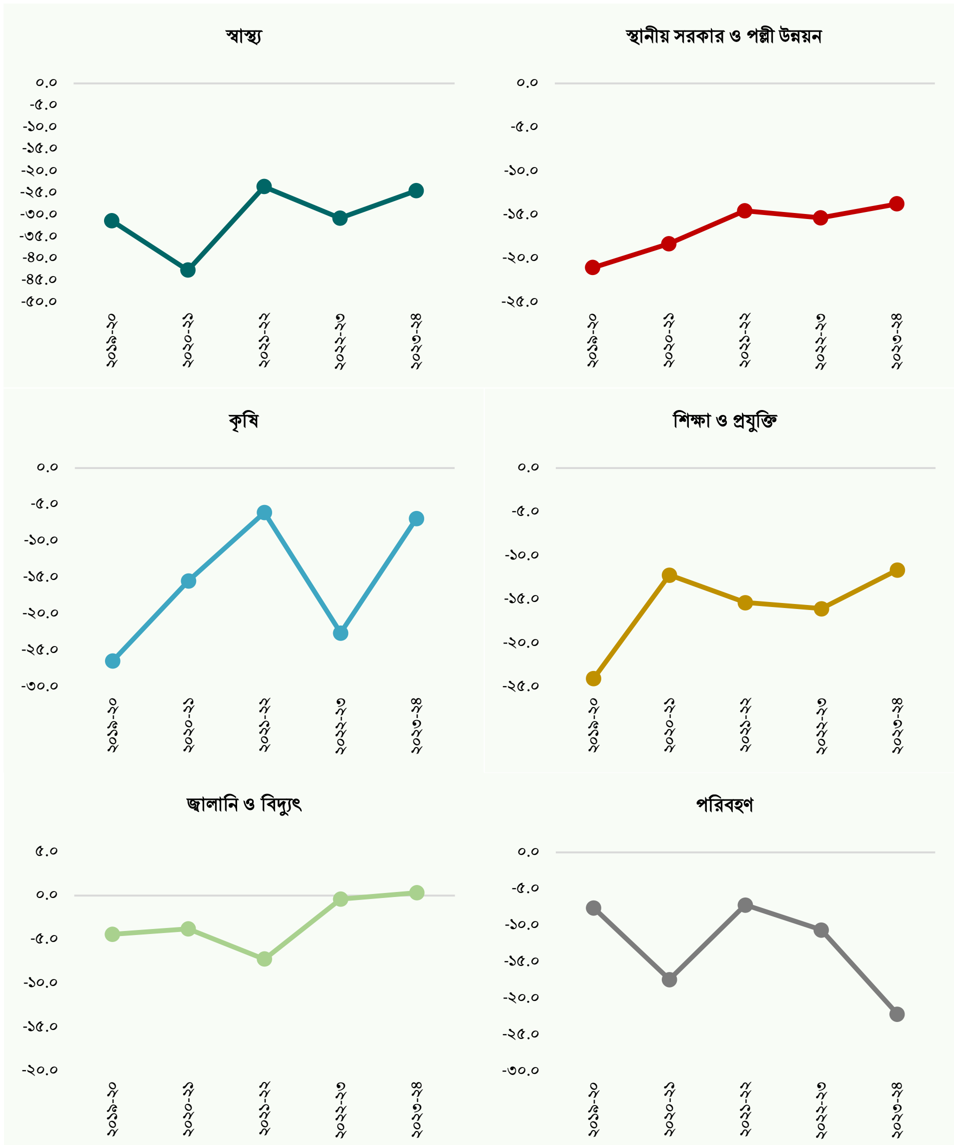

উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৬.৪ ফিসক্যাল স্ট্যান্স (Fiscal Stance)

বিগত কয়েক দশকে সরকার ধারাবাহিকভাবে ঘাটতি বাজেট বজায় রেখেছে। এ নীতি মধ্যমেয়াদেও বহাল থাকবে। সামগ্রিক বাজেট ভারসাম্য এবং প্রাথমিক বাজেট ভারসাম্য- উভয়ই ক্ষেত্রেই ঘাটতি লক্ষণীয়। দেশের অর্থনীতির চক্রাকার (Cyclical) আবর্তনের ফলে সরকারের বাজেট ব্যবস্থাপনায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে যে প্রভাব পড়ে তা বাদ দিয়ে সামগ্রিক বাজেট ভারসাম্য এবং প্রাথমিক বাজেট ভারসাম্য হিসাব করা হলেও দেখা যায় যে, বিগত দশকগুলোতে সরকার একাধারে বাজেট ঘাটতির নীতি অনুসরণ করে এসেছে। এতে সহজে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারের রাজস্ব নীতি অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে Countercyclical থাকলেও Economic Overheating এর সময়ে প্রকৃতপক্ষে তা Procyclical ই ছিল। সরকার Economic Overheating এর সময়ে সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি গ্রহণ করলে তা কতিপয় ঝুঁকি তৈরি করে, বিশেষ করে এটি অর্থনীতির সামগ্রিক চাহিদাকে আরো বাড়িয়ে দিয়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। বাংলাদেশের কর ব্যবস্থা মোটাদাগে Progressive; এতে স্বয়ংক্রিয় স্থিতিশীলকরণ বৈশিষ্ট্য (Automatic Stabilizers) বিদ্যমান। কিন্তু সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে এরূপ Automatic Stabilizer এর ঘাটতি লক্ষণীয়। সরকারের একটি শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকলেও এরূপ সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহে উপকারভোগীর নাম অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বয়ংক্রিয় নয়। সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে Automatic Stabilizer এর এরূপ অনুপস্থিতির ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর Procyclical রাজস্ব নীতির ফলাফল আরো প্রকট হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।

চিত্র ৪.১২ Cyclically Adjusted প্রাথমিক বাজেট ভারসাম্য (জিডিপি'র শতাংশে)

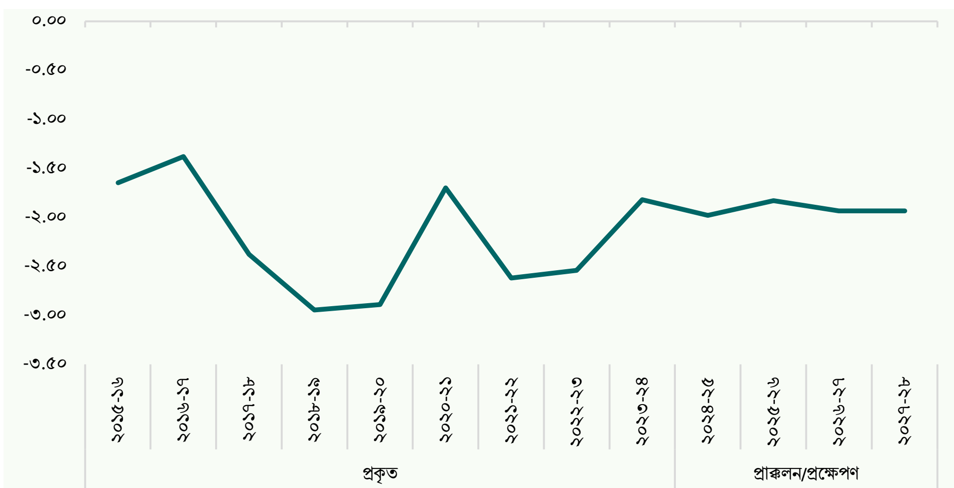

টীকা: যদি Cyclically Adjusted প্রাথমিক বাজেট ভারসাম্যের মান ঋণাত্মক হয় তবে Fiscal Stance সম্প্রসারণমূলক, শূন্য হলে নিরপেক্ষ, এবং ধনাত্মক হলে সংকোচনমূলক।
উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৬.৫ ফিসক্যাল ইমপাল্স (Fiscal Impulse)

লেখচিত্র ৪.১২ হতে দেখা যায় যে, বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশ প্রাথমিক বাজেট ঘাটতি (Cyclically Adjusted) বজায় রেখেছে, অর্থাৎ সরকার সবসময় সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি অনুসরণ করে এসেছে। তবে এ সম্প্রসারণমূলক অবস্থান (Fiscal Impulse) কখনও বেড়েছে, আবার কখনও কমেছে। চিত্র ৪.১৩ হতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। Fiscal Impulse এর ঋণাত্মক মান নির্দেশ করে যে উক্ত সময়ের রাজস্ব নীতি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম সম্প্রসারণমূলক ছিল; অপরদিকে, Fiscal Impulse এর ধনাত্নক মান এর বিপরীত অবস্থান নির্দেশ করে। উক্ত চিত্র হতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের রাজস্ব নীতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা কম সম্প্রসারণমূলক। তবে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কিছুটা বেশি সম্প্রসারণমূলক নীতি গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। সার্বিকভাবে, মধ্যমেয়াদে Fiscal Impulse তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকবে এবং রাজস্ব নীতিতে অধিকতর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

চিত্র ৪.১৩ বছরভিত্তিক Fiscal Impulse

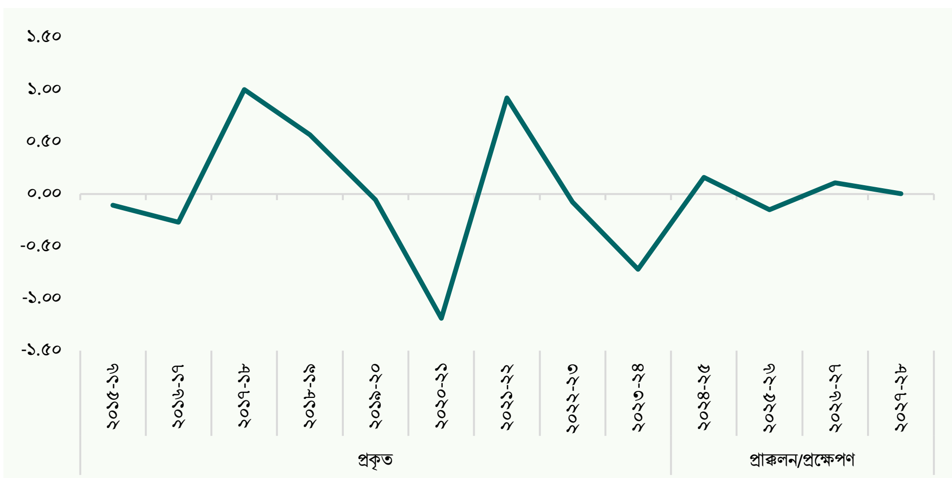

উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৭ ঘাটতি অর্থায়ন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা

২০২৬ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ঋণ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঋণের পরিমাণ এবং উন্নয়ন লক্ষ্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, কারণ এ সময়ে বাংলাদেশকে অধিক সুদ এবং কঠোর শর্তাবলি

সম্বলিত ঋণ গ্রহণ করতে হবে। এই বিষয়গুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার পাশাপাশি বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত সরকারি ব্যয় নিশ্চিত করাই হবে দক্ষ ঋণ ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত। সম্ভাব্য ঋণ সংকট এড়াতে সরকার সবসময়ই বিচক্ষণতার সাথে ঘাটতি অর্থায়ন নীতি অনুসরণ করে আসছে। এই লক্ষ্যে সরকার বাজেট ঘাটতির হার জিডিপি'র প্রায় ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে।

৪.৭.১ ঘাটতি অর্থায়ন

সরকার তার অর্থায়নের চাহিদা পূরণে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকে ২০২৭-২৮ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নীট অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ২,০২৬ বিলিয়ন টাকা যা ২০২৭-২৮ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২,৮৬১ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হতে পারে। সরকার প্রধানত ট্রেজারি বিল ও বন্ডের মাধ্যমে ব্যাংকিং উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এর পাশাপাশি, সরকারের দৈনিক নগদ অর্থের চাহিদা পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে Wage and Means Advances (WMA) এবং Overdraft (OD) এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সরকার ২০২০ সাল থেকে ইসলামিক ট্রেজারি বন্ড 'সুকুক' চালু করেছে। এছাড়াও, ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে স্বল্পমেয়াদি ইসলামি ট্রেজারি বিল চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন ছিল জিডিপি'র ২.৪২ শতাংশ যা ২০২৭-২৮ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ২.৪৯ শতাংশে উন্নীত হবে। এ লক্ষ্যে পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করা এবং বন্ড বাজারকে বিস্তৃত করা হবে। ব্যাংক বহির্ভূত খাতের মধ্যে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহ প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে এই সময়কালে ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে অর্থায়নের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার সাধারণত কম সুদের হার, দীর্ঘ গ্রেস পিরিয়ড এবং দীর্ঘ মেয়াদকালসহ নমনীয় ঋণকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। বৈদেশিক নীট অর্থায়ন জিডিপি'র অনুপাতে হ্রাস পাচ্ছে; এর পরিমাণ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১.৬২ শতাংশ থেকে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১.২৪ শতাংশে নামবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এটি ঋণের বৈদেশিক উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা কমে আসার ইঙ্গিত দেয়। অর্থায়নের খরচ ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি, সরকার তার অর্থায়নের উৎস বহুমুখীকরণের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই অর্থায়ন কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। নিচের সারণিতে অর্থায়ন পরিস্থিতি এবং তার মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি ৪.৬ ঘাটতি অর্থায়ন ২০২৩-২৪ হতে ২০২৭-২৮ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

সূচক	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮
নীট অর্থায়ন	২,০২৬ (৪.০৫)	২,৫৬০ (৪.৫৭)	২,২৬০ (৪.০)	২,২৬০ (৩.৬২)	২,৫৬৮ (৩.৭১)	২,৮৬১ (৩.৭৩)
অভ্যন্তরীণ (নীট)	১,২১১ (২.৪২)	১,৬০৯ (২.৮৭)	১,১৭০ (২.০৭)	১,২৫০ (২.০)	১,৫৯৩ (২.৩০)	১,৯১১ (২.৪৯)
বৈদেশিক (নীট)	৮০৮ (১.৬২)	৯৫০ (১.৭০)	১,০৯০ (১.৯৩)	১,০১০ (১.৬২)	৯৭৫ (১.৪১)	৯৫০ (১.২৪)
ব্যাংক	১,২৪২	১,৩৭৫	৯৯০	১,০৪০	১,৩৪৩	১,৬২৫
নন-ব্যাংক	-৩০	২৩৪	১৮০	২১০	২৫০	২৮৬
সঞ্চয়পত্র	-১৮০	১৫৪	১৪০	১২৫	১৭০	২২১
অন্যান্য	১৫০	৮০	৪০	৮৫	৮০	৬৫

টীকা: ( ) বন্ধনীর ভিতরের অংক জিডিপি'র শতাংশ নির্দেশ করে।

উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৭.২ অর্থায়ন ব্যয়

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে বৈদেশিক উৎস থেকে স্বল্প খরচে অর্থায়নের সুবিধা ভোগ করে এসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ নমনীয় (Concessional), আংশিক-নমনীয় (Semi-concessional) এবং বাজারভিত্তিক হারে (Market Rates) বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করছে। সরকারের সুদ পরিশোধ সংক্রান্ত পূর্বাভাসে দেখা যাচ্ছে, আগামী বছরগুলোতে সুদ ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যেখানে সুদ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ১,১৪৭ বিলিয়ন টাকা, তা ২০২৭-২৮ অর্থবছরে বেড়ে ১,৫২৫ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছাতে পারে। তবে মোট বাজেটের অনুপাতে সুদ পরিশোধের অংশ কিছুটা ওঠানামা করবে বলে প্রত্যাশিত। এটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১৮.৭৫ শতাংশ থেকে কমে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১৫.৫১ শতাংশ হতে পারে।

মোট সুদ ব্যয়ের সিংহভাগই অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ পরিশোধ। অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ পরিশোধ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৯৯৬ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১,২৫৪ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু মোট বাজেটের অনুপাতে অভ্যন্তরীণ সুদ পরিশোধের হার ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৬.২৯ শতাংশ থেকে কমে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১২.৭৫ শতাংশে হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যদিও বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ মোট সুদ ব্যয়ের তুলনায় কম, তবে এটি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৫১ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ২৭১ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হতে পারে। মোট বাজেটের অনুপাতে বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ২.৪৭ শতাংশ যা ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ২.৭৬ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধের কার্যকর ব্যবস্থাপনা শুধু আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যই

নয়; বরং এটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রক্ষা, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা, আন্তর্জাতিক ঋণমান বজায় রাখা এবং ভবিষ্যতের উন্নয়ন সম্ভাবনা সুরক্ষিত রাখার জন্য অপরিহার্য। সম্প্রতি বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধে বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণে (টাকার অংকে ও মোট সুদবাবদ ব্যয়ের শতাংশে) যে বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা এই বিষয়টির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে।

সারণি ৪.৭ সুদ পরিশোধ ২০২৩-২৪ হতে ২০২৭-২৮ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

সূচক	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপন	
	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮
মোট	১,১৪৭	১,১৩০	১,২১৫	১,২২০	১,৩৬২	১,৫২৫
	(১৮.৭৫)	(১৪.১৮)	(১৬.৩৩)	(১৫.৪৪)	(১৫.৪৩)	(১৫.৫১)
অভ্যন্তরীণ	৯৯৬	৯৩০	৯৯৫	১,০০০	১,১২০	১,২৫৪
	(১৬.২৯)	(১১.৬৭)	(১৩.৩৭)	(১২.৬৬)	(১২.৬৯)	(১২.৭৫)
বৈদেশিক	১৫১	২০৫	২২০	২২০	২৪২	২৭১
	(২.৪৭)	(২.৫৭)	(২.৯৬)	(২.৭৮)	(২.৭৪)	(২.৭৬)

টীকা: ( ) বন্ধনীর ভিতরের অংক মোট ব্যয়ের শতাংশ নির্দেশ করে।

উৎস: অর্থ বিভাগ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ঋণের উপর অন্তর্নিহিত সুদের হার (Implicit Interest Rate) ছিল ৯.৮৫ শতাংশ। এই উচ্চ সুদহার মূলত উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং কঠোর মুদ্রানীতি দ্বারা প্রভাবিত। তবে, মধ্যমেয়াদে মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সুদহার এবং অভ্যন্তরীণ সুদের হার উভয়ই কমতে পারে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ঋণের উপর অন্তর্নিহিত সুদের হার হ্রাস পেয়ে ৭.৯০ শতাংশে নেমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বৈদেশিক ঋণের উপর অন্তর্নিহিত সুদের হার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ২.৩৪ শতাংশে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই বৃদ্ধির জন্য ফ্লোটিং ও আংশিক-নমনীয় হারে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধিকে কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ ঋণের সুদ ফিক্সড রেটের তুলনায় বাজারভিত্তিক হারের ওঠানামার প্রতি বেশি সংবেদনশীল। মোট অন্তর্নিহিত সুদের হার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৬.৫৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৫.৫৫ শতাংশে নামবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চিত্র ৪.১৪ অন্তর্নিহিত সুদের হার

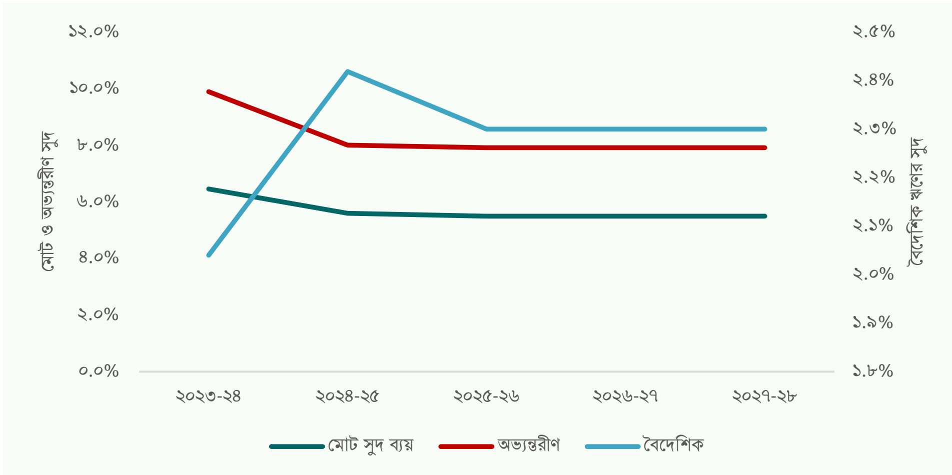

উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৭.৩ অর্থায়ন কৌশল

বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধি সহায়ক খাতে ঋণ গ্রহণকে অগ্রাধিকার দিলেও এটি মুদ্রার বিনিময় হার ঝুঁকি, ব্যয়বহুল অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার চাপের মুখোমুখি হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আহরণ আশানুরূপ না হওয়ায় সরকারের উপর অর্থায়নের চাপ থাকছে। অন্যদিকে, উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য দেশজুড়ে বিস্তৃত ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো তৈরির প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে, সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে একটি মধ্যমেয়াদি ঘাটতি অর্থায়ন কৌশল অনুসরণ করছে। ঘাটতি অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস হিসেবে ট্রেজারি বন্ড ও বিল এবং জাতীয় সঞ্চয় স্কিম প্রধান ভূমিকা পালন করছে। বৈদেশিক উৎসসমূহের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নমনীয় ও অ-নমনীয় ঋণ উল্লেখযোগ্য।

মধ্যমেয়াদে কোনো উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করা হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সরকার ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য একটি মধ্যমেয়াদি ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল (MTDS) প্রণয়ন ও অনুমোদন করেছে। মধ্যমেয়াদে অর্থায়নের মিশ্রণ মূলত এই MTDS অনুসরণ করে করা হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে পছন্দের কৌশল হলো কৌশল-৩, যেখানে ট্রেজারি বিলের তুলনায় ট্রেজারি বন্ড বেশি ইস্যুর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে সরকার বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি কমাতে অভ্যন্তরীণ ঋণ বাজারকে বিস্তৃত করতে চায়। তবে আর্থিক বাজারে তারল্য সংকট থাকায় এই কৌশল বাস্তবায়নে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকবে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য আনতে সরকার অভ্যন্তরীণ ঋণ বাজারে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের চেষ্টা করবে। এছাড়াও, জানুয়ারি ২০২৫ হতে সরকার জাতীয়

সঞ্চয় স্কিমের সুদের হার বাজারমুখি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এখন জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের সুদের হার সরকারি বন্ড (যেমন ৫ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড) -এর সুদের হারের সঙ্গে সংযুক্ত, যা বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী সমন্বয় হবে। এর ফলে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহ ও বাজারভিত্তিক হারের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য হ্রাস পাবে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন কৌশল একটি গতিশীল কাঠামো, যা দেশের উন্নয়ন প্রয়োজনীয়তা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণে পরিবর্তিত হয়। এটি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের মধ্যে ভারসাম্য, স্থানীয় পুঁজিবাজারের বিকাশ এবং দক্ষ ঋণ ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দেয়, যার মাধ্যমে দেশের কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করা যায়।

৪.৭.৪ ঋণ প্রোফাইল

২০২৩-২৪ অর্থবছরের শেষে মোট সরকারি ঋণের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র ৩৭.৬২ শতাংশ, যার মধ্যে ২১.৫২ শতাংশ এসেছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এবং ১৬.১০ শতাংশ বৈদেশিক উৎস থেকে। ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণের সিংহভাগ (৫৮ শতাংশ) এসেছে ব্যাংকিং খাত থেকে, এরপর রয়েছে জাতীয় সঞ্চয় স্কিম যার অবদান ৩৪ শতাংশ। অন্যদিকে, বৈদেশিক ঋণের মধ্যে সর্বোচ্চ পাওয়া গিয়েছে International Development Agency (IDA) হতে, এরপর আছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এবং জাপান। ২০১৪-১৫ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে অভ্যন্তরীণ ঋণ জিডিপি'র অনুপাত ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে; এ সময় ঋণ জিডিপি'র অনুপাত ১৫.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২১.৫২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

চিত্র ৪.১৫ ঋণ জিডিপি'র অনুপাত

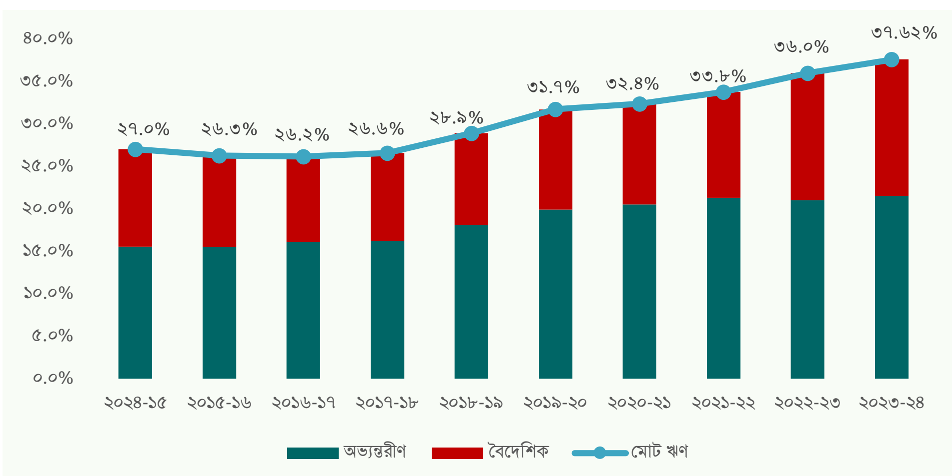

উৎস: অর্থ বিভাগ

অন্যদিকে, বৈদেশিক ঋণ জিডিপি'র অনুপাত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ১১.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৬.১০ শতাংশে পৌঁছেছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে এটি জিডিপি'র ১৫.৭৪ শতাংশ হবে। যদিও বাংলাদেশের ঋণ-জিডিপি অনুপাত বর্তমানে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) নির্ধারিত নিরাপদ সীমার মধ্যে রয়েছে, তবে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক শৃঙ্খলা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এক্ষেত্রে নিবিড় মনিটরিং ও সময়োপযোগী সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক। একটি স্থিতিশীল এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি নিশ্চিত করার পথে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম রাজস্ব সংগ্রহ এবং ক্রমবর্ধমান ঋণ পরিশোধ ব্যয়- বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

৪.৭.৫ ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ

মধ্যমেয়াদে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ জিডিপি'র অনুপাতে স্থিতিশীল থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২৭-২৮ অর্থবছরের শেষে মোট ঋণ জিডিপি'র ৩৭.৭২ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঋণ হতে পারে জিডিপি'র ২১.৯৮ শতাংশ এবং বৈদেশিক ঋণ হতে পারে ১৫.৭৪ শতাংশ। বিগত বছরগুলোর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের বণ্টন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ নেওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। এর ফলে বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে অনুদান এবং নমনীয় ঋণ (কম সুদের হার, দীর্ঘ পরিশোধকাল) পাওয়ার সুবিধাদি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশকে তুলনামূলক উচ্চ সুদের হার ও স্বল্পমেয়াদী বাণিজ্যিক ঋণের ওপর আরও বেশি নির্ভর করতে হতে পারে, যার ফলে ঋণ পরিশোধ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। এ সময় বাংলাদেশের ঋণ পরিস্থিতির মধ্যমেয়াদি চিত্র অনেকটাই নির্ভর করবে সরকারের গৃহীত কার্যকর কৌশলগুলোর বাস্তবায়নের উপর। যদি রাজস্ব আহরণ, রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ এবং ঋণ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর সংস্কার না আনা যায়, তাহলে ঋণের স্থিতি এবং এ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে। তবে, মধ্যমেয়াদি ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল সফলভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশ এই উত্তরণের পথ দক্ষতার সাথে অতিক্রম করতে পারবে এবং উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থানের সুফল গ্রহণের পাশাপাশি একটি টেকসই ঋণ পরিস্থিতি বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

সারণি ৪.৮ ঋণ স্থিতি ২০২৩-২৪ হতে ২০২৭-২৮ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

সূচক	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২৩-২৪	২৪-২৫	২৪-২৫	২৫-২৬	২৬-২৭	২৭-২৮
মোট ঋণ	১৮,৮১৯	২২,০৩৯	২১,১১৯	২৩,৪২০	২৬,০৩২	২৮,৯৩৮
	(৩৭.৬২)	(৩৯.৩৭)	(৩৭.৪১)	(৩৭.৫০)	(৩৭.৬৩)	(৩৭.৭২)
অভ্যন্তরীণ	১০,৭৬৭	১২,৯৪৬	১১,৯৭৭	১৩,২৬৮	১৪,৯০৫	১৬,৮৬২
	(২১.৫২)	(২৩.১৩)	(২১.২২)	(২১.২৫)	(২১.৫৫)	(২১.৯৮)
	{৫৭.২১}	{৫৮.৭৪}	{৫৬.৭১}	{৫৬.৬৫)	{৫৭.২৬}	{৫৮.২৭}
বৈদেশিক	৮,০৫২	৯,০৯২	৯,১৪২	১০,১৫২	১১,১২৭	১২,০৭৭
	(১৬.১০)	(১৬.২৪)	(১৬.১৯)	(১৬.২৬)	(১৬.০৯)	(১৫.৭৪)
	{৪২.৭৯}	{৪১.২৫}	{৪৩.২৯}	{৪৩.৩৫}	{৪২.৭৪}	{৪১.৭৩)

টীকা: ( ) বন্ধনীর ভেতরে জিডিপি'র শতাংশে এবং { } বন্ধনীর ভেতরে মোট ঋণের শতাংশে

উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৭.৬ ঋণ ধারণ সক্ষমতা যাচাই

ঋণ-জিডিপি অনুপাত এখনও সহনীয় পর্যায়ে থাকলেও তা ধীরে ধীরে বাড়ছে। অর্থ বিভাগ ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্রথম Debt Sustainability Analysis বা DSA প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনে ঋণের পরিমাণ, পরিশোধ ব্যয়, অর্থনৈতিক সূচক, ঝুঁকিসমূহ এবং ঋণ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিশ্লেষণ করে ঋণের টেকসই মাত্রা ও ঝুঁকি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখনও বৈদেশিক ও সামগ্রিক ঋণঝুঁকির ক্ষেত্রে "নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ" অবস্থানে রয়েছে। এটি আগস্ট, ২০২৪-এ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) ও বিশ্বব্যাংক (WB) কর্তৃক প্রকাশিত DSA প্রতিবেদনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বৈদেশিক ও সামগ্রিক ঋণের অধিকাংশ সূচক নির্ধারিত সীমার নিচে থাকলেও বৈদেশিক ঋণ-রপ্তানি অনুপাত ১৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যার উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে মধ্যমেয়াদে ঋণ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারের ঋণ এখনো টেকসই পর্যায়ে থাকলেও তা বহিঃশক ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট চাপের কারণে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং রপ্তানির তুলনায় এর মূলধন ও সুদ পরিশোধের চাপ আগামী দিনে বৈদেশিক ঋণের স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে, আগাম ও কার্যকর ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক খাতের সংস্কার অত্যন্ত জরুরি। সরকার আগামী ৩০ জুন ২০২৫ -এর মধ্যে হালনাগাদ তথ্য ব্যবহার করে আরও একটি DSA প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা সরকারি অর্থ ব্যবহার ও ঋণ ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে।

৪.৭.৭ বৈদেশিক ঋণের পরিশোধসূচি

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকার বৈদেশিক ঋণের আসল বাবদ পরিশোধ করেছে ২.০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই পরিশোধের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ঋণের আসল পরিশোধের পরিমাণ ৩.৩৪ বিলিয়ন

মার্কিন ডলারে পৌঁছাতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মেয়াদপূর্তি, মুদ্রার অবমূল্যায়ন এবং কিছু ঋণের গ্রেস পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে আগামী বছরগুলোতে ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়বে। মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশের টাকার অবমূল্যায়নের ফলে টাকার অংকে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। কারণ, একই পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধ করতে এখন আরও বেশি টাকার প্রয়োজন হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টাকার মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে অবনমন হয়েছে, যা এই সমস্যাকে আরও তীব্রতর করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং বর্তমান তারল্য সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য ঋণ পরিশোধের কার্যকর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। যদিও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে, সরকারের অর্থায়নের উৎস বৈচিত্র্যময় করা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালীকরণে গৃহীত নানা উদ্যোগের ফলে এটি সহনীয় সীমার মধ্যেই থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

চিত্র ৪.১৬ বৈদেশিক ঋণের পরিশোধ সূচি

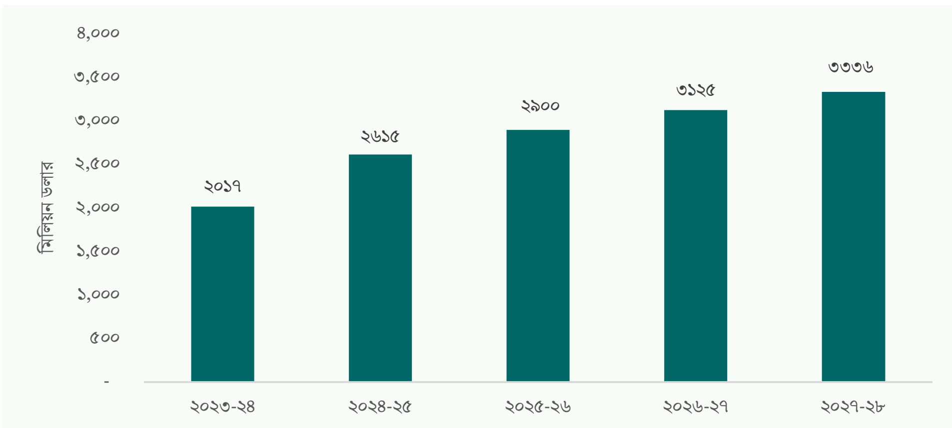

উৎস: অর্থ বিভাগ

৪.৭.৮ বৈদেশিক ঋণের কারেন্সি মিক্স

বৈদেশিক ঋণের মুদ্রার মিশ্রণ (Currency Mix) সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়, কারণ বিনিময় হার পরিবর্তনের ফলে ঋণ পরিশোধের ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। চিত্র ৪.১৭ -এ এসডিআর-এর বাস্কেট কারেন্সিতে যে পাঁচটি মুদ্রা রয়েছে, তাদের অনুপাত অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় সরকারের বৈদেশিক ঋণের পোর্টফোলিও উপস্থাপন করা হয়েছে। বৈদেশিক ঋণের বড় একটি অংশ মার্কিন ডলারে সঞ্চিত আছে, যা মোট বৈদেশিক ঋণের প্রায় ৫৩ শতাংশ। জাপানিজ ইয়েনে ২২ শতাংশ, ইউরোতে ১৪ শতাংশ, চীনা ইউয়ানে ৭ শতাংশ এবং অন্যান্য মুদ্রায় ৪ শতাংশ বৈদেশিক ঋণ রয়েছে। বৈশ্বিক প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই মুদ্রা কাঠামো প্রণীত হয়েছে। বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে বিনিময় হারের প্রতিকূল পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিভিন্ন মুদ্রার বিপরীতে হেজিং (Hedging)-এর মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করার পরিকল্পনা করছে।

চিত্র ৪.১৭ বৈদেশিক মুদ্রার মিশ্রণ

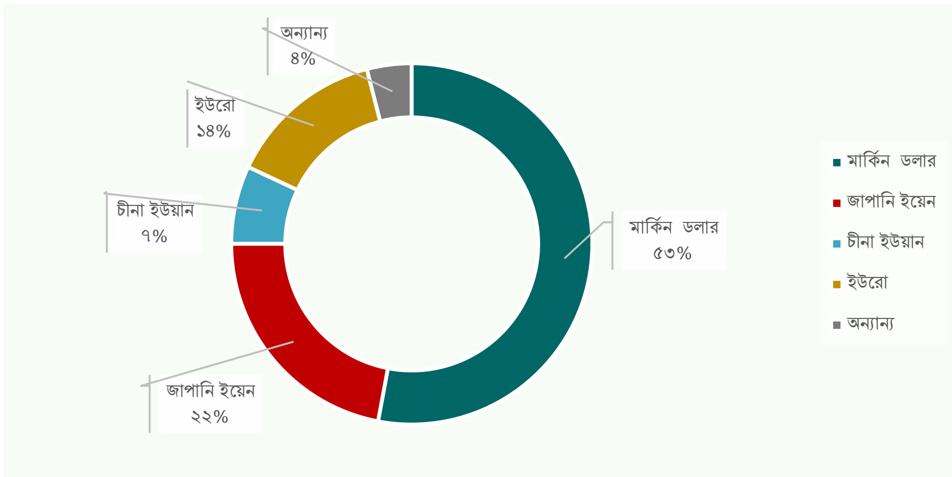

উৎস: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৪.৭.৯ প্রচ্ছন্ন ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের দায়

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির স্থিতি ছিল ১,১৮৮.৯৩ বিলিয়ন টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে ৮৪.৯৬ বিলিয়ন টাকা সমমূল্যের নতুন রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি প্রদান করেছে। এই গ্যারান্টিসমূহ মূলত বাংলাদেশ বিমান, বিদ্যুৎ, সার এবং টিসিবি'র মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রদান করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে সরকার বিদ্যমান গ্যারান্টি সংক্রান্ত নির্দেশিকা সংশোধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যাতে গ্যারান্টি প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর করা যায় এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি হ্রাস করা যায়। ২০২৪ সালের জুনের শেষ নাগাদ, বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের মোট দায় ছিল ৬,৩৩৪.০৩ বিলিয়ন টাকা, যা দেশের জিডিপি'র ১২.৬৬ শতাংশ। এটি ২০২৩ সালের জুন মাসের তুলনায় ৮ শতাংশ বেশি। সরকারের জন্য তার প্রচ্ছন্ন দায় (Contingent Liabilities) কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই দায়সমূহ পরিশোধের প্রয়োজন হলে তা সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে এবং সরকারি ঋণ ও বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। এই ধরনের ঝুঁকিগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়ন ও পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং নিয়মিত মনিটরিং করা সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য।

৪.৮ উপসংহার

সরকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির সাথে রাজস্ব নীতির সমন্বয় সাধন করছে। এ লক্ষ্যে, কম অগ্রাধিকারসম্পন্ন প্রকল্পসমূহের পুনর্মূল্যায়ন এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে সরকারি অর্থ ব্যয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যয় যৌক্তিকীকরণে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই নীতিগত সমন্বয়ের ফলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সরকারি ব্যয় আগের অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। রাজস্ব নীতির এরূপ সুসংহত প্রয়োগের ফলে প্রাথমিক এবং সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি হ্রাস পাবে এবং স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদে জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে সরকারি ঋণের পরিমাণ সীমিত থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

৫

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮)

আর্থিক ঝুঁকি বিবৃতি

অধ্যায় ৫
আর্থিক ঝুঁকি বিবৃতি

সংক্ষিপ্তসার-

- *আর্থিক ঝুঁকি বিশ্লেষণে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঋণাত্মক অভিঘাত বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।*
- *বিশ্লেষণে দেখা যায় মুদ্রা বিনিময় হারের অভিঘাতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যেতে পারে এবং অন্যদিকে রপ্তানি'র ঋণাত্মক অভিঘাতে তা কমে যেতে পারে।*
- *নীতি সুদ হারের আকস্মিক বৃদ্ধির ফলে সরকারি ঋণ ও ব্যয় উভয়ই বাড়তে পারে।*
- *পর্যালোচনায় দেখা যায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো মধ্যমেয়াদে মাঝারি মাত্রার ঝুঁকিতে রয়েছে।*
- *বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে, মানুষের ভোগ ব্যয় কমে যেতে পারে এবং সরকারের বাজেট ঘাটতি বাড়তে পারে।*

৫.১ ভূমিকা

আর্থিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ সরকারকে সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলায় আগাম নীতিগত পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করে। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (এমটিএমপিএস)-তে উপস্থাপিত আর্থিক ঝুঁকি বিশ্লেষণের ধারাবাহিকতায় তৃতীয় বারের মতো আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) কর্তৃক উদ্ভাবিত ফিস্কাল রিস্ক বিশ্লেষণের মডেল ব্যবহার করা হয়েছে। সারণি ৫.১-এ সরকারের আর্থিক ঝুঁকি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৫.১ আর্থিক ঝুঁকি কাঠামো

ঝুঁকির ধরন	ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি
সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, মুদ্রা বিনিময় হার, সুদের হার, সরকারি ব্যয়, বাজেট ঘাটতি, সরকারি ঋণ এবং রপ্তানি।
প্রচ্ছন্ন ও সঞ্চিত দায়	রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান (এসওই) সম্পর্কিত ঝুঁকি ও সার্বভৌম গ্যারান্টি
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি	মধ্যমেয়াদে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি (যেমন-বন্যা)

উৎস: অর্থ বিভাগ

৫.২ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি মূল্যায়নে অর্থনীতির চারটি প্রধান খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ চারটি খাত হলো: প্রকৃত খাত, আর্থিক খাত, মুদ্রা খাত এবং বহিঃখাত। বাংলাদেশের আর্থিক খাতে ঝুঁকি বিশ্লেষণে মূল ভ্যারিয়েবল হিসেবে মূল্যস্ফীতি, মুদ্রাবিনিময় হার, সুদের হার এবং রপ্তানিকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। অর্থনীতির অভিঘাত সহনশীলতার সক্ষমতা বোঝার জন্য এসকল ভ্যারিয়েবল ঘিরে আর্থিক ঝুঁকি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Scenario Analysis) করা হয়েছে।

৫.৩ বেইজলাইন সামষ্টিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাস

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য প্রথমে একটি বেইজলাইন প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করা হয়, যা আইএমএফ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ফিন্যান্সিয়াল প্রোগ্রামিং অ্যান্ড পলিসি (এফপিপি) ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় Macroeconomic Framework Foundations Tool (MFT) ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। এফপিপি ফ্রেমওয়ার্কে তিন ধরনের তথ্য উপাত্ত ইনপুট হিসেবে দেয়া হয়, এগুলো হলো- সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভ্যারিয়েবলগুলোর অতীত প্রবণতা, চলতি অর্থবছরের তথ্য উপাত্ত এবং সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগত তথ্য। ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিকভাবে প্রকৃত সংখ্যা দিয়ে মডেলটি তৈরি করা হয়েছে। অতঃপর, চলতি অর্থবছরের সাম্প্রতিক তথ্য সংযুক্ত করে পূর্বাভাসকে আরও সুদৃঢ় করা হয়েছে। এ পূর্বাভাস তৈরির জন্য মডেলের নিজস্ব প্রক্ষেপণের সঙ্গে সরকারের পরিকল্পনামূলক তথ্য একত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। এই বেইজলাইন মডেলটি ব্যবহার করে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে রাজস্ব আয়, সরকারি ব্যয় ও বাজেট ঘাটতির মতো মূল আর্থিক ভ্যারিয়েবলগুলোর উপর কী প্রভাব পড়তে পারে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বক্স ৫.১: ফিন্যান্সিয়াল প্রোগ্রামিং অ্যান্ড পলিসি (এফপিপি)

এফপিপি একটি সহজীকৃত ও সমন্বিত অর্থনৈতিক মডেলিং ফ্রেমওয়ার্ক, যা আর্থিক পূর্বাভাস তৈরির এবং অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এফপিপি মডেলিং ব্যবহার করে Macroeconomic Framework Foundations Tool (MFT) তৈরি করা হয়েছে যা অর্থ বিভাগ আর্থিক নীতি বিশ্লেষণে ব্যবহার করে থাকে। সামষ্টিক অর্থনীতি বিশ্লেষণে ব্যবহৃত মূল চারটি খাত ভিত্তিক সাধারন কাঠামো বজায় রেখে এটিকে আকার ও ব্যপ্তির দিক থেকে আরও সহজ করে তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশের নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী এই টুলটিকে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে নেওয়া হয়েছে।

৫.৪ সামষ্টিক অর্থনীতির সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

সামষ্টিক অর্থনীতির সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করার জন্য ২০১৬ থেকে ২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সময়কার উপাত্ত এবং ২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন অনুমান ও মডেল প্যারামিটারের ভিত্তিতে MFT এর সাহায্যে ২০২৫ থেকে ২০২৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকগুলোর একটি বেইজলাইন প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত বেজলাইনকে ভিত্তিক ধরে মূল্যস্ফীতি, নীতি সুদের হার, মুদ্রা বিনিময় হার এবং পণ্য ও সেবার রপ্তানির উপর ২০২৫ অর্থবছরে অভিঘাত (Shock) প্রয়োগ করা হয়েছে। এ অভিঘাতের ফলাফল পূর্বে তৈরিকৃত বেইজলাইন প্রক্ষেপণের সাথে তুলনা করা হয়েছে যাতে বোঝা যায় অর্থনীতির উপর এর প্রভাব কতটা পড়ছে। ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৩-২৪-এর সময়কার প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে হিসাব করা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দ্বারা প্রতিটি অভিঘাতের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মডেলে ব্যবহৃত অভিঘাতগুলোর বিবরণ নিচের ছকে উপস্থাপন করা হয়েছে (সারণি ৫.২)।

সারণি ৫.২ অভিঘাত সমূহের বিবরণ

ভ্যারিয়েবল সমূহ (প্রবৃদ্ধির হার %)	এক স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (%)	দুই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (%)
মূল্যস্ফীতি	১.২৮	২.৫৬
নীতি সুদ হার	১.১৯	২.৩৮
মুদ্রা বিনিময় হার	৫.৪৪	১০.৮৯
রপ্তানি (পণ্য ও সেবা)	১৪.৫৩	২৯.০৬

উৎস: অর্থ বিভাগ

৫.৪.১ মূল্যস্ফীতি জনিত অভিঘাত

বেইজলাইন মডেলে মূল্যস্ফীতির অভিঘাত প্রয়োগ করা হলে দেখা যায় যে, সরকারি ব্যয় (নমিনাল পরিমাপে) মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণের তুলনায় কম হয়েছে। ২০২৫ অর্থবছর থেকে শুরু করে পরবর্তী বছরগুলোতে, জিডিপির তুলনায় সরকারি ব্যয় এক এবং দুই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন উভয় অভিঘাতের ক্ষেত্রেই হ্রাস পেয়েছে (চিত্র ৫.১)। এ প্রবণতা ২০২৫ অর্থবছরের অভিঘাত পরবর্তী বছরগুলোতেও বিরাজমান থাকতে দেখা গেছে। সরকারি ব্যয় কমে যাওয়ার ফলে বাজেট ঘাটতি (জিডিপির শতাংশ হিসেবে) হ্রাস পেয়েছে এবং সরকারি ঋণও কমে যেতে দেখা গেছে (চিত্র ৫.২)। বিশ্লেষণে দেখা যায়, মূল্যস্ফীতি ১.২৮ শতাংশ (এক স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন) বাড়লে সরকারি ঋণ জিডিপি'র ০.৩০ শতাংশ পয়েন্ট কমে যায়। আর মূল্যস্ফীতি যদি ২.৫৬ শতাংশ (দুই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন) বাড়ে, তবে ২০২৫ অর্থবছরে সরকারি ঋণ ০.৬০ শতাংশ পয়েন্ট পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে (চিত্র ৫.৩)।

চিত্র ৫.১ সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি অভিঘাতের প্রভাব

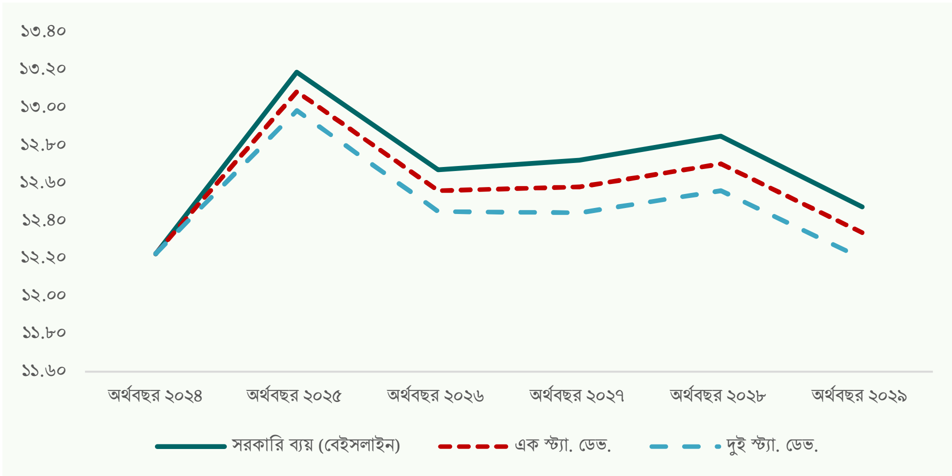

উৎস: ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফাউন্ডেশন টুল

চিত্র ৫.২ বাজেট ঘাটতির ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির অভিঘাতের প্রভাব

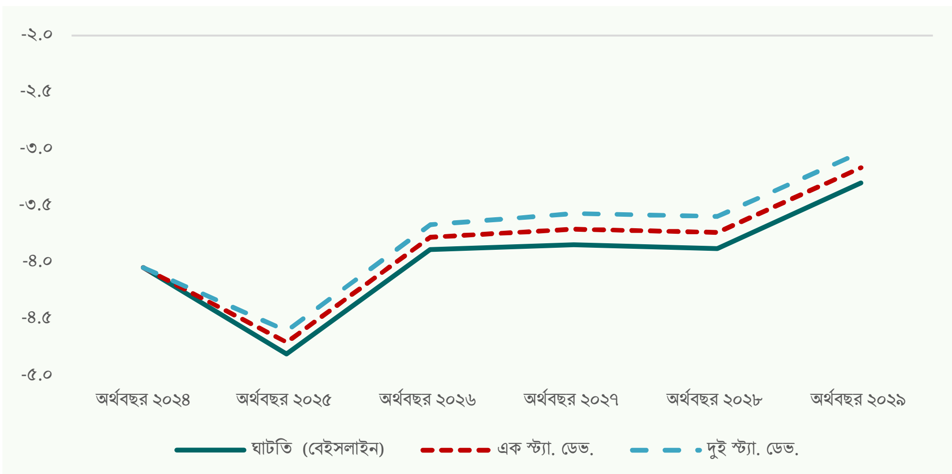

উৎস: ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফাউন্ডেশন টুল

চিত্র ৫.৩ সরকারি ঋণের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির অভিঘাতের প্রভাব

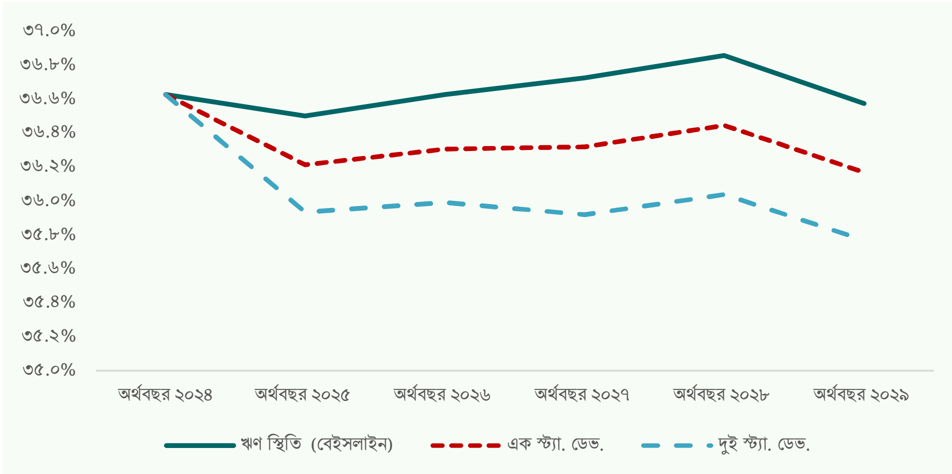

উৎস: ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফাউন্ডেশন টুল

৫.৪.২ নীতি সুদহার জনিত অভিঘাত

একটি নির্দিষ্ট বছরে পরিকল্পিত মোট সরকারি ব্যয় এবং প্রত্যাশিত রাজস্ব আয় অপরিবর্তিত থাকলে, সুদ ব্যয় বৃদ্ধি সামগ্রিক বাজেট ভারসাম্যকে নাজুক করে তুলতে পারে। নীতি সুদ হারের উপর এক ও দুই উভয় স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অভিঘাত প্রয়োগ করে দেখা যায়, প্রথম কয়েক বছরে সরকারি ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও তিন বছরের মধ্যে তা বেইজলাইন প্রক্ষেপণের কাছাকাছি পর্যায়ে নেমে এসেছে (চিত্র ৫.৪)। তবে এতে সরকারি ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। নীতি সুদ হারের উপর এক ও দুই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অভিঘাত প্রয়োগের ফলে সরকারি ঋণ যথাক্রমে ০.৪২ এবং ০.৮৪ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায় এবং মধ্যমেয়াদে তা বেইজলাইন পূর্বাভাসের সঙ্গে মিশে যেতে দেখা য়ায়নি (চিত্র ৫.৫)।

চিত্র ৫.৪ সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে নীতি সুদহার অভিঘাতের প্রভাব

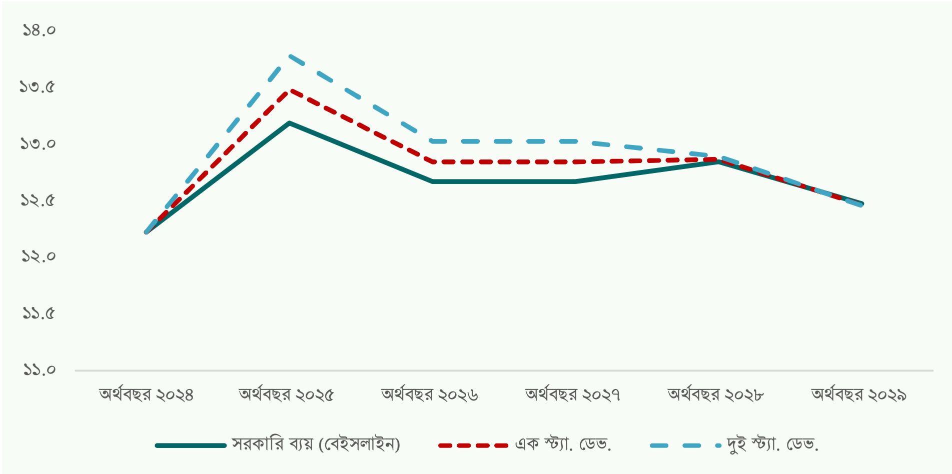

উৎস: ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফাউন্ডেশন টুল

চিত্র ৫.৫ সরকারি ঋণের ক্ষেত্রে নীতি সুদহার অভিঘাতের প্রভাব

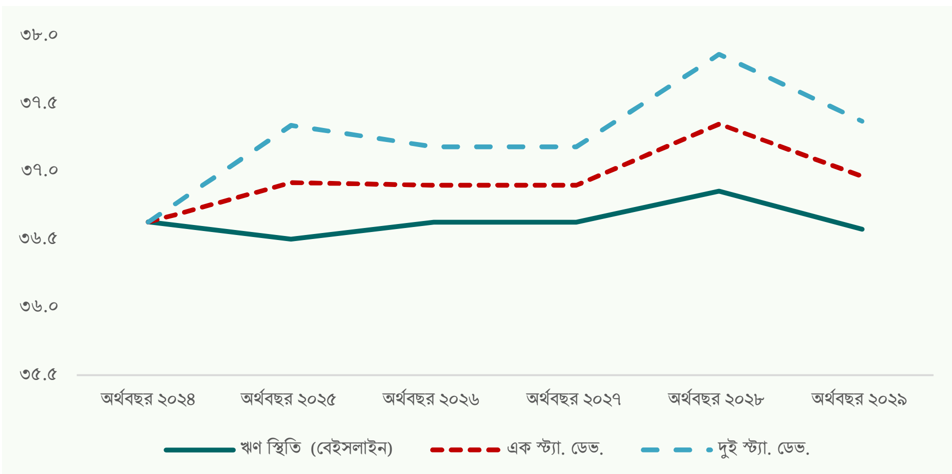

উৎস: ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফাউন্ডেশন টুল

৫.৪.৩ মুদ্রা বিনিময় হার জনিত অভিঘাত

স্থানীয় মুদ্রা অবমূল্যায়নের ফলে নমিনাল জিডিপি'র শতাংশে সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। এ অভিঘাত প্রয়োগে সরকারি ব্যয় কমে যেতে দেখা যায় যা পরবর্তী বছরগুলোতেও অব্যাহত থাকে (চিত্র ৫.৬)। যদিও স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে বিদেশি ঋণের সুদ ব্যয় বেড়ে যায় তারপরও জিডিপি'র শতাংশের হিসেবে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ কমে যায়। এর কারণ স্থানীয় মুদ্রা অবমূল্যায়নের ফলে

মূল্যস্ফীতি ঘটে যাতে নমিনাল জিডিপি সরকারি ব্যয়ের তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্থানীয় মুদ্রার এক স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অবমূল্যায়নে সরকারি ঋণের পরিমাণ ২০২৬ অর্থবছরে ০.৬ শতাংশ পয়েন্ট কমে যায়। দুই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অবমূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই হ্রাস হয় ১.৩ শতাংশ পয়েন্ট (চিত্র ৫.৭)।

চিত্র ৫.৬ সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময় হার অভিঘাতের প্রভাব

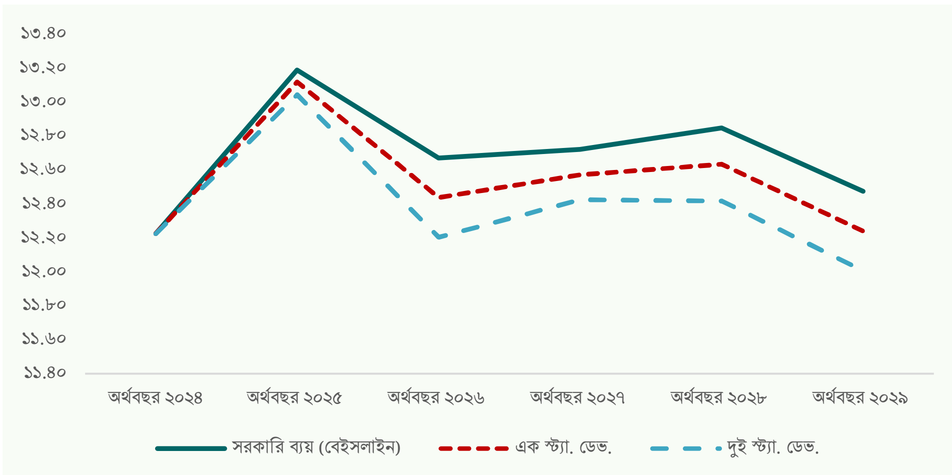

উৎস: ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফাউন্ডেশন টুল

চিত্র ৫.৭ সরকারি ঋণের ক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময় হার অভিঘাতের প্রভাব

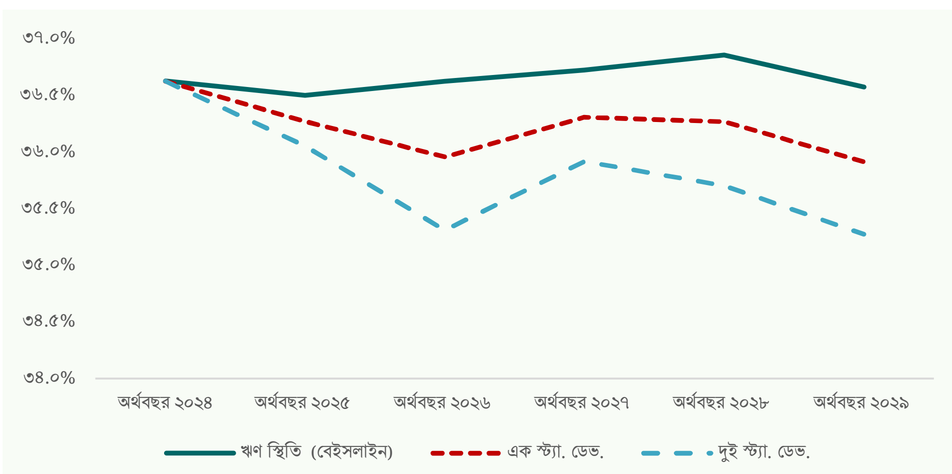

উৎস: ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফাউন্ডেশন টুল

বাংলাদেশে স্থানীয় মুদ্রার বিনিময় হারের অবমূল্যায়নের সাথে বার্ষিক পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেছে। ২০২৫ অর্থবছরে স্থানীয় মুদ্রার এক ও দুই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অভিঘাতের ফলে মূল্যস্ফীতি যথাক্রমে ০.৮৩ এবং ১.৬৬ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায় । তবে এই মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি পরবর্তী বছরগুলোতে ধীরে ধীরে কমে আসে এবং ক্রমে তা ২০২৮ অর্থবছরের বেইজলাইনেরে সাথে মিলে যেতে দেখা যায় (চিত্র ৫.৮)।

চিত্র ৫.৮ মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময় হার অভিঘাতের প্রভাব

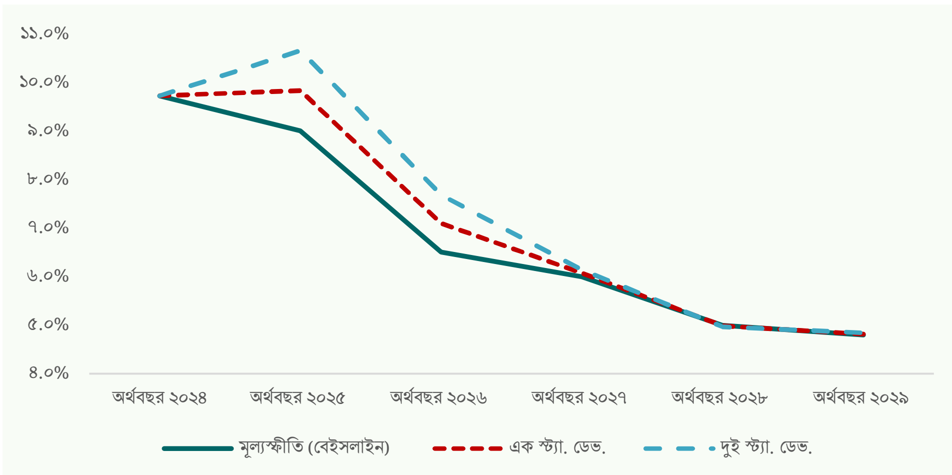

উৎস: ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফাউন্ডেশন টুল

অধ্যায় ২-এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, সরকার মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণে সম্পূর্ণ বাজারভিত্তিক (ফ্রি-ফ্লোটিং) পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। একারণে বাজারভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় হার প্রবর্তনের সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলোও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাজারভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থার প্রভাবে টাকার অবমূল্যায়ন হলে, দেশের মূল্যস্ফীতির উপর চাপ বাড়তে পারে। তবে সরকারি ঋণ ও সরকারি ব্যয়ের উপর এর প্রভাব মাঝামাঝি মাত্রার। রেমিট্যান্সের স্থিতিশীল প্রবাহ, রপ্তানির মধ্যম মাত্রার প্রবৃদ্ধি এবং আমদানির নিয়ন্ত্রিত প্রবৃদ্ধিকে বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে, মধ্যমেয়াদে বাজারভিত্তিক বিনিময় হার ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না বলে অনুমান করা হচ্ছে।

৫.৪.৪ রপ্তানি জনিত অভিঘাত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন কর্তৃক সম্প্রতি আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে রপ্তানি খাতের উপর অভিঘাত প্রয়োগ করে সরকারের আর্থিক হিসাব ও প্রকৃত খাতের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যখন রপ্তানির উপর এক ও দুই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অভিঘাত প্রয়োগ করা হয়, তখন দেখা যায় যে, ২০২৫ অর্থবছরে জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে সরকারি ব্যয় যথাক্রমে ০.৬৪ এবং ১.২৯ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র ৫.৯)। এই বৃদ্ধির কারণ হলো, রপ্তানি অভিঘাতে প্রকৃত জিডিপি কমে যায় যা

অর্থনীতিতে মূল্যসংকোচন জনিত চাপ (deflationary pressure) সৃষ্টি করে এবং এর ফলে নমিনাল জিডিপিও সংকুচিত হয়ে যায়। এছাড়া দেখা যায়, রপ্তানিতে এক ও দুই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অভিঘাতের ফলে ২০২৫ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি যথাক্রমে ১.৩ এবং ৩.০৬ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পায় (চিত্র ৫.১০)। যদিও কখনো কখনো মূল্যসংকোচন কাঙ্ক্ষিত হতে পারে, তবে রপ্তানির সংকোচন অর্থনীতির উপর একাধিক নেতিবাচক প্রভাব ফেলার আশঙ্কা তৈরি করে।

চিত্র ৫.৯ সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে রপ্তানি অভিঘাতের প্রভাব

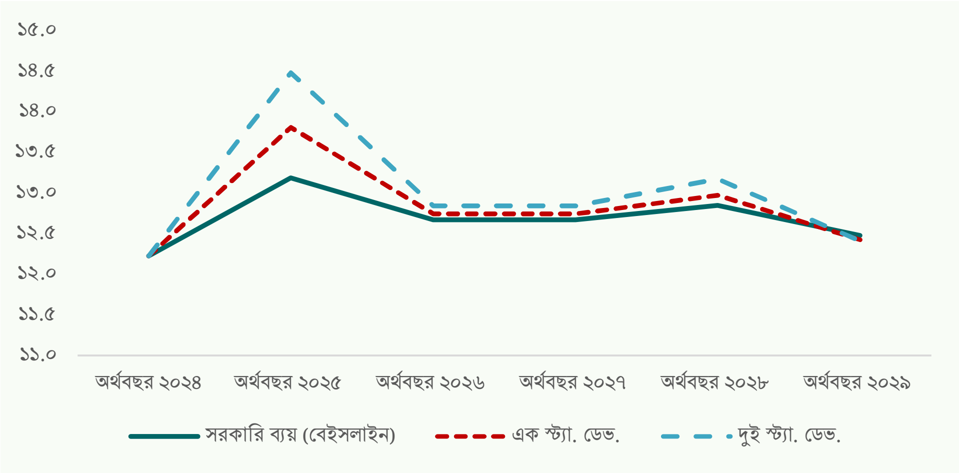

উৎস: ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফাউন্ডেশন টুল

চিত্র ৫.১০ মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে রপ্তানি অভিঘাতের প্রভাব

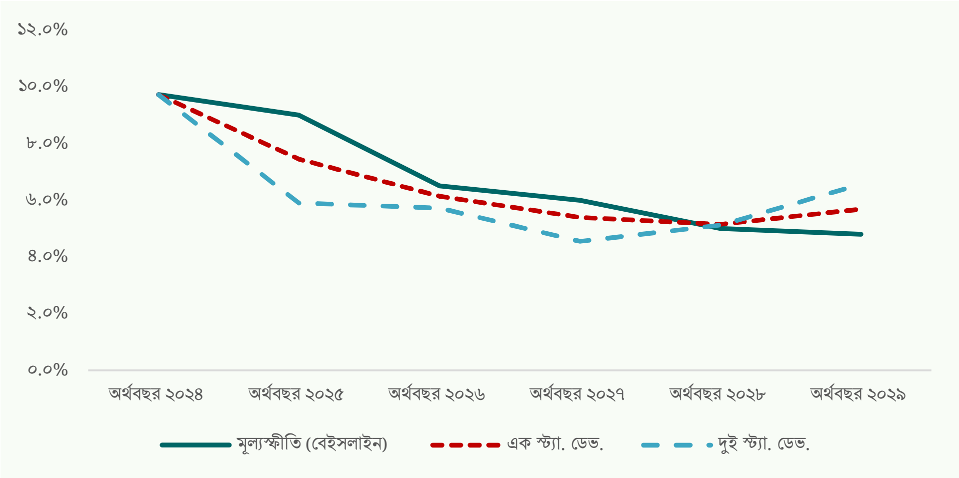

উৎস: ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফাউন্ডেশন টুল

৫.৫ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ (এসওই) জ্বালানি, পরিবহণ, নির্মাণ, টেলিযোগাযোগ, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে কাজ করছে। যেহেতু এসব প্রতিষ্ঠান দেশের গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ও সেবা সরবরাহ করে থাকে এবং দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তাই তাদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করে উদ্ভাবনকে অধিকতর উৎসাহিত করা দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৫.৫.১ এসওই সমূহের ঋণ ও প্রচ্ছন্ন দায়

২০২৪ অর্থবছরে ১০১টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান (এসওই) এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মোট সম্মিলিত ঋণের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র ১২.৭৯ শতাংশ। এই ঋণ ও দায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৯ শতাংশ হচ্ছে চলতি দায়, ২৬ শতাংশ হলো সাবসিডিয়ারি ঋণ চুক্তি (এসএলএ), ১৬ শতাংশ ঋণ চুক্তি (এলএ) এবং বাকি অংশ অন্যান্য ঋণ। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের এই ঋণ ও দায় থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকি মূল্যায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বক্স ৫.২: রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার বাজেট, রিপোর্টিং এবং মূল্যায়ন (SABRE+)

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান (SOEs) ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর (ABs) ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য, অর্থ বিভাগ SABRE+ নামক একটি টুল ব্যবহার করে। এই টুলে বাজেট ব্যবস্থাপনা, ঋণ ও সম্ভাব্য দায়, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন, জনবল ও সংগঠন কাঠামো এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত ফিচার অন্তর্ভুক্ত আছে। SABRE+ টুলের মূল উদ্দেশ্য হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা, তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণে সহায়তা করা এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা উন্নত করা।

৫.৫.২ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর (এসওই) ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এসওই এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক দিক বিবেচনা করা হয়-লাভজনকতা (Profitability), তারল্য (Liquidity) এবং ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা (Solvency)। SABRE+ টুলের (বক্স ৫.২) সাহায্যে বিশ্লেষণের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানগুলোকে পাঁচটি ঝুঁকি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যেসকল প্রতিষ্ঠান সরকারের জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি আর্থিক ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে তা বুঝতে এ বিভাজন সহায়তা করে।

সারণি ৫.৩ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার আর্থিক ঝুঁকির শ্রেণিবিন্যাস

গ্রেড (স্কোর)	অত্যন্ত কম (১)	কম (২)	মাঝারি (৩)	উচ্চ (৪)	অত্যন্ত উচ্চ (৫)
SOEs/ABs-এর সংখ্যা	২	২০	৩৭	২৮	১৪

উৎস: SABRE+ টুল

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর মধ্যে ১৪টি এসওই অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকি শ্রেণিতে অবস্থান করছে যার মধ্যে ১০টি বড় প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত (সারণি ৫.৩) এবং ১ থেকে ৫ স্কোরের স্কেলে পরিমাপ করে দেখা যায় উক্ত সংস্থাগুলোর প্রাপ্ত স্কোর ৫। একই স্কেলে ১১০টি এসওই-এর গড় স্কোর ৩.২৫ পাওয়া যায়, যা সম্মিলিতভাবে 'মাঝারি ঝুঁকি' শ্রেণিতে পড়ে। নির্বাচিত ১০১টি এসওই-এর দায়ের একটি বড় অংশ হচ্ছে সরকার থেকে বিনিয়োগকৃত ঋণ বা ইক্যুইটি যা একই সাথে সরকারের আর্থিক সম্পদ হিসেবেও বিবেচিত হয়ে থাকে। যদি এই প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরা পরিচালনায় ব্যর্থ হয় বা মূলধন হারায়, তাহলে সরকারকে পুনঃমূলধন যোগান বা পুনঃঅর্থায়নের মাধ্যমে সহায়তা দিতে হতে পারে, যা সরকারের জন্য একটি সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ২৮ টি SOEs/ABs-এর নিট ঋণের পরিমাণ জিডিপি'র ১.৬৭ শতাংশ, আর অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ১৪ টি প্রতিষ্ঠানের নিট ঋণের পরিমাণ জিডিপি'র ৩.১৩ শতাংশ। রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত এই ১০১ টি প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণের ৪২ শতাংশ সরকার প্রদান করেছে, আর বাকী ঋণ এসেছে দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে।

৫.৫.৩ সার্বভৌম গ্যারান্টি

সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর নেওয়া ঋণের বিপরীতে প্রয়োজন হলে সার্বভৌম গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে। এসব গ্যারান্টি মূলত বেসামরিক বিমান পরিবহণ, বিদ্যুৎ খাত, সার কারখানা এবং সরকারি পণ্য খাতের প্রতিষ্ঠানের জন্য দেওয়া হয়। ২০২৫ অর্থবছর শেষে মোট সার্বভৌম গ্যারান্টির পরিমাণ ছিল ১,১৯০.৪২ বিলিয়ন টাকা। যদিও এখন পর্যন্ত কোনো এসওই সার্বভৌম গ্যারান্টিযুক্ত ঋণ খেলাপি হয়নি, তবুও সরকার বিদ্যমান সার্বভৌম গ্যারান্টি প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা সংশোধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এতে সার্বভৌম গ্যারান্টি প্রদানের প্রক্রিয়াটি অধিকতর কার্যকর হবে এবং এর পরিবীক্ষণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অধিকতর উন্নত হবে, পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

৫.৬ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সামষ্টিক-আর্থিক ঝুঁকি

ওয়ার্ল্ড রিস্ক ইনডেক্স ২০২৪ অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বে ৯ম সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা অধিক হারে সংঘটিত হয়। ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২৫ অনুসারে, এসব দুর্যোগে প্রতিবছর প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি হয়, যা দেশের মোট জিডিপির প্রায় ১ শতাংশ। এই দুর্যোগগুলো প্রতিবছর ৬.৩ মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। যেহেতু এ ধরনের ঘটনা ঘন ঘন ঘটে, তাই আর্থিক ক্ষতি কমাতে এবং জলবায়ু সহনশীলতা বাড়াতে সঠিক মূল্যায়ন ও কার্যকর কৌশল গ্রহণ করা জরুরি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর হিসাব অনুসারে ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশে গড়ে প্রতি বছর জিডিপির ১.৩২ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে। বাংলাদেশের নিচু ভূমি, ঘন জনসংখ্যা এবং কৃষির উপর নির্ভরতা জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এই পরিস্থিতি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জলবায়ু সহনশীলতা এবং অভিযোজন কৌশল জোরদার করার প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্ট করেছে।

চিত্র ৫.১১ বাংলাদেশে সংগঠিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ (১৯৮০ - ২০২৪)

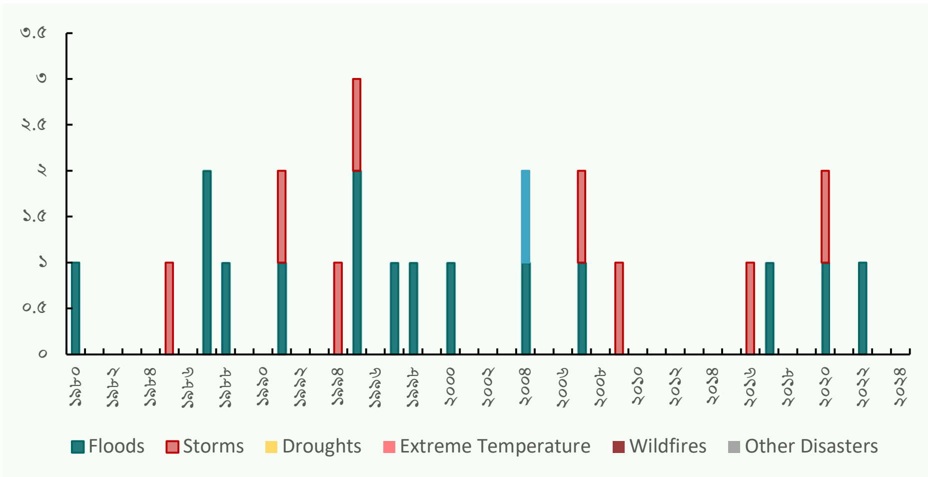

উৎস: আইএমএফ-এর ক্লাইমেট ড্যাশবোর্ড

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে বন্যা ও ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায়ই ঘটে থাকে। প্রায় প্রতি বছর দেশে অন্তত একটি করে বন্যা ঘটে এবং মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড়ও হয়। বন্যা ও ঝড়কেই বাংলাদেশের প্রধানতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে দেখা হয়। গত ৪০ বছরে বাংলাদেশে ১৩ টি বড় ধরনের বন্যা এবং ৮ টি ঘূর্ণিঝড় হয়েছে, যেগুলোর প্রতিটিতেই জিডিপির ০.১ শতাংশের বেশি ক্ষতি হয়েছে (চিত্র ৫.১১)। এই প্রেক্ষাপটে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য বন্যাকে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Climate Macroframework Toolkit (CMT) ব্যবহার করা হয়েছে (বক্স ৫.৩)। এই টুলকিট থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো পরে Medium-Term Macroeconomic Framework (MTMF)-এ সংযোজন করে দুর্যোগ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বক্স ৫.৩: ক্লাইমেট ম্যাক্রো-ফ্রেমওয়ার্ক টুলকিট (সিএমটি)

সিএমটি হলো আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের উদ্যোগ প্রণিত একটি টুলকিট যার মাধ্যমে সরকারের জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিকে বিশ্লেষণ করা হয়। এই টুলকিটে তিনটি এক্সেলভিত্তিক টুল আছে: ১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ড্যাশবোর্ড; ২. পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণ টুল (Empirical Tool); ৩. সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (Macroeconomic Framework)। ড্যাশবোর্ড টুলে একটি দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্য এবং সেই দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতির মাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেয়া থাকে। পরিসংখ্যানভিত্তিক টুল (Empirical Tool) ব্যবহার করে দেখা যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাতে (shock) দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচকগুলো কীভাবে রেসপন্স করে। ড্যাশবোর্ড থেকে প্রাপ্ত বৈশ্বিক তথ্য এবং পরিসংখ্যানভিত্তিক টুল থেকে পাওয়া ফলাফল একত্রিত করে, এই প্রভাবগুলো সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল-এ সংযুক্ত করা হয় এবং তা পরিমাপ করা হয়।

৫.৬.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি

২০২৬ থেকে ২০২৮ অর্থবছর পর্যন্ত সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সিএমটি মডেলে সংযুক্ত করা হয়েছে । এই বিশ্লেষণে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ২০২৬ অর্থবছরে একটি মাঝারি থেকে বড় ধরনের বন্যা হবে। দুর্যোগের আগে সরকারের আর্থিক অবস্থান (Pre-disaster Fiscal Space) পরিমাপ করার জন্য গত ৪০ বছরের গড় বাজেট ঘাটতিকে ধরা হয়েছে, যা ছিল জিডিপি'র (-)২.৯৮ শতাংশ। বন্যা থেকে যে ভৌত ক্ষতি হবে, তা জিডিপি'র ৩.৮৮ শতাংশ হিসেবে অনুমান করা হয়েছে (গত ৪০ বছরে বন্যাজনিত গড় ক্ষতির ভিত্তিতে হিসাব করা)। পাশাপাশি, অভিযোজন সক্ষমতার (Adaptation Capacity) গড় সূচক ০.৭৮ ব্যবহৃত হয়েছে, যা ওই একই সময়ের গড় মান হিসাব থেকে প্রাপ্ত।

সারণি ৫.৪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি

দেশভিত্তিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	ইনপুট
দুর্যোগ-পূর্ব সরকারের আর্থিক অবস্থা (প্রাক-প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামগ্রিক বাজেট ভারসাম্য, জিডিপির শতাংশে)	(-) ২.৯৮
আয়ের শ্রেণি	LIDC (নিম্ন আয়ের দেশ)
ছোট দ্বীপরাষ্ট্র	না
অভিযোজন সক্ষমতা (০ = সর্বোচ্চ, ১ = সর্বনিম্ন)	০.৭৮
দুর্যোগসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য	**ইনপুট**
ভৌত ক্ষতির পরিমাণ (জিডিপির শতাংশে)	৩.৮৮
প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন (বন্যা, ঝড়, খরা, অন্যান্য)	বন্যা

উৎস: আইএমএফ-এর Empirical Toolkit

সারণি ৫.৪ এ উল্লিখিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে ২০২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের বন্যা'র অভিঘাতের কারণে সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়নের জন্য তা সিএমটি মডেলের পরিসংখ্যানভিত্তিক টুলে (Empirical Tool) সংযুক্ত করা হয়েছে।

৫.৬.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ অভিঘাতের উপর ভিত্তি করে সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ

আইএমএফ-এর গ্লোবাল ক্লাইমেট ড্যাশবোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে এবং ন্যাচারাল ডিজাস্টার এম্পিরিক্যাল টুলকিট ব্যবহার করে ২০২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের একটি বন্যা অভিঘাত পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব অনুমান করা হয়েছে। এই টুলকিট বিভিন্ন ম্যাক্রো-ভ্যারিয়েবলের জন্য গড় অনুমানসহ এক স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন উপরের এবং নিচের সীমার প্রক্ষেপণ দেয়া হয়েছে। এসব সূচকের মধ্যে রয়েছে: জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির হার, চলতি হিসাবের ভারসাম্য (জিডিপির শতাংশ হিসেবে), সুদের হার, এবং নমিনাল মুদ্রা বিনিময় হার (লগারিদমিক রূপে)। বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০২৬ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণের তুলনায় ০.৪৮ শতাংশ পয়েন্ট কম হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়। অন্যদিকে, ত্রাণ কার্যক্রম এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্গঠনের কারণে সরকারি ব্যয় ২.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। এই টুলকিট থেকে পাওয়া ফলাফলগুলি এফপিপি মডেল অনুযায়ী এমটিএমএফ-এর বেইজলাইন সিনারিওতে সংযুক্ত করা হয়েছে, যেন বিভিন্ন সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের ওপর এর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করা যায়।

সারণি ৫.৫ শক ইমপ্যাক্ট সিনারিও

ভেরিয়েবল সমূহ	মিন এস্টিমেট (ডেভিয়েশন ফ্রম ট্রেন্ড)			এস্টিমেটের কনফিডেন্স ইন্টারভেল (%)	আপার বাউন্ড			লোয়ার বাউন্ড		
	t=০	t=১	t=২		t=০	t=১	t=২	t=০	t=১	t=২
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	-০.৪৮	-০.৬৩	০.৩৪	৯০	০.০৫	-০.০৭	০.৯০	-১.০১	-১.১৯	-০.২২
সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি (%)	২.৯৩	-১.০৫	-২.৯৭	৯০	৪.৭৯	০.৭৩	-১.২১	১.০৮	-২.৮৪	-৪.৭৪
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (জিডিপি এর শতাংশ হিসেবে)	১.৩৪	১.০০	০.৭৭	৯০	৩.২৯	২.৬৯	২.৪৭	-০.৬১	-০.৭০	-০.৯৩
সুদের হার (%)	০.৪৩	-২.০৪	২.৫৫	৯০	১.০৭	-১.২৪	৩.৪০	-০.২২	-২.৮৩	১.৬৯
নমিনাল মুদ্রা বিনিময় হারের লগ	০.০৪	০.০১	-০.০২	৯০	০.৩৮	০.৪৭	০.৪২	-০.২৯	-০.৪৫	-০.৪৭

উৎস: আইএমএফ-এর Empirical Toolkit

৫.৬.৩ বিভিন্ন ম্যাক্রো-ভ্যারিয়েবল এর উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব

পরিসংখ্যানভিত্তিক টুল (Empirical Tool) থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ব্যবহার করে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত অভিঘাতের প্রভাব এফপিপি মডেলে সংযোজন করা হয়েছে। এরপর উক্ত মডেল থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, ব্যক্তিগত ভোগব্যয়, সরকারের বাজেট ভারসাম্য, সরকারি ঋণ, রপ্তানি ও আমদানির প্রবণতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে এসব ফলাফলের বিস্তারিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত ভোগ ও প্রকৃত জিডিপিতে প্রভাব

২০২৬ অর্থবছরে সম্ভাব্য বন্যার কারণে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫.৫ শতাংশ থেকে কমে ৫.১ শতাংশে নামতে পারে। এই হ্রাসের কারণ হলো অবকাঠামোর ক্ষতি, কৃষি উৎপাদনের ঘাটতি এবং ব্যক্তিগত ভোগব্যয় কমে যাওয়া। ২০২৭ অর্থবছরেও বন্যার প্রভাব অব্যাহত থাকতে দেখা যায়, যেখানে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের প্রক্ষেপণের বদলে ৫.৬ শতাংশে নেমে আসতে পারে। তবে ২০২৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের চেয়ে বেশি হতে পারে। কারণ, টানা দুই বছর অর্থনীতি তার সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতার নিচে থাকার পর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার (Rebound) ঘটতে পারে (চিত্র ৫.১২)।

২০২৬ অর্থবছরে সম্ভাব্য বন্যার কারণে ব্যক্তিগত ভোগব্যয়ের প্রবৃদ্ধি ৬.৬ শতাংশের প্রক্ষেপণ থেকে কমে ৫.৩ শতাংশে নেমে যায়। এর মূল কারণ হলো কৃষিতে ব্যাপক ক্ষতি, যার ফলে মানুষের আয় এবং খাদ্যপ্রাপ্যতা কমে যায়। সরকার ত্রাণ সহযোগিতা দিলেও দুর্যোগের পরপরই পরিবারের প্রকৃত ব্যয় হ্রাস

পায়। তবে ২০২৭ অর্থবছরে ব্যক্তিগত ভোগব্যয় দ্রুত বেড়ে ৭.২ শতাংশে পৌঁছায়, যা প্রক্ষেপণকৃত ৫.৪ শতাংশের চেয়ে বেশি। এই পুনরুদ্ধারের পেছনে বন্যার পরে পলি জমে মাটি উর্বর হওয়া সহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে আয় ও চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া অন্যতম (চিত্র ৫.১২)।

চিত্র ৫.১২ ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও প্রকৃত জিডিপির উপর প্রভাব

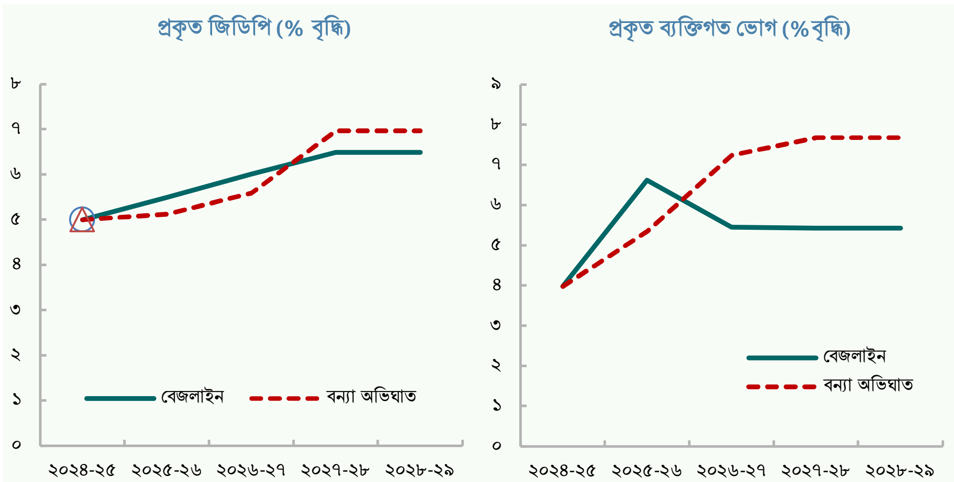

উৎস: ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফাউন্ডেশন টুল

বাজেট ঘাটতি এবং সরকারি ঋণের উপর প্রভাব

২০২৬ অর্থবছরে কল্পিত বন্যার অভিঘাতের কারণে সরকারের বাজেট ঘাটতি বাড়তে পারে। এর প্রধান কারণ হলো, সরকারি ব্যয় ৩.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে, যা বেইজলাইন প্রজেকশনের তুলনায় বেশি। এই অতিরিক্ত ব্যয় মূলত জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম এবং ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে ব্যয় করা হবে। যেহেতু সরকারের রাজস্ব আয় একই হারে বাড়ছে না, তাই এই অতিরিক্ত ব্যয় মেটাতে সরকারকে অতিরিক্ত ঋণ নিতে হতে পারে। ফলে সরকারি ঋণের পরিমাণ বাড়বে এবং ঋণ-জিডিপি অনুপাত ৩৬.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৬.৮ শতাংশে পৌঁছাবে (চিত্র ৫.১৩)।

চিত্র ৫.১৩ বাজেট ঘাটতি এবং সরকারি ঋণের উপর প্রভাব

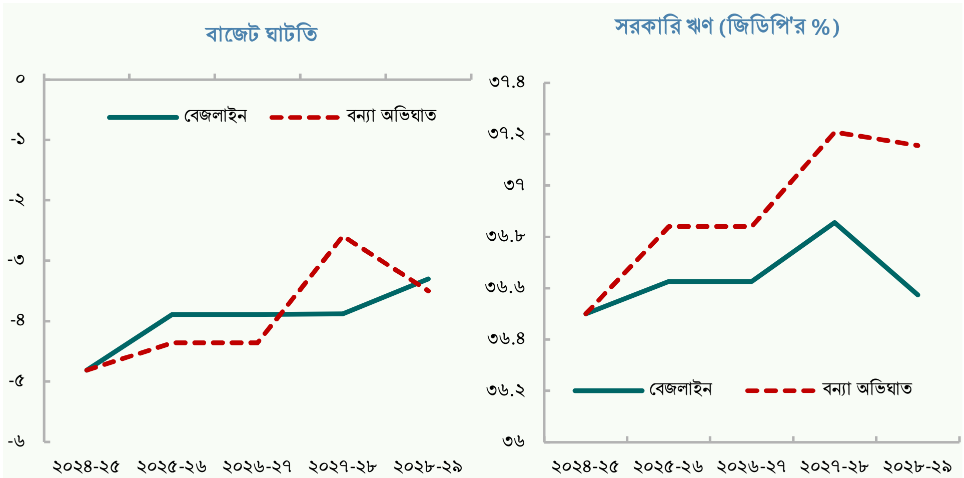

উৎস: ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফাউন্ডেশন টুল

আমদানি ও রপ্তানিতে প্রভাব

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের বড় অংশ তৈরি পোশাক খাত থেকে আসে, যা কৃষির তুলনায় বন্যায় তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তাই বন্যার কারণে পোশাক উৎপাদন বা রপ্তানি আয়ের উপর বড় কোনো প্রভাব পড়বে না বলে মনে করা হচ্ছে। তবে কৃষি খাতে বড় ক্ষতি হলে দেশে সাময়িককভাবে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এই ঘাটতি মেটাতে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য আমদানি বাড়াতে হতে পারে। এই কারণে ২০২৬ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সামান্য (০.২ শতাংশ) কমে যেতে পারে, এবং আমদানি প্রবৃদ্ধি ০.১ শতাংশ বাড়তে পারে (চিত্র ৫.১৪)।

চিত্র ৫.১৪ আমদানি ও রপ্তানিতে প্রভাব

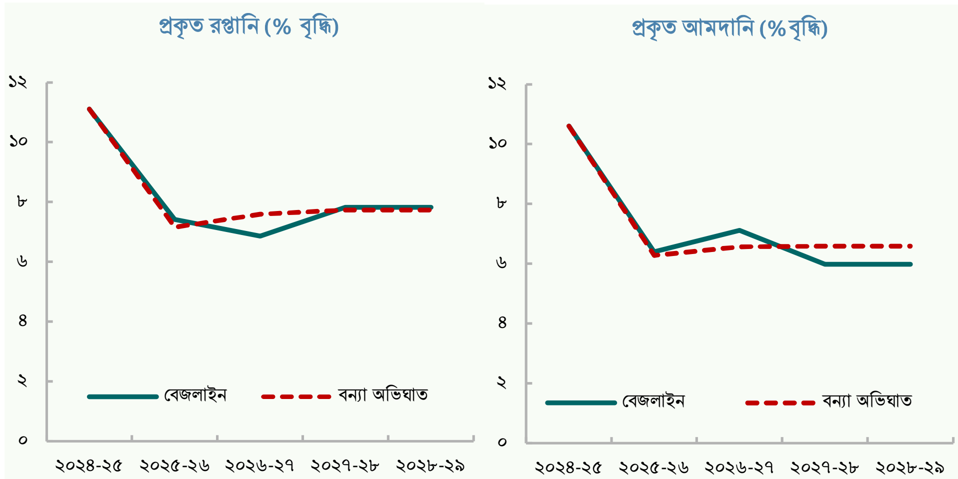

উৎস: ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফাউন্ডেশন টুল

৫.৬.৪ প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরকারের প্রস্তুতি

অভিযোজন কৌশলের উপর গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর মোট বাজেটের প্রায় ৬ থেকে ৭ শতাংশ জলবায়ু সহনশীলতা তৈরির জন্য ব্যয় করে। এই ব্যয়ের প্রায় ৭৫ শতাংশ দেশীয় উৎস থেকে অর্থায়ন করা হয়, যা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারকে তুলে ধরে। জলবায়ু পরিবর্তন দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করছে। এছাড়াও, সরকার প্রতি অর্থবছরে যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংরক্ষণ করে রাখে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু বিষয়ক ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বার্ষিক জলবায়ু বাজেট রিপোর্ট (Climate Budget Reports) তৈরি করছে। এই প্রতিবেদনে ২৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য থাকে যা জলবায়ু সংবেদনশীল কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়।

৫.৭ উপসংহার এবং নীতি-কৌশল

সাধারণভাবে আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ বিকল্প বেছে নেওয়া, আর্থিক বাফার বজায় রাখা, ঝুঁকি স্থানান্তর, ঝুঁকি বৈচিত্র্যকরণ এবং সরকারি প্রক্রিয়ায় দক্ষতা উন্নয়ন করা। এই সাধারণ নীতি সামনে রেখে আর্থিক ঝুঁকি বিশ্লেষণের ফলাফল এবং নীতি-কৌশলের সারসংক্ষেপ এই অংশে তুলে ধরা হয়েছে।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের আর্থিক ভারসাম্য (Fiscal Balance) সামষ্টিক অর্থনীতির অভিঘাত দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে মূল্যস্ফীতি, সুদের হার, মুদ্রা বিনিময় হার এবং রপ্তানির পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে এটি বেশি ঘটে থাকে। যেমন উচ্চ মূল্যস্ফীতি দরিদ্র জনগণের প্রকৃত আয় কমিয়ে দেয়। একই সঙ্গে এটি নমিনাল জিডিপি বাড়িয়ে দেয় এবং সরকারের ঋণের প্রকৃত মূল্য কমিয়ে দেয়। তবে নীতি সুদ হারের পরিবর্তন এর বিপরীত প্রভাব ফেলে যাতে সুদ ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় সরকারের ঋণের পরিমাণ এবং ব্যয় দুটোই বেড়ে যায়। বহিঃখাতে স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন মূল্যস্ফীতির সৃষ্টি করে, আর রপ্তানি কমে গেলে দেশের অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির হার হ্রাস পায়।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান খাত সম্পর্কিত বিশ্লেষণে দেখা যায় সম্মিলিতভাবে এসওই খাত দেশের সরকারের জন্য মাঝারি মাত্রার ফিসকাল ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এসওই এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো সার্বিকভাবে, সরকারের আর্থিক অবস্থার ওপর তিনভাবে প্রভাব ফেলে। প্রথমত, সরকার যদি এসওই-এর ঋণের জন্য গ্যারান্টি দেয় এবং তারা সেই ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তাহলে সরকারের তা পুনর্ভরণসহ আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। এটি ঘটতে পারে যদি প্রতিষ্ঠানগুলো দেউলিয়া হয়ে যায় বা তাদের প্রকল্পগুলো আশানুরূপ উৎপাদনশীলতা দেখাতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, এমনকি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ঋণ খেলাপি না হলেও যদি তারা ক্রমাগত লোকসান করে, তাহলে তাদের সচল রাখতে সরকারকে বাড়তি পুঁজি (Recapitalization) যোগান দিতে হতে পারে। তৃতীয়ত, যদি এসব প্রতিষ্ঠান প্রত্যাশিত মুনাফা না করতে পারে তাহলে সেটিও সরকারের রাজস্ব আয়ে চাপ বাড়াতে পারে। সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, এসওই সমূহের সম্পদকে সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন, যাতে সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা যায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে অর্থনীতির উপর অপ্রত্যাশিত প্রভাব ফেলতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অভিঘাত বিশ্লেষণে একটি সম্ভাব্য বন্যাকে ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। একটি বড় বন্যা হলে তা সরকারের বাজেটের উপর মধ্যমেয়াদে কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে দেখা গেছে যে, দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সক্ষমতা উন্নত হয়েছে, যার ফলে সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমেছে।

উপরের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সরকার স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে নিচের নীতি-কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে:

- নিম্নআয়ের জনগণকে উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাব থেকে সুরক্ষা দিতে সরকার ওএমএস ও টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ডের মতো কর্মসূচি চালু করেছে। সরকার ডায়নামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি তৈরির মাধ্যমে উপকারভোগীর সহায়তা প্রাপ্তি ব্যবস্থা পূর্ণ অটোমেশন করার উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

- বিদ্যুৎ খাতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার ২০২৬-২০২৮ অর্থবছরে তিন বছর মেয়াদে একটি রোডম্যাপ তৈরি করছে, যার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিক্রয় মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে ভর্তুকি কমিয়ে এ খাতকে আর্থিকভাবে টেকসই করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, সরকার সার ব্যবস্থাপনা পুনঃমূল্যায়ন করছে এবং কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণের প্রাপ্যতা ও সরবরাহে যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে তা নিশ্চিত করছে।

- ঋণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও আর্থিক ঝুঁকি কমাতে সরকার অর্থ বিভাগের অধীনে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দপ্তর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং বন্ড/বিল বাজার উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ জোরদারে সরকার আর্থিক লেনদেনের অটোমেশন করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।

- রাজস্ব আহরণ বাড়াতে "মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব কৌশল (এমএলটিআরএস, ২০২৫)" ও "ট্যাক্স এক্সপেন্ডিচার নীতিমালা" গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কাঠামোগত সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকর করার মাধ্যমে সরকার ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য দক্ষ এসেট ম্যানেজম্যান্ট পদ্ধতি গ্রহণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

- সরকার একটি দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়ন কৌশল পত্র প্রণয়ন করেছে, যার মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে বিভিন্ন ঝুঁকি অর্থায়নের উত্তম বিকল্পের মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি সামগ্রিক দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং সাড়া প্রদান কৌশল তৈরি করা যেতে পার

বিজি প্রেস:-২০২৫-২৬-৫৪০৮-এ—২,০০০ বই, ২০২৫। মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার